Vol. 2 | No. 2 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

Volume	2
Issue	2
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Muhammad Shahidullah
Published online	December 16, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i2.4
Pages	129-308
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

Check for updates

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালা ভাষা প্রায় ছয় কোটি লোকের ভাষা। কেবল বিভাগপূর্ব বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে প্রচলিত। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ, রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম ও মানভূমে বাঙ্গালা দেশভাষা। আসামের কাছাড় ও ধুবড়ী জেলার ভাষা বাঙ্গালা। ভাষাভাষীর সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা।

ভাষার জীবন্ত রূপ তাহার কথ্য ভাষায়। স্থানভেদে বাঙ্গালার কথ্যরূপ নানাবিধ। "একজন লোকের দুইটা ছেলে ছিল" ইহা সাধু ভাষা। এই বাক্যটী নানা স্থানের কথ্য ভাষায় যে রূপ লইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে—

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান—অ্যাক জন লোকের দুটো ছেলে ছিলো।

খুলনা, যশোহর—অ্যাক জন মান্‌শির দুটো ছাওয়াল ছিলো।

মানভূম—এক লোকের দুটো বেটা ছিলো।

রাঁচি (সরাকী—এক লোকের দু বেটা রাহে।

সিংহভূম (ধলভূম)—এক লোকের দুটা ছা ছিল।

মেদিনীপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম)—এক লোকার দুট্যা পো থাইল।

পূর্ণিয়া (সিরিপুরিয়া)—এক ঝনের দুই পুআ ছিল।

মালদা—য়্যাক ঝোন ম্যান্‌শের দুটা ব্যাটা আছ্‌লো।

রঙ্গপুর—এক জন মান্শের দুইক্না ব্যাটা আছিল্।
ঢাকা—এক জন মান্শের দুইডা পোলা আছিল।
ময়মনসিংহ—য়্যাক জনের দুই পুৎ আছিল্।
সিলহেট—এক মানুশর দুই পুয়া আছিল্।
কাছাড়—এক জন মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল্।
চট্টগ্রাম—এগুয়া মান্শের দুয়া পুয়া আছিল্।
নোয়াখালি—এক জনের দুই হুত আছিল।
চট্রগ্রাম (চাকমা)—এক জন তূন দিবা পোয়া এল্।
মণিপুর (মায়াং)—মুনি আগোর পূতো দূগো আসিল্।

এই কথ্য ভাষাগুলিতে আমরা দেখিতে পাই যে উচ্চারণ, শব্দ ও ব্যাকরণের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধুভাষা মধ্যবঙ্গের কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষা হইলে আমরা "ছেলে" স্থানে "ছাইল্যা" শব্দ দেখিতাম। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা হইলে "ছিল" স্থানে "আছিল" হইত। ছ, ড়, ঢ়, ঘ, ধ, প্রভৃতি উচ্চারণ, "আমাকে," "আমাদের" ইত্যাদি শব্দরূপ এবং "আমি করিব," "সে করিবে" ইত্যাদি ধাতুরূপ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান সাধুভাষা উত্তর বা পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "আমারে," "করিবেক," ইত্যাদি রূপ পদ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় চালাইয়াছিলেন। কিন্তু "আমারে" পূর্ব্ববঙ্গের এবং "করিবেক" বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের কথ্যরূপ, মধ্যবঙ্গের নহে ; এইজন্য এইরূপ পদও বর্ত্তমানে সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

সাধু বাঙ্গালা কেন মধ্যবঙ্গের কথ্যভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল, তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ আছে। বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখকগণ যথা চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ইহাদের প্রভাবে তৎকালীন সাধুভাষায় পশ্চিমবঙ্গের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়া যায়। তারপর জন্মিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার জন্মস্থান মধ্যবঙ্গের নদিয়া।

তিনি নিজের কথ্য ভাষার গৌরব করিতেন। অন্য স্থানের কথ্য ভাষা তাঁহার নিকট হাসি-ঠাট্টার বস্তু ছিল।

"সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে ॥
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

এই নদের চাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল। তাঁহার অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত লেখা হইল। অসংখ্য পদাবলী রচিত হইল। এই সমস্তই মধ্যবঙ্গের ভাষায়। এখন নদিয়া হইল বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন্দ্র। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই নদিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

"নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। তারপর কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী হয়। সেখানে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০ খ্রীঃ অঃ)। তারপর তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন,

মোজাম্মেল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শক্তিশালী মনীষী লেখকগণের প্রভাবে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সাধুভাষার রীতি পাইয়াছি। কলিকাতা রাজধানীর প্রভাবে ঐ অঞ্চলের কথ্যভাষাও সমস্ত বাঙ্গালীর সাধারণ কথাবার্ত্তা ও নাটকের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল কেহ কেহ সাধারণ সাহিত্যেও এই কথ্যভাষা প্রয়োগ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম আশীর্ব্বাণী এই কথ্য ভাষারই শিরে বর্ষিত হইয়াছে।

ইহা খুবই সত্য যে নানা প্রাকৃতিক দ্রব্যের ন্যায় ভাষা পরিবর্ত্তন শীল। এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে চলিতেছে। এইজন্য আমরা নিজেদের জীবৎকালে ভাষার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না। লিখিত ভাষায় অনেক সময় কথ্যভাষার পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত ভাষার রূপ রক্ষা করা হয়। তবুও ভাষার পরিবর্ত্তন লেখায় ধরা পড়ে। আমরা এখন সাধুভাষায় চেয়ে (রামের চেয়ে), এস, দেখ, জেলে, জ'লো প্রভৃতি এমন শব্দ ও ব্যাকরণের রূপ ব্যবহার করি, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কথ্যভাষা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। সাধুভাষার রীতি অনুসারে ইহাদের রূপ "চাহিয়া", "আইস", "দেখ", "জালিয়া", "জলুয়া" হওয়া উচিত ছিল।

বাঙ্গালা ভাষাকে বয়স অনুসারে চারি যুগে স্থাপিত করা হইয়াছে।—

নব্যযুগ (১৮০০ খ্রী অঃ হইতে)
মধ্যযুগ (১৩৫০—১৮০০ খ্রী অঃ)
সন্ধিযুগ (১২০০—১৩৫০ খ্রী অঃ)
প্রাচীন যুগ (৬৫০—১২০০ খ্রী অঃ)

১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োগ ধর্ত্তব্য নহে। এইজন্য ১৮০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে নব্যযুগ গণনা করা হয়। এই নব্যযুগের বর্ত্তমান কাল ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কেন না প্রায় এই সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য আধুনিক রূপ পাইয়াছে। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা ভাষা

ও সাহিত্য ইংরেজিদ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভাষায় অনেক ইংরেজি শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। সম্প্রতি ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইলেও ইংরেজ প্রভাবের অবসান হইতে বিলম্ব আছে। বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচলিত কতকগুলি ইংরেজি শব্দ এই—আফিস, ইঞ্চি, উল, কোট, কোম্পানী, গিনি, গিল্টি, গেলাস, চেয়ার, জেল, টিকিট, টিন, ট্রাম, ডাক্তার, ডিসমিশ, থিয়েটার, নোট, পুলিশ, পেনসিল, ফেল, বল, বিল, বেঞ্চি, ব্রাকেট, ব্লটিং, ভিজিট, মেম, রেল, লাইন, লাট, লণ্ঠন, সিনেমা, স্কুল, ষ্টীমার, হন্দর, হাঁসপাতাল ইত্যাদি।

নব্যযুগের পূর্ব্ব যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়। ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খল্‌জী ১২০১ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ বা নদিয়া সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধিকারে আসিতে আরও শত বৎসর লাগে। ১৩৫২ খ্রীঃ অব্দে শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হন। ইহার পূর্ব্বে ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দে পর্য্যন্ত সন্ধি যুগ। সুতরাং ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ হইতে মধ্যযুগের আরম্ভ গণ্য করা যাইতে পারে। এই সময় সমস্ত বাঙ্গালা দেশে মুসলিম অধিকার কাল। এইজন্য মধ্যযুগকে মুসলিম যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে বাঙ্গালী এক বৈদেশিক সংস্কৃতিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইল। এই নূতন সংস্কৃতির বাহন ছিল পারসী। এইজন্য পারসী ভাষা হইতে অনেক শব্দ বাঙ্গালায় ঢুকিয়া গেল। আর এই পারসীর মধ্যে দিয়া কতক কতক আরবী শব্দও পারসী উচ্চারণে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিল। কিছু তুর্কি শব্দও প্রবেশ করিল। কেবল শব্দে নয়, বাঙ্গালা ব্যাকরণেও-খোর,-দার,-দান প্রভৃতি প্রত্যয়ে পারসী প্রভাব লক্ষিত হয়। মধ্যযুগের আদিকবি চণ্ডীদাস পর্যন্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে * কতকগুলি আরবী,

* শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আধুনিক সম্পাদক প্রদত্ত নাম। সুপরিচিত বলিয়া আমরা এই নাম গ্রহণ করিয়াছি। এই পুঁথির সহিত প্রাপ্ত বিষ্ণুপুর রাজ-গ্রন্থাগারের একখণ্ড কাগজে ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (সন্দর্ব্ব) লিখিত হইয়াছে।

পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা, কামাণ (ধনু), খরমুজা, বাকী, মজুর, মজুরিআ, লেম্বু (নেবু), আফার (প্রচুর)।

মধ্যযুগের একজন যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ ছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহার পূর্ব্বে গৌড়ের সুলতান ও রাজপুরুষগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। এইজন্য মধ্যযুগকে দুইটী কালে বিভক্ত করা যায়। গৌড়ীয় কাল (১৩৫০—১৫০০ খ্রীঃ অব্দ)। ২। চৈতন্যাদি কাল (১৫০০—১৮০০ খ্রীঃ অব্দ)।

গৌড়ীয় কালে বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সমকালে শাহ্ মুহম্মদ সগীর ইউসুফ জেলেখা কাব্য রচনা করেন। এই কালে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের অনুবাদ করেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণয়ন করেন। তিনি গৌড়ের সুলতান কর্ত্তৃক গুণরাজ খান উপাধি পান। যশোরাজ খান ব্রজবুলিতে সর্ব্বপ্রথম পদ রচনা করেন। কাণা হরিদত্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই এবং বিজয়গুপ্ত মনসার মাহাত্ম্য-সূচক পালা রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ করেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীকর নন্দীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র পরমেশ্বর। খুব সম্ভবতঃ এই গৌড়ীয় কালে চণ্ডীমঙ্গলের আদি লেখক মাণিকদত্ত এবং রসুলবিজয়ের কবি যয়নুদ্দীন বিদ্যমান ছিলেন।

চৈতন্যাদি কালের বৈশিষ্ট্য জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সঙ্গীতে। অবশ্য পদাবলী গৌড়ীয় কালেও ছিল, কিন্তু তাহার উপচয় ঘটে এই কালে। সহস্রাধিক কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে শতাধিক মুসলমানও ছিলেন।

চৈতন্যাদি কালে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ইহার ফলে বাঙ্গালা শব্দাবলীতে বহু বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করে। গৌড়ের সুলতান

হুসেন শাহের রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজেরা প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসে (১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে)। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে, সৈনিকবৃত্তির জন্য কিংবা ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাহারা বসবাস করিতে থাকে। এক সময়ে পর্ত্তুগীজ ভাষা বর্ত্তমানে ইংরেজির ন্যায় বাঙ্গালায় অনেকে বুঝিতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষায় শতাধিক পর্ত্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করিয়া বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। পর্ত্তুগীজ হইতে আগত কতকগুলি শব্দ এই—আতা, আনারস, ইস্পাত, কপি, কাবার, কামরা, কেরানী, গরাদে, গামলা, গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তিজেল, তোলো, নিলাম, নোনা, পেঁপে, পেয়ারা, পেরেক, ফালতো, ফিতা, বরগা, বারান্দা, বালতি, বিস্তি, বেসালি, বেহালা, মিস্ত্রি, রেস্ত ইত্যাদি।

পর্ত্তুগীজের পরে ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার এবং সর্ব্বশেষে ফরাসী জাতি ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করে। ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি ডাচ ও ফরাসী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ডাচ ভাষায় প্রায় সকল শব্দ তাসখেলা সম্বন্ধে; যথা,—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ। তাহারা এই খেলা এদেশে জনপ্রিয় করে। ইংরেজ অধিকারে বহু ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও করিবে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে চৈতন্যাদি কালে কোন ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে নাই। চৈতন্যাদি কালে বাঙ্গালা দেশে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে হিন্দু মুসলমান সকলেই রাজভাষা রূপে পারসীর চর্চ্চা করিতে থাকেন। ইহার ফলে প্রায় ২৫০০ পারসী ও পারসী উচ্চারণে আরবী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। পারসীর সহিত কতকগুলি তুর্কি শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। পারসীর প্রভাবে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ স্থানচ্যুত হইয়াছে, যেমন মেলানি (বিদায়), রাতা (লাল), রঙ্ক (গরিব), মাঝা (কোমর), কাঁখতলি (বগল), শশারু (খরগোস), সয়চান (বাজপাখী), গোহারি (নালিশ), রাখী (জামিন), মুদ্রা (মোহর), বুহিত (জাহাজ), পসার (দোকান), জোখ (ওজন), কাণ্ড (তীর), কড়িয়ালি (লাগাম), ইত্যাদি।

মধ্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধি যুগ ১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ। এই যুগের কোন রচনা আমরা পাই নাই। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়ার ছন্দের সাদৃশ্যে মনে হয় সন্ধিযুগেও কাব্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সন্ধিযুগের পূর্ব্বে প্রাচীন বা বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ ৬৫০—১২০০ খ্রীঃ অঃ। বৌদ্ধকাল ৬৫০—১১০০ খ্রীঃ অঃ এবং হিন্দুকাল ১১০০—১২০০ খ্রীঃ অঃ। ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট সম্ভবতঃ সন্ধিযুগে বর্ত্তমান ছিলেন।

আমরা হিন্দুকালের কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেনরাজগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক রমাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার আদিম বাঙ্গালা পদ্ধতি রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই কালে বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যায় জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা ছিল। সংস্কৃতির ঐক্যের কারণে এই তিন দেশে লোকসাহিত্য ও ছন্দের ঐক্য দেখা যায়। খনার বচন, ডাকের বচন এবং ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ও চণ্ডীমঙ্গলের আদি কাব্য এই কালে রচিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দে লক্ষিত হয়।

আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। নাথ-গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধযুগে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই। আমরা বৌদ্ধযুগের একটি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। ইহার নাম আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়।*

ইহাতে ২৩ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের ৫০টী চর্য্যাপদ বা ধর্ম্মসঙ্গীত ছিল। বর্ত্তমান খণ্ডিত পুস্তকে তিনটি (২৪, ২৫, ৪৮ নং) চর্য্যাপদের পাতা নাই। এই সমস্ত সিদ্ধাচার্য্যের মধ্যে লুইকে আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের টীকায় "আদি সিদ্ধাচার্য্য"

---

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নামে এই পুস্তক "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামক গ্রন্থ-সংগ্রহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত করেন (১৩২৩)।

বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি আদি হইতে পারেন না। তাঁহার গুরু শবর পা। এই শবর পার দুইটী চর্য্যাপদ আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা শবর পার সময় স্থির করিতে পারি। তিনি কমলশীলের জন্য দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। কমলশীল তিব্বতরাজ খি্-স্রোঙ্-ল্দেউ-ব্চনের রাজত্ব-সময়ে ৭৬২ খ্রীঃ অব্দে তিব্বতে গিয়াছিলেন। অতএব শবর পা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যবর্ত্তী হইবেন। একটি (৮নং) চর্য্যাপদের রচয়িতা কম্বলাম্বর। তিনি ইন্দ্রভূতির দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইন্দ্রভূতি পদ্মসম্ভবের পালক পিতা। পদ্মসম্ভব তিব্বতের ধর্ম্মইতিহাসে সুবিখ্যাত। কমলশীল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। পদ্ম-সম্ভবের জন্মকাল ৭২১।২২ খ্রীঃ অঃ। সুতরাং ইন্দ্রভূতির জন্ম ৭০০ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে পারে না। তাঁহার গুরু কম্বলাম্বর অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন। আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের টীকায় মীননাথের একটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকই (ধোকে) ন ভমরা ॥

অর্থাৎ

কহেন গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মের রঙ্গ সমাধির পাট ॥
কমল বিকসিল কহিও না জোংড়াকে (শামুককে)।
কমল মধু পান করিতে ভুল করে না ভোমরা ॥

মীননাথের নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের লোক। তাঁহার রচিত পূর্ব্বোক্ত কবিতাটিও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায়। ফরাসী পণ্ডিত Sylvain Levi-র মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপাল গমন করেন। ইহাতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সাক্ষ্যপ্রমাণে ৬৫০ খ্রীঃ অব্দকে বাঙ্গালা ভাষার আরম্ভ কাল বলিয়া ধরিতে পারি। সপ্তম শতকে যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল তাহার একটী বাহ্য প্রমাণ আছে। এই সময়ে রচিত

একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে "আগচ্ছ"এর প্রতিশব্দ "আইশ" (অইশ) লেখা হইয়াছে। এই "আইশ" শব্দ বাঙ্গালা। ইহাতে আরও কয়েকটি প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ আছে, যথা,—লই (লইয়া), ফেড় (দূর করা), পর্হ্ণ (পরা), বেশশ্ (বসা), মোট্ট (মোটা)। অষ্টম শতকের একখানি সংস্কৃত-চৈনিক অভিধানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায়—আট (আটা), চোল (চাউল), মুগ, খট (খাট), মস (মাছ), হট (হাট), এহ (এই), মইশ (বইশ, উপবেশন কর), ভতার (স্বামী), মোট্ট (মোটা)।

ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। ভাষা নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষা-প্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সময়ের ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নূতন নামকরণ হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা বাঙ্গালা ভাষা বলিতেছি, তাহার ঠিক পূর্ব্বে কি ভাষা ছিল, এখন এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার পূর্ব্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মানসোল্লাসে এই গৌড় অপভ্রংশের কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি ১১২৯ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রের রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের আদেশে রচিত হয়। এখানে উদাহরণ স্বরূপে কাহ্নের দোহাকোষ হইতে একটী দোহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

আগমবেঅপুরাণেহি পংডিঅ মান বহন্তি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিন বাহিরিত ভুময়ন্তি॥

অর্থাৎ আগম বেদ পুরাণে পণ্ডিত মান বহেন।
পাকা শ্রীফলে অলি সকল যেমন বাহিরেতে ঘোরে॥

কেহ কেহ অপভ্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খ্রীঃ অব্দে মনে করেন। দণ্ডী (ষষ্ঠ শতাব্দী) তাঁহার কাব্যাদর্শে (১।৩২) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সাহিত্যিক ভাষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকে অপভ্রংশে রচিত কতকগুলি গীত দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই যে বলভীর রাজা গুহসেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের (৫৫৯—৬৯) এক অনুশাসনে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন। "অপভ্রংশ" শব্দের ব্যবহার আমরা পতঞ্জলির (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) মহাভাষ্যে দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন গৌঃ পদের অপভ্রংশে গাবী, গোণী, গোতা, গোপতলিকা ইত্যাদি শব্দ হয়। এই গাবী হইতে বাঙ্গালা গাই, গাভী। গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্ব্বপ্রথম মৈথিলী উৎপন্ন হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়। তৎপরে উড়িয়া, তৎপরে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে, গৌড় অপভ্রংশের রূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। যথা,—অম্হেহি রোট্টিআ খাইঅব্বী (আমি রুটি খাইব), রাহিআ কহিঁ গইল্লী (রাই কোথায় গেল), গচ্ছকের ফল গচ্ছহু মট্টিআএ পড়ই (গাছের ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়ে)।

গৌড় অপভ্রংশের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষা গৌড়ী প্রাকৃত। দণ্ডী এই প্রাকৃতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় ইহাতে র, স, স্থানে ল, শ হইত না। ইহার উৎপত্তি অনুমান ২০০ খ্রীঃ অব্দে আমরা ধরিতে পারি। আমরা গৌড়ী প্রাকৃতের কোনও নিদর্শন পাই নাই।

গৌড়ী প্রাকৃতের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত ছিল। অশোকের অনুশাসনে ইহার কোন নিদর্শন নাই। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের র স্থানে ল দেখা যায়। এমন কি বগুড়ার মহাস্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপিতে র স্থানে ল আছে। কিন্তু এই প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতে র অপরিবর্ত্তিত ছিল। গৌড়ী প্রাকৃতের ন্যায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতও এই প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতের শাখা। এই

প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত হইতে প্রাচীন সিংহলী ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।* ইহার উৎপত্তি আমরা ৫০০ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দে ধরিতে পারি। সম্ভবতঃ এই ভাষায় বুদ্ধ ও মহাবীর কথাবার্ত্তা বলিতেন।

এই যুগে বাঙ্গালা দেশে পশ্চিম হইতে আগত আর্য্যজাতির সঙ্গে অনার্য্য কোল জাতির সংস্রব ঘটে। ফলে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী কোল জাতি আর্য্য ভাষা ও আর্য্য সংস্কৃতি ক্রমশঃ গ্রহণ করে। অন্যপক্ষে তাহাদের দ্বারা আর্য্য ভাষা ও আর্য্য সংস্কৃতিও অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে বাঙ্গালা জাতির ও বাঙ্গালা ভাষার গোড়াপত্তন হয়। বিবাহ সম্বন্ধীয় আচারে গায়ে হলুদ, সধবার সিঁথিতে সিন্দূর দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি আচার এবং ভূতপ্রেত, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্বাস সম্ভবতঃ এই কোল প্রভাবের ফল। কুড়ি, পণ ও গণ্ডা শব্দ এই কোল ভাষা হইতে গৃহীত। অজ্ঞ লোকে যে কুড়ি হিসাবে গণনা করে, তাহাও এই কোল প্রথা। আমাদের মাছ ভাত খাওয়া কোলদিগেরই রীতি। বাঙ্গালা ভাষায় চাউল, লড়াই, ঢাল, ডোঙ্গা, বড়শি, বোকা, কালা, মোটা, রাঁড় প্রভৃতি শব্দ কোল ভাষা হইতে আগত। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যে শব্দের সহিত অনুশব্দ ব্যবহার করি, যেমন গোলমাল, ধূমধাম, ছুরিটুরি, ইহাও কোল ভাষার রীতি।†

প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতের পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত পাই। ইহা হইতে দারদিক ভাষা গোষ্ঠী ব্যতীত সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষা প্রাচীন প্রাকৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতের বাহিরের সিংহলী, মালদ্বীপী ও বেদিয়া ভাষা সমূহ

* মদীয় The First Aryan Colonization of Ceylon, Indian Histrical Quarterly, Vol, IX, 742.

† মদীয় Munda Affinities of Bengali, Proceedings of the Sixth All India Oriental Conference, Patna.

পরিণামে ইহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা সংস্কৃতের সহিত ধ্বনিতত্ত্বে প্রায় এক হইলেও ব্যাকরণে, বাগ্ধারায় ও শব্দাবলীতে তাহা হইতে অনেকটা বিভিন্ন ছিল। সং, যূয়ং ঘোটকং (অশ্বং) পশ্যথ ; আদিম প্রাকৃত, তুম্মে ঘোটকং *দৃক্ষথ। সং, সোঽত্তি ; আদিম প্রাকৃত, স খাদতি। সং, রামস্য গৃহমস্তি ; আদিম প্রাকৃত, রামকার্যাং ঘরং অচ্ছতি। সং, তীর্থ, জীর্ণ, পূর্ণ, ভদ্র, ক্ষুদ্র, পুরুষ, দত্ত, গণ্ড ; আদিম প্রাকৃত, *তৃথ, *জৃণ, পৃণ, *ভদ্ল, *ক্ষুদ্ল, *পূর্ব, *দিন্ন, *গল্ল। সং, স চকার ; আদিম প্রাকৃত, তেন কৃতম্। সং, স্বসা, দুহিতা, শ্বা, অশ্ব, বৃক্ষ, নাসিকা দোঃ, বৃহৎ ; আদিম প্রাকৃত, ভগিনী, *ধীতা, কুর্কুর, ঘোটক, রুক্ষ, নক্ক, স্কন্ধ, বড্ড। সংস্কৃতের দ্বিবচন এবং ধাতুরূপে লঙ (অনদ্যতন অতীত, যথা,—অগচ্ছৎ), লিট্ (পরোক্ষ অতীত, যথা,— জগাম), লুট্ (নিকট ভবিষ্যৎ, যথা—গন্তা), লৃঙ্ (সম্ভাব্য অতীত, যথা, অগমিষ্যৎ) রূপগুলি এই কথ্য ভাষায় ছিল না। সংস্কৃত কেবল শিষ্ট বা দ্বিজগণের ব্যবহৃত কথ্য ভাষা ছিল। রামায়ণে আমরা দেখি ইল্বল অসুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥"৫৬

(অরণ্যকাণ্ড, একাদশ সর্গ)

"সেই নির্দ্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিত।"

অশোক বনে সীতাকে দেখিয়া হনুমান্ ভাবিতেছেন—

"যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥১৮
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ ॥
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা।"১৯

(সুন্দরকাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ)

"যদি আমি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বাক্য বলি, তাহা হইলে আমাকে রাবণ মনে করিয়া সীতা ভীতা হইবেন। সুতরাং অর্থবান্ মানুষবাক্য বলা আবশ্যক। অন্যথায় আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হইব না।"

এই মানুষবাক্যই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত। ইহা বহুবিস্তৃত হওয়ায় অবশ্য ইহার প্রাদেশিক রূপভেদ ছিল। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে আর্য্যদের গম্ ধাতু স্থানে কম্বোজ দেশে শবতি, সুরাষ্ট্রে হম্মতি, প্রাচ্যমধ্যে রংহতি প্রচলিত ছিল। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সূত্রে "প্রাচ্যাং" ও "উদীচাং" বলিয়া পূর্ব্বদেশের ও উত্তর দেশের লৌকিক ভাষাভেদের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে যাস্কও কম্বোজ, প্রাচ্য ও উদীচ্যের ভাষা-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ৮০০ হইতে ৫০০ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই আর্য্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃতের যুগ নির্দ্দেশ করিতে পারি। সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর (অনুমান ১০০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দ) অসংখ্য আর্য্য লোকক্ষয়ের পর অনার্য্য প্রভাবে এই কথ্য-ভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল।

এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্য-ভাষা বা আদিম প্রাকৃতের পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা (প্রা-ভা-আ) বিদ্যমান ছিল। এই ভাষারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ আমরা বর্ত্তমান বেদে দেখিতে পাই। যথা, প্রা, ভা, আ,—যূয়ম্ অশ্বং *স্পশ্যথ, বৈদিক ও সংস্কৃত যূয়ম্ অশ্বং পশ্যথ। কথ্য—স করতি, সং—স করোতি, প্রা, ভা, আ,—স কৃণোতি বৈদিক স কৃণোতি (করোতি)। আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যযুগ ১২০০—৮০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভারতে আর্য্য আগমনের সময় ১৫০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ এবং বেদ সংগ্রহের সময় ১০০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ বলিয়া ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি ইহা গ্রহণীয় বিবেচনা করি।

প্রাচীন ভরতীয় আর্য্য ভাষার পূর্ব্বে আর্য্যকাল। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বেদের বিখ্যাত—

তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ

গায়ত্রী মন্ত্রকে নিম্নলিখিতরূপ আর্য্যযুগের ভাষায় অনুবাদ করিয়ছেন—

tat sawituz warainiam
bhargaz daiwasya dhimadhi
dhiyaz yaz nas pra kaudayat.

আর্য্য ভাষা হইতে তিনটী শাখা নির্গত হয়। একটি পাশ্চাত্য শাখা বা ঈরানিক, দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তী শাখা বা দারদিক এবং তৃতীয় প্রাচ্য শাখা বা প্রচীন ভারতিক আর্য্য। ঈরানিক শাখা হইতে আবেস্তিক, প্রাচীন পারসিক, পহ্লবী, অধুনিক পারসী, পোষ্তো প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। দারদিক শাখা হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ষিণা, বাশগালী, খোওয়ার প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই অর্য্য ভাষার কাল ২০০০—১২০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ গণনা করিতে পারা যায়।

আর্য্য ভাষার পূর্ব্বে আমরা পাই শতম্ ভাষা। এই ভাষা হইতে (১) আর্য্যভাষা ভিন্ন আরও তিনটী শাখা ভাষা নির্গত হইয়াছে। (২) বাল্টো স্লাবোনিক। (৩) আলবানিক (৪) আরমানিক পরে বাল্টো-স্লাবোনিক ভাষা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বাল্টিক ও স্লাবোনিক ভাষার পরিণত হয়। বাল্টিক ভাষা হইতে প্রাচীন প্রুসীয়, লিথুয়ানীয় এবং লেট্ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। স্লাবোনিক ভাষা হইতে রুস, বুল্গার, পোল, চেখ, সার্ব, ক্রোয়াট প্রভৃতি ভাষা জন্মিয়াছে। এই শতম্ ভাষার যুগে মূলভাষার তালব্যবর্ণ স্থলে উষ্মবর্ণ হয়। "তুমি ঘোড়া দেখ" এই বাক্যটি শতম্ ভাষায় হইবে "ত্বম্ এশ্বোম্ স্পেশিএথে"। এই শতম্ ভাষার সময় অনুমান ২৫০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ হইবে।

শতম্ ভাষার পূর্ব্বে আমরা মূল হিন্দু-য়ুরোপায়ণ * ভাষা পাই। এই ভাষা পরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কেন্তুম্ † ও শতম্ ভাষায় পবিণত হয়। কেন্তুম্

*ইউরোপ শব্দের উত্তর তদ্ধিত আয়ন প্রত্যয়ে য়ুরোপায়ণ।

†Centum লাতিন শব্দ, অর্থ শত।

ভাষা হইতে কতকগুলি ভাষার সৃষ্টি হয়, যথা,—গ্রীক্, ইতালো-কেলটিক, টিউটোনিক, হিত্তিক (Hittite) ও তুখারিক (Tokharian)। ইতালো-কেলটিক পরে ইতালিক ও কেল্‌টিক দুই ভাষায় পরিণত হয়। ইতালিক হইতে লাতিন প্রভৃতি ভাষা জন্মে। কথ্য লাতিন ভাষা হইতে বর্ত্তমান ফরাসী, ইতালিয়ান, পর্ত্তুগীজ, স্পেনিশঃ রুমানিয়ান প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কেল্‌টিক ভাষা হইতে আইরিশ, ওয়েলশ প্রভৃতি ভাষা আসিয়াছে। টিউটোনিক ভাষা হইতে ইংরেজি, ডচ, ডেনিশ, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

হিত্তিক ভাষা ১৫০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে এসিয়া মাইনরে বর্ত্তমান ছিল। তুখারিখ ভাষা চীনীয় তুর্কিস্থানে ১০০০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিল। হিত্তিক ও তুখারিক ভাষা এক্ষণে বিলুপ্ত। যদিও এই দুইটীকে দুই পৃথক্ ভাষা রূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ হিত্তীয়গণ এসিয়া মাইনর হইতে আসিয়া চীনীয় তুর্কিস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তুখারিক ভাষায় দুইটী ভেদ পাওয়া গিয়াছে। তুখারিখ ভাষার সহিত হিত্তিক ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। যথা,—

হিত্তিক	তুখারিক খ	তুখারিক ক	অর্থ
কেনু	কেনি	×	জানু
অক্ক	য়োক্	য়োক্	পান করা
কস্‌জ	কষ্‌ত	×	ক্ষুধা
পন্‌কুস্	পুক্		সকল
কেস্সর্	শর্	ৎসর্	হস্ত
এস্‌হর্	য়্সার	য়্সার্	রক্ত
পহর্	পুরর্, পার	পোর	অগ্নি
বতর	বর	বে'র	জল
য়	য়ম্, য়	য়	করা
বেস্	বে'স্		পরিধান করা

হিত্তিক	তুখারিক খ	তুখারিক ক	অর্থ
হে্ৱস্	×	বষ্‌ত(গৃহ)	বাস করা
পপর্সাজি	×	পপে'রস	সে ছিটায়
হস্তেস্	য়েস্তে	বস্ত	বাতাস

Brugmann প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিরাট পুস্তক লিখিয়াছেন। এই মূল ভাষায় য়ুস্ এক্বোম্ স্পেকিএথে "তুমি ঘোড়া দেখ" বাক্যের অনুবাদ হইবে।

অধ্যাপক হেনরী স্নুইটের মতে ১০,০০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে এই মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষা কথিত হইতে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ৩৫০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দ অনুমান করেন। ইহার নীড় কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা পূর্ব্ব ইউরোপ এবং মধ্য এসিয়ার পশ্চিম, এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে কোনও স্থানে ছিল, তাহা একরূপ স্বীকৃত।

বর্তমানকাল (১৮৬০ খ্রীঃ হইতে)—তুমি ঘোড়া দ্যাখো।
নব্যযুগ (১৮০০ ,, ,,)—তুমি ঘোড়া দেখ।
মধ্যযুগ (১৩৫০—১৮০০ খ্রীঃ)—তুম্‌হি ঘোড়া দেখহ।
সন্ধিযুগ (১২০০—১৩৫০ ,,) }
প্রাচীন যুগ (৬৫০—১২০০ ,,) } —তুম্‌হে ঘোড়া দেখহ।
গৌড় অপভ্রংশ (৪৫০—৬৫০ খ্রীঃ)—তুম্‌হে ঘোড়অ দেক্‌খহ।
গৌড়ী প্রাকৃত (২০০—৪৫০ ,,)—তুম্‌হে ঘোড়অং দেক্‌খহ।
প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত (৫০০ পূঃ খ্রীঃ—২০০ খ্রীঃ)
(এবং পালি)—তুম্‌হে ঘোটকং দেক্‌খথ।
আদিম প্রাকৃত (৮০০—৫০০ পূঃ খ্রীঃ)—তুষ্মে ঘোটকং দৃক্ষথ।
[সংস্কৃত—য়ূয়ং ঘোটকং (অশ্বং) পশ্যথ]
প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১২০০—৮০০ পূঃ খ্রীঃ)—য়ূয়মশ্বং স্পশ্যথ।

[বৈদিক—য়ূয়মশ্বং পশ্যথ]
আর্য (২০০০—১২০০ পূঃ খ্রীঃ)—য়ূস্ অশ্বম্ স্পশ্যথ।
শতম্ (২৫০০—২০০০ ,, ,,)—য়ূস্ এশ্বোম্ স্পেশিএথে।
হিন্দ-য়ুরোপায়ণ (৩৫০০—২৫০০ পূঃ খ্রীঃ)—য়ূস্ এক্বোম্ স্পেকিএথে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত ক্রমিক ধারা

ভাষা ও জাতি এক নয়। আমরা যখন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিব, তখন আমাদের এ কথাটি স্পষ্ট মনে রাখা দরকার যে, যে আদিম ভাষা হইতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা আসিয়াছে, সেই আদিম ভাষাভাষী জাতি ও বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি যে এক হইবে, তাহার কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নাই। বরং নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কথা মানিতে গেলে তামাদিগকে বলিতে হইবে যে জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক মূলভাষা বহুযুগের বহুস্থানের বহুলোকের মুখে মুখে ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে আমাদের বর্তমান বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

আজ হইতে ন্যূনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক জাতি ইউরোপের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ভূভাগে বাস করিত এবং তাহারা মোটামুটি একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাষাকে আমরা হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূলভাষা (Indo European parent speech) বলিব। এই মূল ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি বিভাগ (groups) ছিল। পণ্ডিতেরা একটিকে কেন্তুম (centum) এবং অপরটিকে শতম (satam) বিভাগ নাম দিয়াছেন। ইউরোপের হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আলবানী ভাষা এবং বাল্টোশ্লাভোনিক ভাষা ভিন্ন অপর সকলগুলি কেন্তুম বিভাগ হইতে উৎপন্ন। এশিয়া মহাদেশেও কেন্তুম বিভাগের দুইটি শাখা একসময়ে বিদ্যমান ছিল। তাহার একটির নাম হিত্তি (Hitti) ভাষা। ইহা এশিয়া মাইনরে প্রায় দেড়

হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। অপরটি তুখারী (Tokharian) ভাষা। ইহা মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। প্রায় খ্রীষ্টিয় দশম শতক পর্য্যন্ত এই ভাষা জীবিত ছিল। কেন্তম বিভাগের সহিত আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু শতম বিভাগ হইতে যে আর্য্য শাখা উদ্ভূত হয় তাহার সহিতই বাঙ্গালার সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিয়াছে। আর্য্য শাখার স্ববিভাগীয় শাখাগুলি এই, যথা :— আলবানী, বাল্টোশ্লাভোনিক (Boltoslavonic), আর্ম্মানী। আর্য্য শাখার দুইটি প্রধান প্রশাখা স্বীকার করা হইয়াছে :—একটী ঈরানীয় এবং অপরটি ভারতীয়। ঈরাণীয় প্রশাখা হইতে আবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারস্য ভাষা, পাহ্লবী বা মধ্য পারস্য ভাষা, আধুনিক পারস্য ভাষা, কুর্দ্দিস্থানী, বলোচী, আফগানী বা পোশ্তু, ওসেটিক, পামিরী প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতীয় আর্য্য প্রশাখা হইতে ক্রমশঃ বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান রূপ আমরা পাইয়াছি। এই দুই প্রশাখার মধ্যবর্ত্তী একটি প্রশাখাকে দারদীয় (Dardic) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাফিরী ভাষাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্য ভাষাকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি :—

(ক) আদিম স্তর :— প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য এবং আদিম প্রাকৃত (১২০০—৫০০ পূঃ খ্রীঃ)।

(খ) মধ্য স্তর :— মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা (Middle Indo Aryan), ইহার তিনটি উপস্তর আছে।

প্রথম উপস্তর :— (ক) অশোকের অনুশাসন লিপি, সাঁচি ও বার্হুতের প্রস্তর লিপি, খারবেল লিপি প্রভৃতির ভাষা। পালি ইহার একটি সাহিত্যিক রূপ। সংস্কৃত এই যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সাহিত্যিক ভাষা ছিল। ইহা আদিম ও মধ্য স্তরের অন্তর্বর্তী। ৫০০ খ্রীঃ হইতে ১০০ খৃীঃ পর্য্যন্ত এই উপস্তর। আমরা ইহাকে প্রাচীন প্রাকৃত বলিতে পারি।

(খ) সন্ধি উপস্তর ঃ— (Transitional stage) ঃ—নাসিক গুহার লিপি, পল্লব লিপি, সাতবাহন লিপি প্রভৃতির ভাষা। ১০০ খৃীঃ হইতে ২০০ খৃীঃ পর্যান্ত।

দ্বিতীয় উপস্তর ঃ— নাটকীয় প্রাকৃত ভাষা। ২০০ খৃীঃ হইতে ৪৫০ খৃীঃ পর্য্যন্ত। আমরা ইহাকে মধ্য প্রাকৃত বলিতে পারি। ইহা সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটকে ও জৈন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় উপস্তর ঃ— অপভ্রংশ। ৪৫০ খৃীঃ হইতে ৬৫০ খৃীঃ পর্য্যন্ত। নাটকীয় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বস্তুতঃ সমকালীন। কিন্তু আদিতে অপভ্রংশ ব্রাহ্মনেতর অর্থাৎ বৌদ্ধ বা জৈন সমাজে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ সম্মতীয় মতে বৌদ্ধগণ সর্ব্বপ্রথম অপভ্রংশ ব্যবহার করেন। পরে ব্রাহ্মণ্য সমাজেও অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইতে থাকে।

(গ) আধুনিক স্তর ঃ— আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির (New Indo Aryan) প্রাচীনতম রূপ ৬০০ খৃীঃ অাঃ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্য বাঙ্গালায় (Middle Bengali) পরিণত হয়। এই মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ৬৫০ খ্রীঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। সন্ধিযুগ ১২০০ খ্রীঃ ১৩৫০ খৃীঃ পর্য্যন্ত। মধ্যযুগ ১৩৫০ খ্রীঃ হইতে ১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। নব্যযুগ ১৮০০ খৃীঃ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত। নবযুগকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। ১৮০০ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ এবং ১৮৬০ খৃীঃ হইতে এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কাল।

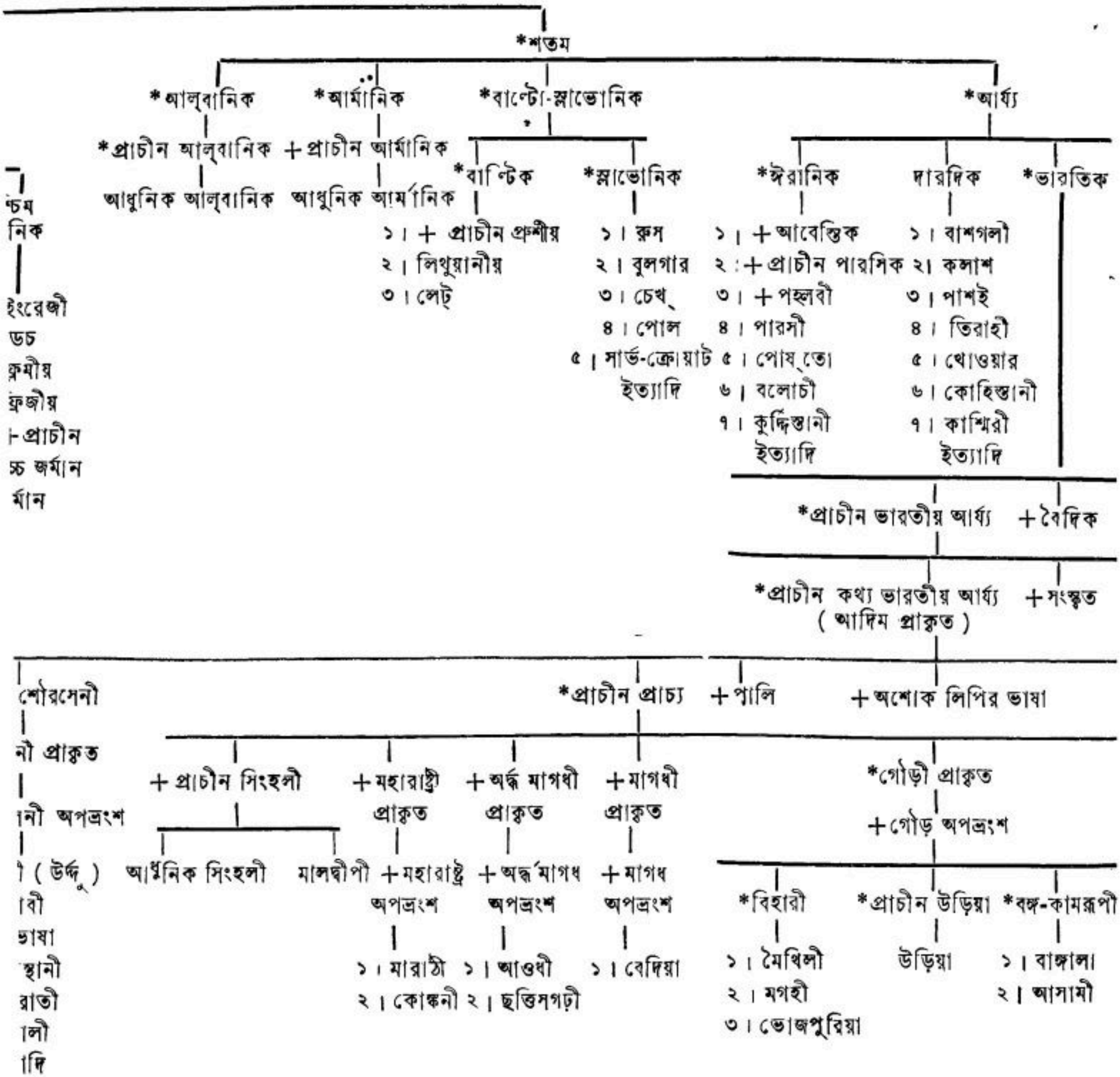
*শতম
*আল্‌বানিক
*আর্মানিক
*বাল্টো-স্লাভোনিক
*আর্য্য
*প্রাচীন আল্‌বানিক
+প্রাচীন আর্মানিক
আধুনিক আল্‌বানিক
আধুনিক আর্মানিক
*বাল্টিক
*স্লাভোনিক
*ঈরানিক
দারদিক
*ভারতিক
১। + প্রাচীন প্রুশীয়
২। লিথুয়ানীয়
৩। লেট্
১। রুস
২। বুলগার
৩। চেখ্
৪। পোল
৫। সার্ভ-ক্রোয়াট ইত্যাদি
১। +আবেস্তিক
২। +প্রাচীন পারসিক
৩। +পহ্লবী
৪। পারসী
৫। পোষ্‌তো
৬। বলোচী
৭। কুর্দ্দিস্তানী ইত্যাদি
১। বাশগলী
২। কলাশ
৩। পাশই
৪। তিরাহী
৫। খোওয়ার
৬। কোহিস্তানী
৭। কাশ্মিরী ইত্যাদি
*প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য
+বৈদিক
*প্রাচীন কথ্য ভারতীয় আর্য্য (আদিম প্রাকৃত)
+সংস্কৃত
শৌরসেনী
নী প্রাকৃত
নী অপভ্রংশ
ী (উর্দ্দু)
বী
ভাষা
স্থানী
রাতী
লী
দি
ম
নিক
ইংরেজী
ডচ
রুশীয়
ফ্রজীয়
+প্রাচীন
চ্চ জর্মান
র্মান
*প্রাচীন প্রাচ্য
+পালি
+অশোক লিপির ভাষা
+প্রাচীন সিংহলী
+মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
+অর্দ্ধ মাগধী প্রাকৃত
+মাগধী প্রাকৃত
*গৌড়ী প্রাকৃত
+গৌড় অপভ্রংশ
আধুনিক সিংহলী
মালদ্বীপী
+মহারাষ্ট্র অপভ্রংশ
+অর্দ্ধমাগধ অপভ্রংশ
+মাগধ অপভ্রংশ
*বিহারী
*প্রাচীন উড়িয়া
*বঙ্গ-কামরূপী
১। মারাঠী
২। কোঙ্কনী
১। আওধী
২। ছত্তিসগঢ়ী
১। বেদিয়া
১। মৈথিলী
২। মগহী
৩। ভোজপুরিয়া
উড়িয়া
১। বাঙ্গালা
২। আসামী

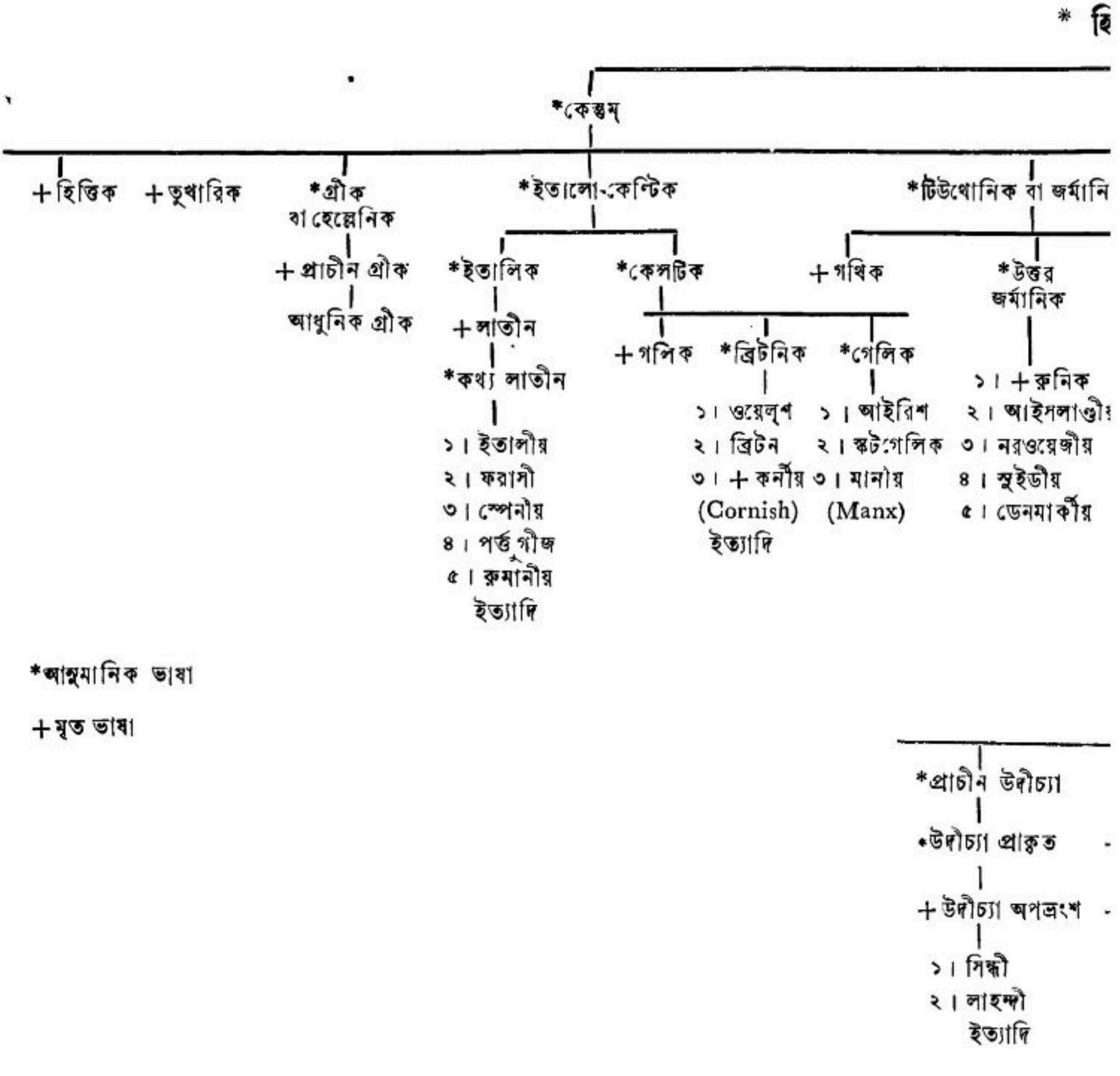

* হি
*কেন্তম্
+হিত্তিক
+তুখারিক
*গ্রীক বা হেল্লেনিক
+প্রাচীন গ্রীক
আধুনিক গ্রীক
*ইতালো-কেল্টিক
*ইতালিক
+লাতীন
*কথ্য লাতীন
১। ইতালীয়
২। ফরাসী
৩। স্পেনীয়
৪। পর্ত্তুগীজ
৫। রুমানীয়
ইত্যাদি
*কেলটিক
+গলিক
*ব্রিটনিক
১। ওয়েল্‌শ
২। ব্রিটন
৩। +কর্নীয় (Cornish)
ইত্যাদি
*গেলিক
১। আইরিশ
২। স্কটগেলিক
৩। মানীয় (Manx)
*টিউথোনিক বা জর্মানি
+গথিক
*উত্তর জর্মানিক
১। +রুনিক
২। আইসলাণ্ডীয়
৩। নরওয়েজীয়
৪। সুইডীয়
৫। ডেনমার্কীয়
*আনুমানিক ভাষা
+মৃত ভাষা
*প্রাচীন উদীচ্য
*উদীচ্য প্রাকৃত
+উদীচ্য অপভ্রংশ
১। সিন্ধী
২। লাহন্দী
ইত্যাদি

হিন্দ্-য়ুরোপায়ণ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাষাগুলির সম্পর্কের একটি তালিকা প্রদর্শিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা। স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে এই দুই মতের সমালোচনা করিব।

সংস্কৃত এবং বাংলা

প্রথমে আমরা বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা কি না—এই মত পরীক্ষা করিব। জননী হইতে যেমন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা জন্মিয়াছে এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না। কারণ ভাষাপ্রবাহের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার পূর্ব্বে অপভ্রংশ, তাহার পূর্ব্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা। পতঞ্জলির কথিত শিষ্ট সমাজে ইহার প্রচার থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে যে ইহার ব্যবহার ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত যুগ বলিয়া আমরা একটি পৃথক যুগ কল্পনা করিতে পারি না। প্রাকৃতের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ, যাহার সাহিত্যিক রূপ আমরা পালি ভাষায় দেখি। প্রাচীন প্রাকৃতের পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার যুগ। এই কালের জনসাধারণের কথ্য ভাষাকে আদিম প্রাকৃত বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত শব্দের দ্বারা ইহার উদাহরণ দিব। বাপ, মা, বোন, গরু, মাথা, হাত, পা, গাছ, দেখে,

শুনে—এই বাঙ্গালা শব্দগুলি সংস্কৃত পিতা, মাতা, ভগিনী, গো, মস্তক, হস্ত, পাদ, বৃক্ষ, পশ্যাতি, শৃণোতি শব্দ হইতে সাক্ষাৎভাবে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাদের প্রকৃতরূপ যথাক্রমে বপপ, মাআ, বহিনী, গোরূঅ, মথঅ, হথ, পাঅ, গচ্ছ, দিখখই, সুনই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই প্রাকৃত শব্দগুলির বিকারে বা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনে আমরা বাঙ্গালা শব্দগুলি পাইয়াছি। প্রাকৃত হইতে সোজাসুজি যে বাঙ্গালা আসিয়াছে, আমরা তাহা বলিতেছি না। একটি সাধারণ বাঙ্গালা বাক্য হইতে আমরা দেখাইব যে সংস্কৃত হইতে কোনক্রমেই সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গালা উৎপন্ন নহে।

বাঙ্গালা—'তুমি আছ' সং যুয়ংস্থ কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) তুম্‌হে আচ্ছথ; অপভ্রংশে—তুম্‌হে অচ্ছহ; প্রাচীন বাংলায় তুম্‌হে আছহ; মধ্য বাংলায় তোহ্মে বা তুহ্মি আছহ; আধুনিক বাংলায় 'তুমি আছ'। ইহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্যভাষা বা আদিম প্রাকৃত 'তুষ্মে অচ্ছথ' পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে।

আমরা আদিম প্রাকৃত হইতে বাংলা পর্য্যন্ত কয়েকটি স্তর দেখিলাম। সুতরাং 'তুমি আছ' কিছুতেই সংস্কৃত যুয়ংস্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা নহে, তবে দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া বটে। যদিও আদিম প্রাকৃত ও সংস্কৃত এক নহে, তথাপি আদিম প্রাকৃতের অনেক শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার শব্দ দূরীকৃত করিয়াছে। অশ্ব প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষা; কিন্তু ঘোট্‌ক আদিম প্রাকৃত। ইহা হইতেই বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় ঘোড়া হইয়াছে।

মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা

যাঁহারা বলেন বাঙ্গালা মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধ অপভ্রংশের ভিতর দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের মতের সমালোচনা করিব। তাঁহারা বলেন বাঙ্গালা ভাষা আসামী, উড়িয়া এবং বিহারী ভাষাগুলির সহোদরাস্থানীয়া এবং

ইহাদের মূল একই; আমরাও ইহা স্বীকার করি। বাঙ্গালায় আমরা কেবল মাত্র 'শ' কারের উচ্চারণ দেখি (আস্তে, কাস্তে প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন) যদিও বানানে তিনটি শ, ষ, স কারই দেখা যায়। আমাদের উচ্চারণে 'সে' 'আঁষ' (আমিষ শব্দ জাত), 'আঁশ' (অংশু শব্দ জাত) এই তিন স্থানেই আমরা তালব্য শ কারের উচ্চারণ করি, যদিও তাহাদের মূলে যথাক্রমে দন্ত্য, মূর্দ্ধণ্য ও তালব্য বর্ণ আছে। এইরূপ "সবিশেষ" শব্দে তিনটি স, শ, ষ এর একই শ উচ্চারণ। মাগধী প্রাকৃতেরও এ লক্ষণই। মাগধী প্রাকৃতে কর্ত্তায় 'এ' কার হয়। বাঙ্গালাতেও কোন কোন স্থলে কর্ত্তায় 'এ' কার দেখা যায়। যেমন :—লোকে বলে, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বাঙ্গলার 'মড়া' শব্দ মাগধী প্রাকৃতের 'মড়' হইতে আসিয়াছে। এইগুলি বাঙ্গালার (এবং তাহার সহোদরা ভাষাগুলির) পক্ষে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইবার প্রধান প্রমাণ মনে করা হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে আমাদের বক্তব্য পরে বলিতেছি (vide Indian Historical Quarterly, Vol I, P. P. 433—442)।

মাগধী প্রাকৃতে যেমন তিনটি উষ্মবর্ণ স্থানে শ কার হয়, সেরূপ 'র' স্থানে 'ল' হয়। বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র "রসেট লয়ৌ"। বাঙ্গালার সহোদরা স্থানীয়া কোনও ভাষাতেই এই শ কার ও র স্থানে ল কার দুই পরিবর্ত্তন একসঙ্গে দেখা যায় না। বাঙ্গালাতে শ কার থাকিলেও ল কার (র স্থানে ল) নাই। যে অল্প কয়েকটি স্থানে 'র' স্থানে 'ল' দেখা যায়, সেগুলি মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, যেমন, হলুদ (বা হলদি) প্রাঃ <হলদ্দী <প্রাঃ ভাঃ আঃ হরিদ্রা ইত্যাদি। সুতরাং কেবল মাত্র শ কারত্ব দেখিয়া ধ্বনির দিক হইতে বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলা চলে না। বাঙ্গালায় 'শ' কারত্ব মূল প্রাচ্য কথ্য অপভ্রংশের সমকালীন নয়। সমকালীন হইলেও বাঙ্গালার সহোদরা ভাষাগুলিতেও শ কারত্ব দেখা যাইত। কিন্তু উড়িয়া এবং বিহারীতেও স-কার এবং আসামীতে হ-কার দৃষ্ট হয়। এমন কি বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তের ভাষায় এখনও দন্ত্য স উচ্চারণ প্রচলিত আছে। 'স' হইতে 'শ' হইবার

প্রবৃত্তি অনেক ভাষায় দৃষ্ট হয়। ইহার বিখ্যাত উদাহরণ বাইবেলের শিব্বোলেথ (Shibboleth) সম্বন্ধীয় আখ্যান (Judges XII—6)। আমাদের আরো স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অশোকের পূর্ব্বদেশীয় অনুশাসনলিপিতে ল-কারত্ব আছে কিন্তু শ-কারত্ব নাই। আমরা শ-কারত্ব ও ল-কারত্ব উভয়ই কেবল রামগড়ের সুতনকা লিপিতে দেখি। সুতরাং বাংলা ভাষার স-কারত্ব অনেক পরবর্ত্তী যুগের স্বতঃ উৎপন্ন। যেমন, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের উপভাষায় উষ্মবর্ণ স্থানে হ-কার আরও পরবর্ত্তী কালের ধ্বনি-পরিবর্ত্তন।

কর্ত্তৃকারকের 'এ'কার সম্বন্ধে আমরা বলিব যে ইহা মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ লক্ষণ নয়। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনে এবং অর্দ্ধ মাগধীতেও এই 'এ'কার দেখিতে পাওয়া যায়। ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলেন যে, প্রয়াগ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতে কর্ত্তায় একার হয়।—

গঙ্গা সাগর মধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।
একার বহুলং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ॥ (১৭।৫৮)।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় 'এ' কার আসামী ভাষায় নিয়মিতরূপে দেখা যায়। কিন্তু অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় বিভক্তি লোপ হয়। যেমন আসামী ভাষায়—"রামে বোলে" কিন্তু "রাম হ'ল"। পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোনও বাংলা উপভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এইরূপ স্থলে কর্ত্তায় একার করণ কারকের একার হইতে আসিয়াছে। 'রামে দেখিল' (সং রামেন দৃষ্টম্) হইতে সাদৃশ্য দ্বারা রামে দেখে (সং রামঃ পশ্যতি) প্রয়োগ আসিয়াছে। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালের কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ হইতে বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃবাচ্য একার আসিয়াছে। ইহার সহিত মাগধীর কর্ত্তায় একারের কোন সম্পর্ক নাই। মড়া প্রভৃতি শব্দ মাগধী প্রাকৃত ভিন্ন অন্য পূর্ব্বদেশীয় প্রাকৃতে থাকা সম্ভব ছিল। কেবল মাত্র কতগুলি শব্দের প্রমাণে ভাষার উৎপত্তি স্থির করা বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ এক উপভাষা (dialect) হইতে অন্য উপভাষায় শব্দের ঋণ গ্রহণ সাধারণ ঘটনা।

মাগধী প্রাকৃতের ধ্বনিতত্ত্বের আর একটি লক্ষণ সংস্কৃতের বর্গীয় জ স্থানে য় এবং অন্য প্রাকৃতের অনাদিভূত জ্জ স্থানে য়য় হয়। যেমন সংস্কৃত জল, মাগধী য়ল ; সং কার্য্য, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি কজ্জ, কিন্তু মাগধী 'কয়' ; সংস্কৃত 'অদ্য', মহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে 'অজ্জ', কিন্তু মাগধী 'অয়'। বাঙ্গালায় আমরা 'জল', 'কাজ', 'আজ' এইরূপ দেখি ; ইহা মাগধী প্রাকৃত হইতে আসিতে পারে না। একমাত্র 'আই' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াই ইত্যাদি শব্দে) শব্দ মাগধী প্রাকৃত 'অয়্যিআ' < 'আয়্যিগা' < সং 'আর্য্যিকা' হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাকে কৃতঋণ (borrowed) শব্দ বলিব। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় কৈল, কএল ; মৈল, মএল ; গেল ; প্রাকৃতের যথাক্রমে কঅ < সং কৃত ; মঅ < সং মৃত ; গত < সং গত শব্দের সহিত স্বার্থে 'ইল' < প্রা ইল্ল যোগে হইয়াছে। এইগুলি মাগধী প্রাকৃতের 'কড়', 'মড়', 'গড়' হইতে আসে নাই। 'কৈল' ইত্যাদি শব্দগুলি এত সাধারণ যে এইগুলি ধার করা চলে না। অবশ্য 'মড়া' শব্দটি মাগধী হইতে কৃতঋণ (borrowed) শব্দ হইতে পারে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের একবচনে 'আমরা' হউ, হাউ রূপ দেখিতে পাই। ইহা মাগধীর হকে, হগে < সং অহকম্ হইতে আসিতে পারে না। ইহা অশোকের প্রাচ্যলিপি হকং < অহ্কম্ < অহম্ হইতে আসিয়াছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধগানের ভাষাকে শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন। কিন্তু সর্ব্বনাম শব্দের ও ক্রিয়া রূপের ঋণ অসম্ভব। যাহা বলা হইল ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে বাংলা তথা তাহার সহোদরা ভাষাগুলি মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। A.B. Keith প্রভৃতি মনীষী গণও এই মত পোষণ করেন।*

* "Traces of Magadhi in Bengali is extremely difficult to establish with any cogency (M Shahidullah, I.H.Q.I., 433ff)." A. B. Keith, A History of Sanskrit Literature, p. 35.

গৌড়ী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে কোন প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে বৈয়াকরণদিগের বর্ণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত এই মূল ভাষার ঐক্য পাওয়া যাইবে না। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুবিধার অনুরোধে আমরা ইহাকে গৌড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি। দণ্ডী (অনুমান খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে) তাঁহার কাব্যাদর্শে গৌড়ী প্রাকৃতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। "শৌরসেনী চ গোড়ী চ লাটীকান্যাচ তাদৃশী। যাতি প্রাকৃতামত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্।" (স ৩৫)। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সংক্ষেপে ইহার লক্ষণ নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহাতে পৈশাচীর ন্যায় নন স্থানে ন হইবে। শব্দের আদিতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব একরূপ ছিল। ইহাতে মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতের ন্যায় আদি য় স্থানে জ অনাদিভূত দ্য, র্জ, র্য্য, প্রভৃতি স্থলে জ্জ হইত। র বর্ণের প্রায় পরিবর্ত্তন হইত না। সম্ভবতঃ ইহাতে ঢক্কী প্রাকৃতের ন্যায় শ (শ ষ স্থানে) এবং স ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বাংলা ভাষার সর্ব্বত্র 'শ' কারত্ব অর্ব্বাচীন কালের বাংলার নিজস্ব ধ্বনি বিবর্ত্তন। যদি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষা পুনর্গঠিত হইতে পারে, তবে এই মূল 'গৌড়ী প্রাকৃত'ও পুনর্গঠিত হইতে পারে। এদিকে ভাষাতত্ত্ববিদগণের মনোযোগ বাঞ্ছনীয়।

গৌড় অপভ্রংশ

গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্ত্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় ২৭ টি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

(১) এই গৌড় অপভ্রংশে সাধারণতঃ কর্ত্তা ও কর্ম্মে বিভক্তি লোপ হইত।

(২) নামযুক্ত বাক্যে (Nominal Sentence) কর্ত্তায় ও বিধেয় বিশেষণে কখনও কখনও অকারান্ত শব্দে একার যোগ হইত।

(৩) সম্বন্ধ পদ বিশেষণের ন্যায় সম্বন্ধীয় বিশেষ্যের লিঙ্গ ভাগী হইত।

(৪) অকর্মক ক্রিয়ার অতীত এবং ভবিষৎ কালে ক্রিয়া কর্মের লিঙ্গ ভাগী হইত।

(৫) অকর্মক ক্রিয়ার অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়া কর্তার লিঙ্গ অনুসরণ করিত। করণে এঁ, সম্বন্ধকের ক, সম্প্রদানে ক, অপাদানে হু এবং অধিকরণে এ, ও হি বিভক্তি হইত। অতীতকালে ইল্ল এবং ভবিষ্যতে ইব্ব প্রত্যয় যুক্ত হইত। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা গৌড় অপভ্রংশের এই রূপ নির্ণয় করিতে পারি। এখানে উদাহরণ দিতেছি :—

(১) বুদ্ধ ঘোড়অ দেকখই (বুদ্ধ ঘোড়া দেখে)।

(২) এহু গচ্ছে বড্ডে (এই গাছ বড়)।

(৩) রামকেরী বাড়ীও বহুত গচ্ছা আচ্ছন্তি (রামের বাড়ীতে বহুত গাছ আছে)।

(৪) মঞঁ তেন্তিলী খাইল্লী (আমি তেঁতুল খাইলাম)।

(৫) বহিনী ঘরে গইল্লী (বোন ঘরে গেল)।

এই গৌড় অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এই জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে এক সময়ে গৌড়ীয় ভাষা বলা হইত।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ নিম্নে প্রদত্ত পীঠিকা (Table) হইতে বোধগম্য হইবে। ইহা ডঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী (ODBL, vol. I. pp 6)।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা

উদীচ্য	প্রতীচ্য	মধ্যদেশীয়	প্রাচ্য	দাক্ষিণাত্য
১। ইয়োরোপ ও আর্মেনিয়ান বেদিয়াগণের ভাষা (gypsy)	১। সিংহলী	১। হিন্দুস্থানী	১। পূরবীয়া	১। মারাঠী
২। সিন্ধি	২। মাল্দিবী	২। হিন্দী, উর্দ্দু	২। বিহারী (মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরী)	২। কোঙ্কনী
৩। লাহন্দী	৩। গুজরাতী	৩। ব্রজ ভাষা প্রভৃতি	৩। বাঙ্গালা	
৪। পূর্ব পাঞ্জাবী	৪। রাজস্থানী		৪। আসামী	
৫। পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)			৫। উড়িয়া	

স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সম্বন্ধ নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

প্রতীচ্য	মধ্যদেশীয়	মধ্যবর্ত্তী	প্রাচ্য	দাক্ষিণাত্য
১। সিন্ধি	১। পশ্চিমা হিন্দী	পূরবীয়া (আওধী ইত্যাদি)	১। বাঙ্গালা	১। মারাঠী
২। লাহন্দী	২। পাঞ্জাবী		২। আসামী	২। কোঙ্কনী
৩। কাশ্মিরী	৩। রাজস্থানী		৩। উড়িয়া	
	৪। গুজরাতী		৪। বিহারী (মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরীয়া)	
	৫। পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)			

আমি মনে করি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ঃ—

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

- প্রতীচ্য
  - ১। সিন্ধী
  - ২। লাহন্দী
  - ৩। পূর্ব পাঞ্জাবী
  - ৪। কাশ্মিরী
- মধ্যদেশীয়
  - ১। হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দ্দু)
  - ২। রাজস্থানী
  - ৩। গুজরাতী
  - ৪। পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)
  - ৫। ব্রজভাষা (খড়ী, বোলী)
- মধ্যবর্ত্তী
  - ১। আওধী
  - ২। বাসেলী
  - ৩। ছত্তিসগড়ী
  - ৪। নাগপুরিয়া
- প্রাচ্য
  - ১। বিহারী (মৈথিলী, মাগধী ভোজপুরীয়া)
  - ২। ওড্র-বঙ্গ-কামরূপী
    - উড়িয়া
    - বঙ্গ-কামরূপী
      - বাঙ্গালা
      - আসামী
- দাক্ষিণাত্য
  - ১। মারাঠী
  - ২। কোঙ্কনী

সিংহলী ও বেদিয়া মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন সিংহলী হইতে আধুনিক সিংহলী ও মালদ্বীপী উৎপন্ন হইয়াছে।

স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিকে অন্তর্বর্ত্তী (Inner) ও বহির্বর্ত্তী (Outer) এই দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করিয়া প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য গোষ্ঠীকে বহির্বর্ত্তী বিভাগে এবং মধ্যদেশীয় ভাষাগুলিকে অন্তর্বর্তী বিভাগে স্থাপিত করিয়াছেন। মধ্যবর্ত্তী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি এই দুই শাখার মধ্যস্থল। কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রীয়ারসনের এই প্রকার অন্তর্বর্ত্তী ও বহির্বর্ত্তী বিভাগ যুক্তি সহকারে নিপুণতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। (O. D. B.L. vol I, pp. 30—32, pp. 150—160)। কাফেরী (Dardic) ভাষাগুলি ব্যতীত সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার উৎপত্তি একটি সাধারণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্যভাষা হইতে হইয়াছে,

ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহাকে আদিম প্রাকৃত নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রাচীন সাধারণ কথ্য ভাষা যে ভারতের সর্বত্র সম্পূর্ণ একাকারে ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। নিশ্চয়ই তাহার প্রাদেশিক রূপ ছিল। হয়ত একই প্রদেশে আর্য্য ও ব্রাত্যভেদে বা আর্য্য ও অনার্য্যভেদে সামাজিক উপভাষা (dialect) ভেদ ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে সিন্ধী হইতে পূর্ব্বে আসামী ভাষা পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মিরী হইতে দক্ষিণে মারাঠি কিংবা সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষা পর্য্যন্ত এমনকি ভারতের বহির্দ্দেশে বেদিয়া (Gypsy) ভাষা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাষার মূল এক সাধারণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্যভাষা (আদিম প্রাকৃত)। ইউরোপের রোমান্স ভাষা বলিয়া অভিহিত ফরাসী, প্রভেন্সাঁল, ইতালীয়ান, স্পেনিশ, কাতালোনীয়ান, পর্ত্তুগীজ, লাতীন এবং রুমানিয়ান ভাষাগুলি যেমন সাহিত্যিক লাটিন হইতে উদ্ভূত না হইয়া লাটিনের একটি কথ্য ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী এক কথ্যভাষা হইতে নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র আছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই প্রাচীন সাধারণ ভাষার লক্ষণ ও শব্দকোষ নির্ণয় করিতে পারি।

ডঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় বেদিয়াদের (Gypsies) ভাষাগুলিকে উদীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়াছেন; কিন্তু ডঃ আর, এল, টার্নার ইহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন (vide Journal of the Gypsy Lore Society, vol V, No. 36 III Series)। তবে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহারা উদীচ্য গোষ্ঠীর ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ডঃ টার্নার আরও মনে করেন যে, এই ভাষাগুলি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ভারতীয় আর্য্য ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় সিংহলী এবং মালদ্বীপী ভাষাকে প্রতীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত

করিয়াছেন ; কিন্তু আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, সিংহলী ভাষা প্রাচ্য শাখার অর্ন্তভূক্ত (vide Indian Historical Quarterly, Vol. IX, pp.742-50)।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ী ভাষাগুলিকে উদীচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন ইহাদিগকে মধ্যদেশীয় শাখায় স্থান দিয়াছেন। আমরা এই মতই গ্রহণ করি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় পূরবীয় অর্থাৎ আওধী, বাসেলী ও ছত্তিশগড়ী ভাষা সমুদয়কে পশ্চিমা হিন্দির দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্ত্তী ভাষাগোষ্ঠীতে (Intermediate Group) স্থান দিয়াছেন। আমরা ইহাই সঙ্গত মনে করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের প্রাচ্য শাখা

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগধী এবং ভোজপুরীয়া ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহাদিগকে আধুনিক মাগধী ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ইহাদিগকে নিম্নলিখিত রূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। (vide O.D.B.L., Vol I, Pp 91—96)।

(১) পূর্ব্ব-মাগধ—বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া।
(২) মধ্য-মাগধ—মৈথিলী, মগহী। } বিহারী।
(৩) পশ্চিম-মাগধ—ভোজপুরিয়া (নাগপুরিয়াসহ)। } বিহারী।

এই প্রাচ্য ভাষাগুলির মধ্যে কয়েকটী সাধারন লক্ষণ আছে। এই সাধারন লক্ষণগুলি এই গোষ্ঠীকে অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে পৃথক করিয়াছে।

১। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)—'অ'কারের উচ্চারণ সংস্কৃত (অর্থাৎ 'not'এর 'o'এর ন্যায়), কিন্তু বিহারীতে হিন্দী ইত্যাদির ন্যায় বিবৃত অ (অর্থাৎ but এর u এর ন্যায়)।

২। রূপতত্ত্ব (Morphology)—কর্ত্তৃকারকে 'এ'কার বিভক্তি ; করণে 'এ' বা 'এঁ' ; সম্বন্ধে 'ক' এবং 'র' ; অধিকরণে 'এ' । অতীতকালে 'ল' বিভক্তি লোপ বা প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ামূল এবং ভবিষ্যতকালে 'ব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ামূল।

৩। পদক্রম (Syntax)—সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীত কালে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ন্যায় কর্ম্মের সহিত ক্রিয়াপদের লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের অন্বয় হয় না। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ স্থলে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ ছিল। যথা—'তোহর অন্তরে মই ঘ.লিলি হাড়েরি মালি' (বৌদ্ধগান)। অতীত ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলের সহিত পুরুষ ও বচন-ভেদে বিভক্তিযোগ হয়। এই বিভক্তিগুলি বিভিন্ন ভাষায় এক না হইলেও বিভক্তি যোগের প্রয়োগটী-সাধারণ। অবশ্য ইহাদের মূল প্রাচ্যভাষায় কোন পুরুষ বা বচন বাচক বিভক্তি ছিল না। এইরূপ স্থলে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মের অন্বয় হইত এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তার অন্বয় হইত। যেমন সংস্কৃতে ময়া ইদং কর্ম্ম কৃতম্, ময়া ইয়ং ক্রিয়া কৃতা, হিন্দী-উর্দ্দুতে মৈনে ভাত খায়া, মৈনে রোটী খায়ী।

৪। শব্দকোষ (Vocabulary)—কতকগুলি শব্দ এই গোষ্ঠীর জন্য সাধারণ। যেমন, বাং চোখ, কিন্তু হিন্দি আঁখ ; বাং মাথা কিন্তু হিন্দি সির, সর ; বাং চুল কিন্তু হিং বাল ইত্যাদি। ইহা গবেষণার বিষয়। এ পর্য্যন্ত কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

মধ্যবর্ত্তী ভাষাগোষ্ঠীতে ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলে 'ব' দেখা যায় এবং দাক্ষিণাত্য ভাষায় যথা মারাঠীতে অতীত কালের ক্রিয়ামূলে 'ল' দেখা যায়। কিন্তু প্রাচ্য ভাষাগোষ্ঠী ভিন্ন অন্যত্র ভবিষ্যত কালে 'ব' ও অতীতকালে 'ল' একত্রে দেখা যায় না। মারাঠীতে 'ল' আছে 'ব' নাই ; পূরবীয়া ভাষায় 'ব' আছে, 'ল' নাই।

প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের তুলনা

পূর্ব্ব-মাগধী ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ ঃ—সম্বন্ধের 'র' বিভক্তি ; অতীত-কালের ক্রিয়ামূলে 'ইল' বিভক্তি ; ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলে 'ই' বিভক্তি। অধিকরণে 'তে' ('ত') কেবল বাংলা ও আসামীতে দৃষ্ট হয়।

উড়িয়া ভাষার বিশেষত্ব ঃ—বহুবচনে 'মানে' প্রত্যয়, যথা পুরুষ মানে, আম্ভে মানে (আমরা)। অপাদানের 'রু' বিভক্তি, যথা, ঘররু (ঘর হইতে)। সম্বন্ধের বহুবচনে 'ঙ্ক', 'ঙ্কর' বিভক্তি, যথা পুরুষঙ্ক, পুরুষঙ্কর। অধিকরণে রে বিভক্তি যথা ঘররে (ঘরে), 'আছ' ধাতুর অর্থে 'অট' ধাতু এবং 'ছিল' স্থানে 'থিল'।

আসামীর বিশেষ লক্ষণ ঃ—বহুবচনে 'বিলাক', 'বোর', 'হেঁাং' প্রত্যয়। অপাদানে 'পরা' কারক অব্যয়, 'ঘরর পরা' (ঘর হইতে)।

বাংলার বিশেষ লক্ষণ ঃ—বহুবচনে 'রা' 'এরা' 'গুলি' 'গুলা' বিভক্তি ; কর্ম্মে বহুবচনে—'দিগকে' বিভক্তি ; সম্বন্ধের বহুবচনে 'দিগের', 'দের' বিভক্তি। অপাদান কারকে 'হইতে' 'থেকে' কারক-অব্যয় (Post position)।

আধুনিক উড়িয়া, আসামী ও বাংলায় যত পার্থক্য দেখা যায়, প্রাচীন কালে সেইরূপ ছিল না।

মধ্য-মাগধী ভাষার সাধারণ লক্ষণ ঃ—কর্ত্তা ও কর্ম্মের সম্মান অসম্মান ভেদে ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্ত্তন। ক্রিয়াপদে মূলের 'ন্ত' স্থানে 'থ'; যেমন, মূল চলন্তি > চলথি (বাং—চলেন) ; মূল চলন্ত > চলথু (বাং—চলুন)।

পশ্চিম মাগধী ভাষার লক্ষণ ঃ—'অ'কারে বিবৃত উচ্চারণ (ইং 'but'এর 'u'এর ন্যায়)। বর্ত্তমান কালের প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদে 'অস্' বিভক্তি ; যেমন—দেখস্ (সে দেখে) ; দেখলস (দেখিল) ; দেখতাস্ (সে দেখিত)। বর্ত্তমান কালে নির্দ্দেশ ভাবে এবং ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াপদের সহিত 'ল' স্বার্থে প্রত্যয়, যেমন দেখলে"া (আমি দেখি) ; দেখেলো (সে দেখে)। ভবিষ্যত কালের প্রথম পুরুষে 'ব'এর পরিবর্ত্তে 'হ' প্রত্যয়, যেমন 'দেখব' স্থানে 'দেখহ'।

ক্রিয়ার সহিত 'খে' প্রত্যয়, যেমন, 'নাহিখে' কিংবা 'নেইখে' (নাহিক) হয় ধাতুর সহিত যোগে (বাংলা হয়)।

মধ্য মাগধী ও পশ্চিম মাগধীর অর্থাৎ বিহারী ভাষার সাধারণ লক্ষণ : মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া সাধারণতঃ বিহারী নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান কালে 'থ' ধাতু, যেমন, 'থিক', 'থক', (আছ অর্থে)। (বাংলায় সে থাক, সে থাকুক দুই প্রয়োগই দেখা যায়, 'থাক' প্রাচীন 'থাউক' পদ হইতে উৎপন্ন)। সম্বন্ধের 'কের' বিভক্তি, যেমন রামকের (প্রাচীন বাংলায় এইরূপ)। বিশেষণসূচক সর্ব্বনামে 'হেন' প্রত্যয় ; যেমন 'যেহেন' 'তেহেন' (প্রাচীন বাঙ্গালায় এইরূপ, আধুনিক বাঙ্গালায় যেমন তেমন)। অধিকরণে 'মে' বিভক্তি (ঘরমে), অপাদানে 'সে' বিভক্তি (ঘরসে) এই মে, সে বিভক্তি দুইটি হিন্দী ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়। 'শ' স্থানে 'স' উচ্চারণ। 'ল' কার স্থানে 'র' যেমন 'মূলা'> 'মূরা', 'হল' >'হর', 'কলা'> 'কেরা'। শব্দের স্বার্থে বিভিন্ন রূপ যথা 'ঘোর', 'ঘোরা', 'ঘোরোয়া,' 'ঘোরৌয়া' (বাং ঘোড়া)। সর্ব্বনামে সম্বন্ধে 'কর' বিভক্তি যথা—'কে কর'। অতীত কালের ক্রিয়ামূলে 'অল' প্রত্যয়, যথা—চলল, (বাং চলিল)। ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ামূলে অব' প্রত্যয়, যথা—চলব (বাং চলিব)। ক্রিয়াসূচক বিশেষ্যে (Verbal Noun) 'অল' 'অব' প্রত্যয়। যেমন—'চলল' 'চলব' (বাং চলা)। (O.D.B.L.p.96)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তর

অপভ্রংশ অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাষা প্রাচীন বাংলায় পরিণত হয়। এই প্রাচীন বাংলার সময় নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'ছয় শত হইতে হাজার' খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপভ্রংশ যুগ তৎপরে বাংলা ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার উৎপত্তি। সাহিত্যের ভাষারূপে অপভ্রংশ হাজার খ্রীষ্টাব্দ এবং তৎপরে

প্রচলিত থাকিলেও পরবর্ত্তী স্তরের কথ্যভাষা (নব ভারতীয় আর্য্যভাষা) ইহার বহু পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আচর্য্য চর্য্যাচয়ের (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের) পদগুলি যে বাংলা ভাষার আদিম রচনা তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চর্য্যাপদের অতিরিক্ত বাংলাদেশে রাজগণের তাম্রশাসনে জমীয় ভূমির সীমা নির্দ্দেশে এবং বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের অমরকোষের টীকায় (টীকা সর্ব্বস্ব) প্রাচীন বাংলার কতকগুলি শব্দ রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের অতিরিক্ত দুইটি সংস্কৃত চৈনিক অভিধানে (ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর) কয়েকটি দেশী শব্দ পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যে বাংলা তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যচর্য্যাচর্য্যের টীকায় মীননাথের পরদর্শন হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই :

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট॥
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভোমরা॥"

(চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়—৩৮ পৃঃ)

এই শ্লোকে আমরা ষষ্ঠী বিভক্তির 'এর', 'কু' ও' 'ক' পাইতেছি। অতীতকালে 'ইল' ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটিকে আমরা অনায়াসে প্রাচীন বাংলায় রচিত বলিতে পারি। মীননাথের নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় লইয়া মতভেদ আছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে Prof. Sylvain Levi র মত সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণীয়। তাঁহার মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীঃ নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে যান। (L'e Nepal, vol 1 p 347)। এই মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ যে দক্ষিণ বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহা হইলে আমরা এই শ্লোকটিকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে পারি। ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে গিয়া পড়ে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় অপভ্রংশের উৎপত্তি

৬০০ খ্রীঃ ধরিয়াছেন। Prof. Jules Bloch অপভ্রংশকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বলভীর রাজা গুহ সেন খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এই তিনটি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ সাহিত্যিক অপভ্রংশের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কথ্যরূপে অপভ্রংশ নিশ্চয়ই ইহার পূর্ব্বে ছিল। পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তাঁহার মহাভাষ্যে অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন—"একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ তদ্যথা গৌরীত্যস্য গাবী গোণা গোপতলিকেত্যেবমা দয়োঽপভ্রংশঃ।" (এই গাবী শব্দ হইতে বাঙ্গালা গাই, গাভী উৎপন্ন)। চর্য্যাপদের লেখক কাহ্নপাদ ও সরহ অপভ্রংশ ভাষায় দোঁহা রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সমকালে ও সাহিত্যের ভাষারূপে অপভ্রংশের ব্যবহার ছিল। আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার সময় ৬৫০ খ্রীঃ অঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত গণ্য করিতে পারি।

১২০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিতে প্রায় ১০০ বৎসর লাগে। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে আরও প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়া যায়। এই ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক শূন্য স্থান। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা মধ্যযুগের প্রথম কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণলীলা' বিষয়ক পুস্তকখানির কবির অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে যে প্রতিলিপি হয় তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ। এই পুস্তকের ভাষা অনেকাংশে রচয়িতার ভাষা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ের ভাষা যদি প্রাচীন বাঙ্গালার শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষার আদিম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু এই দুই ভাষার মধ্যে একটি ব্যবধান রহিয়াছে। চর্য্যাপদ সমূহের ছন্দের রীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের রীতি এক নয়। তবে চর্য্যাপদের ছন্দের ক্রমবিবর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দের

উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত গ্রন্থের প্রধান প্রধান ছন্দ উড়িয়া ও আসামী ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তবর্ত্তী সময়ে এই বিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। ভাষার দিক হইতেও আমরা আশ্চর্য্য চর্য্যাচর্যোর ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে এক ব্যবধান দেখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় যে রূপতত্ত্ব (Morphology) ছিল তাহা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং কিয়ৎ পরিমাণ নূতন রূপের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীন যুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের ভাষা হইলে এই নূতন রূপগুলি তাহাতে দৃষ্ট হইত না। আমরা ১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ অঃ সন্ধিযুগ গণনা করিতে পারি। সম্ভবতঃ এই সময়ে বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আসামী ভাষার ছন্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সময়ের কোন সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। ডাক ও খনার বচন এই সময়ের বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রচিত। সম্ভবতঃ মঙ্গলকাব্যগুলির আদিরূপ এই সময়ে গঠিত হয়।

১৩৫০—১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত আমরা বাঙ্গালা ভাষার মধ্যযুগ গণ্য করিতে পারি। এই মধ্যযুগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। ১৩৫০ হইতে ১৫৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত গৌড়ীয়যুগ বা স্বাধীন পাঠান যুগ। এই ভাগে বাঙ্গালা ভাষা গৌড়ের পাঠান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কিন্তু পারসী প্রভাব অতি অল্প পরিমাণে ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। এই ভাগের শেষে চৈতন্য প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয়। এই সময় বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রভাব আসে নাই।

২। ১৫৭৫—১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চৈতন্য পরযুগ। এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সময় পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও কিয়ৎ পরিমাণে ফরাসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। ইহার শেষ সময়ে পারসী, উর্দ্দু বা হিন্দীর প্রভাবে তথাকথিত মুসলমানী বাঙ্গালার প্রচলন হয় এবং দোভাষী পুথি সাহিত্যের উৎপত্তি হয়।

আমরা ১৮০০ খ্রীঃ হইতে বাঙ্গালা ভাষার নব্য যুগের সুত্রপাত গণ্য করিতে পারি। এই সময় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (Fort William College) স্থাপিত হয় (১৮০০ খ্রীঃ)। এই কালের পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্য রীতির প্রবর্ত্তন হয়। ১৮০০ খ্রীঃ এর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ পাদ্রীরা বাঙ্গালায় রোমান অক্ষরে গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের রচনার ধারা পরবর্ত্তীকালে কোনই প্রভাব রক্ষা করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সময় হইতেই বাংলা গদ্য রচনার যে ধারা সৃষ্টি হয়, তাহাই নানা পরিবর্ত্তনের ও সংস্করণের মধ্য দিয়া এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮০০ খ্রীঃ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত আমরা এই মধ্যযুগের আদিভাগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য ও পদ্য রচনার একটি পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালা গদ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তে এবং পদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ে যে রূপ প্রাপ্ত হয় তাহাই নানান সংস্কারের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন হইয়াছে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই ত্রিতয় আধুনিক বাঙ্গালার যুগ প্রবর্ত্তক। এইজন্য আমরা ১৮৬০ খৃীঃ হইতে নব্য যুগের বর্ত্তমান ভাগের গণনা আরম্ভ করি। নব্যযুগের ইংরাজী প্রভাব এবং ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙ্গালা ভাষায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৩৬ খৃীঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে যখন ইংরাজী ভাষা পারসীর পরিবর্ত্তে রাজভাষার স্থান অধিকার করে তখন হইতে মুসলিম প্রভাবের অবসান হইয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্রগতি বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষিত হইতে থাকে। আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন। ইহা পাশ্চাত্য ভাবধারারই এক বাঙ্গালা রূপ মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্য নিজের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে; কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের

দরবারে সে আপন স্থান গ্রহণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের রাজদরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলায় ভাষা ও সাহিত্যের কি রূপ হইবে, তাহা কেবল ভবিতব্যই নির্দ্ধারণ করিতে পারে।

প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমরা এক্ষণে ধারাবাহিকরূপে এই ভাষা পরিবর্ত্তনের কথা বলিব।

প্রাচীন যুগ—৬৫০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে ১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ সন্ধিযুগ। এই প্রাচীন যুগে অপভ্রংশ যুগ পার হইয়া ভারতীয় আর্য্য ভাষাকে আমরা নব্য ভারতীয় রূপে দেখি। কাজেই অপভ্রংশের চিহ্ন তখনও ভাষায় বিদ্যমান ছিল। করণ কারকের 'এঁ', অপাদানের 'হুঁ' অধিকরণের 'হিঁ' এই সকল বিভক্তি অপভ্রংশের সহিত অভিন্ন। অপভ্রংশ প্রভাবে কর্ত্তৃকারকে কদাচিৎ 'উ'কার বিভক্তি লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশক ভাবে (Indicative mood) উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'হুঁ' বিভক্তি এবং মধ্যমপুরুষের বহুবচনে 'হু' বিভক্তি অপভ্রংশ হইতে আগত। উত্তম পুরুষে 'হুঁ' বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই; কিন্তু ইহা মধ্যযুগে রচনায় দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 'হেঁা' বিভক্তি এই 'হুঁ' বিভক্তি হইতে আগত (যথা, প্রণমহেঁা—আমরা প্রণাম করি)।

প্রাচীন বাঙ্গালার কর্ম্মবাচ্য বুঝাইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার রূপ তদ্ভব আকারে দৃষ্ট হয়। যথা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষা দৃশ্যতে> পালি দিস্‌সতি প্রাং দীসই> প্রাং বাং দীসই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্যভাষা *কর্য্যাতে (সং ক্রিয়তে) > প্রাং করীঅই,> অপভ্রংশ করিঅই >প্রাং বাং করিঅই। এতদ্‌ভিন্ন মিশ্র ক্রিয়া দ্বারা কর্ম্মবাচ্য বুঝাইবার রীতিও দেখা যায়; যেমন —ধরন জাই, লেপন জাই, উঠি গেল ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতকালে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার 'স্য' বিভক্তিযুক্ত রূপের তদ্ভব আকার ছিল; যথা প্রা° ভা° আ° ভা° করিষ্যসি >প্রাং করিহিসি >প্রাং বাং করিহসি; প্রা° ভা° আ° ভা° করিষ্যতি >প্রাং করিহিই >প্রাং বাং করিহই। অতীত

কালে অপভ্রংশ হইতে 'উই' এবং প্রাকৃতের 'ইঅ' 'ইআ' বিভক্তির রূপ প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত ছিল। অতীতকালের 'ইল' প্রত্যয়ান্তে ক্রিয়ামূল অপেক্ষা এই সকল অর্থাৎ—'ইউ',-'ইঅ', বিভক্তি অধিক প্রচলিত ছিল। 'ইল' প্রত্যয় সাধারণতঃ প্রা° ভা° আ° ভাষার 'ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত যুক্ত হইত। যথা. সং সুপ্ত> প্রাং সুত্ত >প্রাং বাং সুত + ইল = সুতিল (পরবর্ত্তী শুইল)। এইরূপ সং কৃত > কঅ + ইল, কৈল (পরবর্ত্তী করিল) মৃত> মঅ + ইল = মৈল (পরবর্ত্তী রূপ মৈল)। কখনও কখনও বর্ত্তমান কালের ধাতুমূলের (base) সহিতও 'ইল' ব্যবহৃত হইত। যথা—দেখ + ইল = দেখিল (প্রাচীনতর দীঠা >সং দৃষ্ট), শুন + ইল = শুনিল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সন্ধিস্বর (Dipthong) ছিল না। ইহা মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার অনুরূপ। যথা চলই (তিনঅক্ষর Syllable যুক্ত) < সং চলতি। প্রত্যেক শব্দ স্বরান্ত ছিল। ইহাও মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার অনুরূপ। খুব সম্ভব প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার স্বরাঘাত (accent) প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই ; যথা প্রাচীন বাঙ্গালা উঞ্চা (সং উচ্চ), দীঠা (সং দৃষ্ট)। এইরূপ স্থলে অন্ত স্বরাঘাতের কারণে অন্ত 'া' আসিয়াছে।

পদক্রমে (Syntax) আমরা সম্বন্ধ পদকে সম্বন্ধীয় পদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইতে দেখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্বন্ধ পদগুলি হিন্দী ইত্যাদি ভাষার বিশেষণের ন্যায় সম্বন্ধীয় পদের লিঙ্গের অনুসরণ করিত। যথা, বৌদ্ধগানে হাড়েরি মালি, তোহরি কুড়িয়া, কাহেরি নাবে ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার ন্যায় ব্যাকরণগত লিঙ্গ (Grammatical Gender) কিছু পরিমাণে প্রাচীন বাঙ্গালায় অবশিষ্ট ছিল, যথা, ভলি দাহ, নিশি আন্ধারি। কোনও কোনও স্থলে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার ন্যায় বিশেষণে বিশেষ্যের কারক বিভক্তি প্রযুক্ত হইত। যথা, 'খরে সোন্তে'—খর-স্রোতে (চর্য্যা-নং-৩৮)। অতীতকালে 'ইল' যুক্ত অকর্ম্মক ক্রিয়া বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। এইজন্য ১ম পুরুষে কর্ত্তায় স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়ায় স্ত্রীপ্রত্যয়

হইত, যেমন, লাগেলি আগি (চর্য্যা নং ৪৭) লাগেলি ভালি (চর্য্যা নং ২৮), বাঙ্গালী ভইলি (চর্য্যা নং ৪৯)। (এইরূপ স্ত্রী প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও পাওয়া যায়।) 'ইল' যুক্ত সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে হিন্দী ইত্যাদি ভাষার ন্যায় ক্রিয়াতেও স্ত্রী প্রত্যয় হইত। ইহা প্রা° ভা° আ° ভা° কর্ম্মবাচ্যের রূপ স্বরূপে ব্যাকরণসঙ্গত ছিল। যেমন, সবরো রাত্তি পোহাইলি, সবরো সেজ্জি ছাইলি, যথাক্রমে সং 'শবরেণ রাত্রি প্রভাবিপতা', 'শবরেণ শয্যা ছাদিতা'। নিষেধার্থে 'না' ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত যথা, ধরণ ন জাই (চর্য্যা)। কোন কোন বিশেষার্থে 'না' ক্রিয়ার পরেই ব্যবহৃত হইত, যথা, উহ লাগেনা (চর্য্যা)।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সমষ্টির অধিকাংশ তদ্ভব ছিল, তবে সাহিত্যে কিছু পরিমাণ তৎসম শব্দেরও প্রচলন ছিল। যেমন পারগামী (চর্য্যা ৫), অজরামর (চর্য্যা ৩), তথাগত ইত্যাদি। অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত কিছু শব্দ ছিল, যথা, 'ডোম্বী', 'ডমর', 'ঠাকুর' ইত্যাদি।

প্রাচীন বাঙ্গালার ছন্দ অপভ্রংশের ন্যায় মাত্রানুযায়ী ছিল। ইহাতে মাত্রানুরোধে 'এ'কার, 'ও'কার, হ্রস্ব বা দীর্ঘ গণ্য করা হইত। অধিকন্তু প্রা° ভা° আ° ভাষার 'আ'কার, 'ই'কার ও 'ঊ'কার কখনো কখনো, হ্রস্ব বা একমাত্রা ধরা হইত। সাধারণতঃ ষোল মাত্রাযুক্ত পাদাকুলক ছন্দ ব্যবহৃত হইত।

মধ্য বাঙ্গালা যুগ :—মধ্য বাঙ্গালা যুগের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালা যুগ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে একটি সন্ধিযুগ ছিল যাহার কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে মধ্যযুগের ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এখানে প্রথম ভাগের ভাষা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

ধ্বনিতত্ব (Phonology) : ধ্বনিতত্ত্বে প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় প্রত্যেক শব্দের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হইত। বর্ত্তমানে উড়িয়াতে এইরূপ হয়। এই সময়ে সন্ধিস্বরের আরম্ভ হয় ; কিন্তু সন্ধিস্বর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয় নাই। কাহ্নাঞি,

বড়ায়ি, গোসাঞি ইত্যাদি বানান দেখিয়া মনে হয় তখন পর্য্যন্ত এই সকল শব্দের অন্তে সন্ধিস্বর উচ্চারিত হইত না। মধ্যভারতীয় আর্য্য ভাষা হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত উদ্বৃত্ত স্বরের বিভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত ছিল। সরুঅ, গরুঅ, (আধুনিক বাং সরু, গরু) ইত্যাদি শব্দে 'অ' উদ্বৃত্ত স্বর পৃথক রক্ষিত হইয়াছে; যথা, গত>গঅ; • কদলী>কঅলী, এই 'অ' উদ্বৃত্ত স্বর (ব্যঞ্জন লোপ হইলেও যে স্বর রক্ষিত হয় তাহাই উদ্বৃত্ত স্বর)। 'মাউসী', 'বইসে' প্রভৃতি শব্দে উদ্বৃত্ত স্বর পূর্ব্ব স্বরের সহিত সন্ধিস্বর সৃষ্টি করিয়াছে। পিসি (প্রাং বাং পিউসী), বসিল, পশিল (প্রাঃ বাং বইসিল, পইসিল) প্রভৃতি শব্দে উদ্বৃত্তস্বরের লোপ পাইয়াছে। এই যুগে পদমধ্যে পূর্ব্ব স্বরের সহিত উদ্বৃত্ত স্বরের যোগে সাধারণতঃ সন্ধিজনিত স্বর হয় নাই (আধুনিক যুগে যেমন 'আইল' হইতে 'এল' হইয়াছে)। পদ-মধ্যে উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ তখনও ব্যাপকভাবে হয় নাই। এইজন্য আমরা হউসি, হসি (আধুনিক হস,) কৌড়ী, কড়ি; আইস্থ, আস্থ; পইস্থ, পস্থ, উভয় রূপই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে দেখিতে পাই। পদমধ্যবর্ত্তী 'ঢ়' মহাপ্রাণতা (Aspiration) লোপ করে নাই। যথা, পঢ়ে, বুঢ়া, বাঢ়ে, দাঢ়ী ইত্যাদি রূপ বানান (এবং উচ্চারণ) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে দেখা যায়। আধুনিক যুগে 'ঢ়' স্থানে 'ড়' হইয়াছে। মধ্য বাংলা পঢ়ে, বাঢ়ে, বুঢ়া আধুনিক বাঙ্গালা পড়ে, বাড়ে, বুড়া। পদমধ্যবর্ত্তী 'হ'কার তখনও লুপ্ত হয় নাই। যেমন, মাহাকাল (মাকাল) চাহে, নাহে ইত্যাদি। কিন্তু পদান্তস্থিত 'হ' লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য বারহ—বার, তেরহ—তের, ষোলহ—ষোল, জিআঅ (প্রাং বাং জিআহ) প্রভৃতি বানান শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখা যায়। এইজন্য চরণের মিলে (Rhyme) রয়ে, নহে (পৃ ৩২৭) রাহী, কাহ্নাঞি, এইরূপ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 'র' এর এবং 'ল'য়ের উচ্চারণে বিশেষ ব্যবধান ছিল না (তুং র-ল ঘোর ভেদঃ)। এইজন্য বহুস্থানে শ্লোকের চরণে 'র' এর 'ল'য়ের মিল (Rhyme) দেখা যায়। যথা—"নীল জলদসম কুন্তল ভারা। বেকত বিজুরী শোভে চম্পক ম্যালা॥"(পৃ ৬৮) "আহ্মা না চিহ্নসি তুই মুগধী গোআলী। শঙ্খ, চক্র, আহ্মি গদা সারঙ্গ ধরি॥" (পৃ ২৫)। আমরা 'প্রবাল' শব্দ হইতে উৎপন্ন পোঁআর ও পোআল দুই রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখিতে পাই।

রূপতত্ত্ব (Morphology) ঃ রূপতত্ত্বে আমরা কয়েকটী প্রাচীন বাঙ্গালার বিভক্তি এইযুগে লক্ষ্য করিতে পারি। 'অ'কারান্ত শব্দে কর্ম্মকারকে 'এ' কার, 'অ'কারান্ত বিধেয় বিশেষণে 'এ'কার, করণ কারকে 'অ'কারান্ত, 'ই'কারান্ত, 'উ'কারান্ত শব্দের শেষে 'এঁ', 'এ' বিভক্তি হয়, যথা, স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতর (আধুনিক বাঙ্গালায় তে বিভক্তি)। ক্রিয়া পদের উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। যথা—একবচনে 'করোঁ', বহুবচনে 'করিএ', 'করি' ইত্যাদি। অনুজ্ঞার ১ম পুরুষের একবচনে স্বার্থে 'ক' বিভক্তি বৈকল্পিক ছিল, যথা—করু, করুক। বহুবচনের বিভক্তি 'রা' তখনও ব্যাপক হয় নাই;—'দিগের',—'দিগকে' বিভক্তি অজ্ঞাত ছিল। ভবিষ্যতকালের প্রথম পুরুষের একবচনে—'হে' বিভক্তি অল্প প্রচলিত ছিল (যেমন—চলিহে =চলিবে)। অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষের একটী বিশেষ রূপ ছিল, যেমন 'চলিউ', 'যাইউ', ইহা প্রাচীন বাংলার *চলিঅউ, *জাইঅউ হইতে উৎপন্ন।

পদক্রম (Syntax) ঃ প্রাচীন বাঙ্গালার ন্যায় এই সময়ে অকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতকালে, কর্ত্তায় স্ত্রীলিঙ্গ হইলে স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা—রাহী গেলী, বড়ায়ি চলিলী ইত্যাদি। নিষেধসূচক 'না' অব্যয় ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিত। যথা—না আইসে (আসে না)। চট্টগ্রামের উপভাষায় এখনও এইরূপ প্রয়োগ আছে।

শব্দাবলী (Vocabulary) ঃ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মধ্যযুগে নানা বৈদেশিক প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িতে থাকে, তাহার ফলে বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। এই বৈদেশিক শব্দগুলির অনেকগুলি খাঁটী দেশী শব্দকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, যথা—জাহাজ (পাঃ), খাটী বাঙ্গালায় বুহিত, নালিশ (পাঃ), খাটী বাঙ্গালায় গোহারী, জামিন (আরবী-পারসীর ভিতর দিয়া) খাটী বাঙ্গালায় রাখী, খরগোস, বাজ, কোমর, খেল (পারসী), খাটী বাঙ্গালায় যথাক্রমে শশারু, খচান, মাঝা কাঁখতলী ইত্যাদি এবং পর্ত্তুগীজ, চাবি, জানালা, খাটী বাঙ্গালায় কুঞ্চি, খিড়কী ছিল। এই যুগে পারসী, পারসীর মধ্যদিয়া আরবী ও তুর্কী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ গৃহীত হয়।

মধ্যযুগের শেষভাগ হইতে পদমধ্যবর্ত্তী 'হ'কার এর লোপ হইতে থাকে। যেমন—'নাহি' স্থানে 'নাই', 'মাহাকাল' স্থানে 'মাকাল' ইত্যাদি। এই সময় হইতে স্বরের অপিনিহিতি সৃষ্টি হয় যেমন, রাখিয়া>রাইখ্যা (রেখে), কালি>কাইলি, >কাল; করিয়া>কইরা (কোরে), চক্ষু>চখু>চউখ>চোখ।

নব্য বাঙ্গালা যুগ: নব্যযুগে তদ্ভব শব্দে পদমধ্যবর্ত্তী 'ঢ়' 'ড়' এ পরিণত হইয়াছে ও অনাদি 'হ' লোপ হইয়াছে। যথা,—প্রাচীন বাঙ্গালা 'বাঢ়ই', মধ্য বাঙ্গালা 'বাঢ়ে', আধুনিক বাঙ্গালা 'বাড়ে'; মধ্য বাঙ্গালায় 'বুঢ়ি', আধুনিক বাঙ্গালায় 'বুড়ি'; প্রা° বা° 'পঢ়ই', ম° বা° 'পঢ়ে', আধুনিক বা° পড়ে (পাঠ করে); প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'করহ', আধুনিক বাঙ্গালায় 'কর'; প্রাঃ ও মধ্য বাঙ্গালায় 'বারহ' আধুনিক বাঙ্গালায় 'বার'; প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'মাহাকাল' আধুনিক বাঙ্গালায় 'মাকাল' ইত্যাদি।

কথ্য সাধু ভাষায় অপিনিহিত স্বর পূর্ব্ব স্বরের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গের অভিশ্রুতি (umlaut) সম্পাদন করিয়াছে। যথা—প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'করিআ', অর্ব্বাচীন মধ্য বাঙ্গালায় ও পূর্ব্ব বঙ্গের কইর‍্যা, কথ্য সাধুভাষায় কোরে; প্রাং ও মঃ বাঙ্গালায় 'থাকিয়া'> অর্ব্বাচীন মধ্য বাঙ্গালা ও পূর্ব্ববঙ্গে 'থাইক্যা'> কথ্য সাধু বাঙ্গালা 'থেকে'। আধুনিক বাঙ্গালায় পদমধ্যে দুইস্বর একত্র (hiatus) থাকিতে পারে না, যথা—প্রাচীন ও মধ্যবাঙ্গালা 'আইল', আধুনিক 'এলো'; প্রাচীন বাঙ্গালায় 'পইসই', মধ্য বাঙ্গালায় 'পইসে', আধুনিক বাঙ্গালায় পদ্যে 'পশে'; মধ্য বাঙ্গালায় মাউসী, খাইলাম, যথাক্রমে আধুনিক বাঙ্গালায় মাসী, খেলাম। আধুনিক বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা দিয়াছে। যথা—মধ্য বাঙ্গালায় 'করিয়াছে', আধুনিক বাঙ্গালায় 'করেছে'; মধ্য বাঙ্গালায় 'করিছে', 'করিতেছে', আধুনিক বাঙ্গালায় 'কচ্ছে', 'করছে', 'কচ্ছে', 'কচ্চে'। আধুনিক যুগে বাঙ্গালা ভাষার কথ্য রীতি সাহিত্যে ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুগে অধিক পরিমাণ ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও কতকগুলি

অপ্রয়োজনীয়। নূতন নূতন আবিষ্কারের জন্যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজী হইতে যে শব্দ গুলি ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, যথা,—রেল, টিকেট, মটর, টেলিগ্রাফ, রেডিও ইত্যাদি—এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় সৃষ্টি করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এইযুগে গদ্য রীতি সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়া সুচারু রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য্য প্রভাব

ইহা স্বীকৃত যে এক সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্য বসতি ছিল না। আর্য্যরা উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া নিজদের অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অনার্য্যগণ বাস করিত। কিন্তু সে অনার্য্যদের জাতি কি ছিল, নৃতত্ত্বের দিক হইতে তাহার মীমাংসা সম্ভবপর নয়। আমরা এস্থলে ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে ইহার আলোচনা করিব। বাঙ্গালায় আর্য্য অধিকার অবলীলাক্রমে হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। মহাভারতে পুণ্ড্র অধিপতি কৃষ্ণ ও প্রাকজ্যোতিষপুরের (গৌহাটী) অধিপতি ভগদত্তের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা বর্ণিত আছে। খুব সম্ভবতঃ মহাভারতের যুদ্ধের সময় (অনুমান ১২০০ খ্রীঃ পূঃ) বঙ্গদেশে আর্য্য অধিকার স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু বঙ্গের দ্বারদেশ মিথিলা পর্য্যন্ত আর্য্য প্রভুত্ব ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে মৌর্য্যযুগের যে অনুশাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে মৌর্য্য যুগে অন্ততঃ উত্তর বঙ্গে আর্য্য প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা 'দিব্যবদানে' দেখিতে পাই যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের জৈনগণ বুদ্ধমূর্ত্তির অবমাননা করায় মহারাজ অশোক তাহাদের হত্যার আদেশ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অনুমান খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে বঙ্গদেশে আর্য্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে ছোট নাগপুরের মালভূমিতে কোল জাতির বসতি। এই অঞ্চলে অল্প সংখ্যক দ্রাবিড় জাতিও দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোল জাতি দাক্ষিণাত্যের

গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এমনকি মধ্যভারতেও কোল জাতির শাখা বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বাঞ্চলে খাসিয়া পর্ব্বত হইতে কাম্বোডিয়া পর্য্যন্ত কোলদিগের স্বজাতিদের বসতি আছে। নিকোবর দ্বীপের এবং মালয় উপদ্বীপের কয়েকটি জাতির ভাষা কোল ভাষার সমশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে খাসিয়া জাতি ভিন্ন যে সমস্ত অনার্য্য জাতি বাস করে তাহারা প্রধানতঃ তিব্বতী-বর্ম্মী জাতীয়। 'আহোম' জাতি 'তাই' জাতির শাখাভুক্ত। বাঙ্গালা দেশের উত্তর পার্ব্বত্য অঞ্চলে তিব্বতী জাতির শাখা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত অনার্য্য জাতি-দিগের মধ্যে কাহারা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, নৃতত্ত্বের দিক হইতে উহার উত্তর না পাইলেও ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে ইহার কিছু মীমাংসা হইতে পারে।

যে অনার্য্য জাতি আর্য্য সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করিয়া আর্য্য সমাজের নিম্নস্তর গঠন করিয়াছে তাহাদের সংস্কৃতি ও ভাষার কিছু না কিছু প্রভাব অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা স্বভাবতঃ ধারণা করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ যদি মূলে অনার্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তবে তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের অনার্য্য ভাষার প্রবৃত্তি (tendeney) ত্যাগ করিয়াছে, তাহা সম্ভবপর নয়। পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্গভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিরাট বাঙ্গালা ভাষার° ইতিহাসে মজুমদারের মত গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার মূর্দ্ধণ্য বর্ণগুলি ভারতীয় আর্য্যভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহা দ্রাবিড় প্রভাব জাত বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কিন্তু মূর্দ্ধণ্য উচ্চারণ কোল ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে মহাপ্রাণ উচ্চারণ আছে, তাহা দ্রাবিড় ভাষায় নাই, অথচ কোল ভাষায় আছে। দ্রাবিড় ভাষায় কোন শব্দের আদিতে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ হয় না ; কিন্তু কোল ভাষাতে এইরূপ হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে দ্রাবিড় প্রভাববশতঃ শব্দের আদিতে বাঙ্গালায় কোনও যুক্তাক্ষর থাকিতে পারেনা। কিন্তু ইহা উচ্চারণের একটা নিয়ম মাত্র যাহা

বহু ভাষাতে দৃষ্ট হয়। কোল ভাষাতেও আদিতে কোন যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয় না।

কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি 'কে', আসামীতে 'ক', উড়িয়াতে 'কু', হিন্দীতে 'কো' এই বিভক্তিগুলি তামিলের 'কু' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য আকস্মিক। বাস্তবিক আর্য্য-ভাষাগুলির বিভক্তির ইতিহাস অন্যবিধ। পরলোকগত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে বাঙ্গালা বহুবচনের বিভক্তি 'গুলা' এবং 'রা' দ্রাবিড়ীয় 'গল্' এবং 'অর' হইতে আসিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার 'গুলা' সংস্কৃত 'কুল' হইতে আগত এবং বহুবচনের 'রা' বিভক্তির অন্য ইতিহাস আছে, তাহা যথাস্থানে দেখান হইবে। ইহাদের সহিত দ্রাবিড়ীয় বিভক্তিগুলির কোন সম্পর্কই নাই। তিনি বলেন আসামী ভাষার বহুবচনের চিহ্ন বিলাক>গিলাক>তামিল গল; কিন্তু বিলাক গারো ভাষার পিলাক (সমস্ত অর্থে) হইতে উৎপন্ন।

কয়েকটি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় গৃহীত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা ইহা প্রমাণ করিতে না পারিব যে এই শব্দগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মূল শব্দ, সে পর্য্যন্ত সেগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা হইতে আর্য্য ভাষার ঋণ না বলিয়া আর্য্য ভাষা হইতে দ্রাবিড় ভাষায় ঋণ বলিলে অধিক উপযুক্ত হইবে। আর্য্য ধর্ম্ম ও কৃষ্টির দ্বারা দ্রাবিড় জাতি এত অধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছে যে তাহাদের পক্ষে আর্য্য ভাষা হইতে ঋণ গ্রহণ অধিক সম্ভবপর। দ্রাবিড় জাতিগুলির মধ্যে অন্ধ্র, মালতো ও কুরুকো জাতিগুলি আর্য্য জাতির প্রতিবেশী—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে একমাত্র দ্রাবিড় মাল্‌তো জাতি দৃষ্ট হয়। যদি বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্য কোন দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত নিরূপণ করিতে হয়, তবে মালতো ও অন্ধ্র (তেলেগু) ভাষার সহিত করিতে হইবে। বাঙ্গালার সেন রাজবংশ কর্ণাট দেশীয় ছিলেন। তাঁহাদের সৈন্য সামন্ত তদ্দেশীয় ছিল বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। এই সূত্রে কানাড়ী (Kanarese) ভাষা হইতে বাঙ্গালায় কিছু শব্দ আসা সম্ভবপর; কিন্তু এই বিষয়ে এ পর্যন্ত কোনই গবেষণা হয় নাই।

সমস্ত বঙ্গদেশে কোলদিগের সমজাতীয় অনার্য্য জাতি বাস করিত বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, আর্য্য সংশ্রবে তাহারা আর্য্য ভাষা ও আর্য্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে; কিন্তু তাহাদের কতক অংশ বাঙ্গালার পশ্চিমের ও পূর্ব্বের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া বর্ত্তমান কোল ও খাসিয়া জাতিরূপে অবশিষ্ট আছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিব বাঙ্গালা ভাষার উপর কোল প্রভাব অতি গভীর। বাঙ্গালা ভাষার রূপ নির্ম্মাণে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে।

তিব্বতী-বর্ম্মী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালার পূর্ব্ব দেশীয় উপভাষার উপর কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গে যে 'ঘ' 'ধ' 'ভ,' 'ড় (ঢ়)', 'গ', 'দ,' 'ব' 'র' রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা এই প্রভাবের ফলে। চ বর্গের দন্ত্য-তালব্য ঘৃষ্ট (Palato-dental Affricate) উচ্চারণও এই কারণবশতঃ। কয়েকটী প্রাদেশিক শব্দ যথা 'গম' (ভাল), 'বেয়া' (মন্দ), 'তাম্বু' (সূর্য্য) প্রভৃতি শব্দ তিব্বতী-বর্ম্মী ভাষা হইতে গৃহীত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার গঠনে একমাত্র কোল ভাষা ভিন্ন অন্য অনার্য্য ভাষার প্রভাব নাই বলিলেই চলে।

বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব

১। ধ্বনিতত্ত্ব

বাঙ্গালা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার দ্বিস্বরধ্বনির (dipthongs) সংখ্যাধিক্য; যেমন, অ্যাই, ঔ, অ্যায়, আও, আয়, অাও, ই-ই, ইউ, উই, এই এউ, এএ, এও [অ্যাএ], [অ্যাও], ওএ, ওও। সংস্কৃতে এই বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু মুণ্ডা ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

বাঙ্গালায় যে কোন স্বরধ্বনিই অনুনাসিক হইতে পারে। মুণ্ডা ভাষায়ও এইরূপ হইয়া থাকে।

প্রচলিত বানানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও বাঙ্গালায় স্বরসঙ্গতি আছে, যেমন ঃ

		উ ঃ ই	— ছুরি, তুমি ;
কিন্তু	উ ঃ আ >	ও ঃ আ	— ছোরা, তোমার ;
		ও ঃ আ	— গোলা ;
কিন্তু	ও ঃ ই >	উ ঃ ই	— গুলি ;
		এ ঃ ই	— দেখি ;
কিন্তু	এ ঃ আ >	[অ্যা] ঃ আ	— দেখা (দ্যাখা) ;
		ই ঃ ই	— লিখি ;
কিন্তু	ই ঃ আ >	এ ঃ আ	— লেখা ;
	উ ঃ আ >	উ ঃ ও	— বুড়ো ['বুড়া' শব্দের কথ্যরূপ] ;
	ই ঃ আ >	ই ঃ এ	— মিঠে ['মিঠা' শব্দের কথ্যরূপ] ;
	উ ঃ এ >	উ ঃ ই	— তুই [প্রাকৃত 'তুবে্' হইতে] ;
			—তুমি [প্রাকৃত 'তুহ্মে' হইতে] ;

ইত্যাদি।

এইখানে স্বরসঙ্গতির মধ্যে (১) পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি, অথবা (২) পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন দেখা যায়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, এই বিষয়ে সাঁওতালী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে।* তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই স্বরসঙ্গতি দূরবর্তী কুরকু ভাষায় দেখা যায় এবং কোল (মুণ্ডা) ভাষার সকল প্রাদেশিক রূপেও ইহার অস্তিত্ব আছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহেও সামান্যতঃ হইলেও এইরূপ লক্ষ্য করা যায়। আমি স্যার জি, এ, গ্রীয়ার্সনের সহিত এই বিষয়ে একমত যে এই ক্ষেত্রে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীরদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।‡

*Calcutta Review, 1923, P 470

‡Linguistic Survey of India, Vol IV, P 287 ff.

কোন বাঙ্গালা শব্দই যুক্তব্যঞ্জন দ্বারা শুরু হয় না। মুণ্ডা ভাষায়ও এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে।*

খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ 'য়' ও 'ব্' (v) দিয়া আরম্ভ হইতে পারে না, যেমন সংস্কৃত (প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য) হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দে 'য়' ও 'ব্' যথাক্রমে 'জ' ও 'ব' এ পরিণত হয়। মুণ্ডা ভাষায়ও তেমনই 'য়' ও 'ব্' শব্দারম্ভের বর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয় না।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের উষ্মধ্বনি তিনটিই 'শ' উচ্চারিত হয়। মুণ্ডারী, সাঁওতালী ও কুরকু ভাষায় 'স' এর উচ্চারণরীতি হইতে দেখা যায় যে, মুণ্ডা ভাষায়ও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের প্রথম 'ল' ও 'ন' ধ্বনি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে: এই পরিবর্তন যে শুধু উপভাষাসমূহে অথবা নারী ও শিশুদের উচ্চারণেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, বাঙ্গালার সাধুভাষায়ও এইরূপ ঘটে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত বিদেশী শব্দসমূহেও এই পরিবর্তন দেখা যায়।

ল > ন: নুন < স° লবণ
নোড়া < স° লোষ্ট্র
নাল < স° লাল
নোঙ্গর < ফা° লঙ্গর
নিলাম < পো° leilao
ন > ল: লাঙ্গা (প্রা° বা°) < স° নগ্ন
লাচার < ফা° নাচার
লোকসানফ < আ° নুকসান

'ন' ধ্বনি হইতে 'ল'এ পরিবর্তন সাধারণতঃ গ্রাম্য বা প্রাদেশিক উপভাষাতেই ঘটে। 'ল' ও 'ন' এর পরস্পর স্থান পরিবর্তন মুণ্ডা ভাষায়ও দেখা যায়।‡

* Linguistic Survey of India, P 22.

‡ ibid, vol IV, pp 71, 75, 84, 230.

'ণ' 'ড়' 'ঢ়' দ্বারা কোন বাঙ্গালা শব্দ শুরু হয় না। মুণ্ডা ভাষায়ও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়।

মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি ও অঘোষধ্বনিসহ বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষায় একই ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীর সবর ভাষা পৃথক ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া।

স্বরধ্বনির পরিমাণের দিক দিয়াও উভয় ভাষায় আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আছে। এখানে ডক্টর সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: 'এস্থলে বাঙ্গালার সহিত সাঁওতালী ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়: যেমন, বাঙ্গালায় একাক্ষরিক (monosyllabic) মূল শব্দগুলি (base words) সর্বদাই দীর্ঘ, সাঁওতালীতেও তদ্রূপ। দুই মাত্রিক শব্দের প্রতি বাঙ্গালার প্রবণতা সাঁওতালীতেও দেখা যায়: অর্থাৎ একটি দীর্ঘাক্ষরিক বা দুইটি লঘু আক্ষরিক অথবা একটি খুব লঘু-আক্ষরিক (½ মাত্রা বা ¾ মাত্রার) ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (১½ বা ১¼ মাত্রার) অক্ষরের দ্বারা গঠিত দুই মাত্রার শব্দের দিকে ইহাদের ঝোঁক আছে। আবার, বাঙ্গালার মতই, একাক্ষরিক মূল শব্দগুলিতে বিভক্তি যোগ করা হইলে ইহারা দীর্ঘতা হারাইয়া দুইটি লঘু আক্ষরিক শব্দে পরিণত হয়।'*

২। রূপতত্ত্ব

খাঁটি (তদ্ভব ও দেশী) বাঙ্গালা শব্দে বিশেষণের অন্বয় বিশেষ্যের বচন, লিঙ্গ ও কারকের সহিত হয় না। যেমন, 'ছোট ছেলে' 'ছোট মেয়ে' 'ছোট গাছ', 'ছোট ছেলেরা' 'ছোট ছেলেদের'। এইক্ষেত্রে বাঙ্গালার সহিত মুণ্ডার সাদৃশ্য আছে। সাহিত্যিক বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ্যপদের লিঙ্গানুযায়ী বিশেষণ ব্যবহার সংস্কৃতের অনুকরণ মাত্র।

*Calcutta Review, 1923, p 472.

মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালাতেও উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়। যেমন, 'বেটা ছেলে' 'মেয়ে ছেলে'।

এই প্রবণতা এত গভীর যে, সংস্কৃত বা পারসী হইতে কৃতঋণ শব্দেও আমরা এই প্রণালী অনুসৃত হইতে দেখি। যেমন, 'পুরুষ মানুষ' 'মেয়ে মানুষ' 'পুরুষ লোক' 'স্ত্রীলোক' 'নর কবুতর' 'মাদী কবুতর' ইত্যাদি। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহে উভয়লিঙ্গবাচক শব্দের উত্তরে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার ব্যবহার তাহা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র।

বাঙ্গালায় মূল শব্দের সঙ্গেই কারক বিভক্তি (case-endings) যুক্ত হয়, অকর্তৃকারকের রূপে নহে। মুণ্ডা ভাষায়ও এই বৈশিষ্ট্য আছে। দ্রাবিড় ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র—সেখানে কারক-অব্যয় সমূহ অকর্তৃকারকের রূপে যুক্ত হয়। কতিপয় বিভক্তির সাদৃশ্যও সুস্পষ্ট :

বাঙ্গালা	মুণ্ডা
কর্তৃকারক : বিভক্তি নাই	বিভক্তি নাই
কর্মকারক : ”	”
সম্প্রদান ও কর্ম : কে	কে (মাহলে, মুণ্ডারী, তুরি, কুরকী, নাহালি)
	কো (কুরকু)
	কু (সবর)
করণ : তে	তে (সাঁওতালী, মুণ্ডারী)
অপাদান : তে, ত (প্রা' ও মধ্য বাঙ্গালা)	অতে, এতে (মুণ্ডারী)
	তন, তে, তেন (কুরকু)
	তেই (খড়িয়া)
	তই, ত (জুয়াঙ)
	তে (সবর)

সম্বন্ধ :	র, এর	রেন (সাঁওতালী, মুণ্ডারী, কোড়া, আসুরী)
		রা (আসুরী)
		র, র্ (জুয়াঙ)
	ক (প্রা° ও ম°বা°)	আক' (সাঁওতালী, মুণ্ডারী)
		কা (কুরকু)
অধিকরণ :	তে	তে (খড়িয়া)
	রে (ওড়িয়া)	রে (সাঁওতালী, মাহলে, মুণ্ডারী, কোরওয়া, জুয়াঙ্গ)
		র (জুয়াঙ)।

এই সকল কারক-অব্যয় কেবল একবচনে নয়, বহুবচনেও যুক্ত হয়। মুণ্ডা ভাষায়ও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা কারক-অব্যয় সকল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কারক বোঝাইতে তাহা যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিশ্চয়ই অনার্য্য প্রভাবজাত।

ভারতীয় আর্য্যগোষ্ঠীর ভাষায় যে অনার্য্য ভাষার বিভক্তি গৃহীত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ আসামী ভাষা হইতেই পাওয়া যায়। আসামীতে বহুবচনের বিভক্তি 'বিলাক' গারো 'বিলাক' (=সকল) শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আসামী ভাষায় কতিপয় শব্দের সর্বনামঘটিত অনুসর্গের ব্যবহার হইতে বোঝা যায় যে, এইসব মুণ্ডার ন্যায় কোন অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে : যেমন, 'বোপাই' (আমার পিতা),' বাপের' (তাহাদের পিতা), 'বাপেরা' (তোমার পিতা) 'বাপেক' (তাহার পিতা)। [বোড়ো ভাষায় সর্বনামবাচক বিভক্তি উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়।]

বাঙ্গালা ধাতুরূপ লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সহিত কর্তৃকারকের সর্বনাম যৌগিক আকার ধারণ করে। যেমন, প্রা° বা° 'তো পুচ্ছতু' (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, পৃ ৬৩)=তুমি জিজ্ঞাসা কর—এখানে 'পুচ্ছতু' র 'তু' মধ্যম পুরুষ এক বচন ; অনুরূপ, 'বাহাতু' (ঐ, পৃ ১৬, ২৫),

'বুঝাতু' (ঐ, পৃ ৪৯)। আধুনিক বাঙ্গালায়—আম (যেমন করিলাম প্রভৃতি) < আমি। এইভাবে মুণ্ডা ভাষায়ও কর্তা কোন পুরুষ, তাহা সর্বনামঘটিত অনুসর্গ দ্বারা নির্দেশিত হয়।

সাধুভাষায়-ক্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় প্রথম পুরুষ এক বচনের অনুজ্ঞায়। মধ্য বাঙ্গালায়-ক ছিল অন্যান্য ক্রিয়াপ্রকারের, কালের ও পুরুষের বিকল্প অনুসর্গ (Optional Suffix)। এই অনুসর্গটি উপভাষাসমূহেও পাওয়া যায়। সাঁওতালী ভাষায় কর্মবাচ্য বোঝাইতে '-ওক্' ব্যবহৃত হয়; সকর্মক ক্রিয়ায়ও ইহার বহুল ব্যবহার আছে, তবে সেখানে বৈকল্পিক 'সেনাক' (যাও), 'হেচ' 'হিজুক' (এসো) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায়ও সম্ভবতঃ একই রকম ব্যবহার দেখা যাইবে। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের 'ক' প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বার্থে 'ক' বিভক্তি হইতে স্বতন্ত্র: সেখানে ইহা উপান্তে স্থান পায়, যেমন, 'পচতি' 'পচতকি' = (সে) রন্ধন করে।

বাঙ্গালায় বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দেশক্ -টা, -টি ব্যবহৃত হয়, যেমন, এক-টা এক-টি, ছেলে-টা ছেলে-টি ইত্যাদি। মুণ্ডায়ও এই ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দেশক ব্যবহৃত হয়, যেমন, সাঁওতালী 'মিতটেন' 'মিতটেছ' 'মিতটন' = এক, একটা; হাপান-দা, 'হাপানতেত' = ছেলেটা; মুণ্ডারী 'কোড়া-দো' = পুত্রটি; ভূমিজ 'হোনটক' 'হোনটে' = বাচ্চাটি; কুরকু = 'ব-তে' = পিতাটি; কুণডু = পুত্রটি; জুয়াঙ ইতিডে = পেটটি।

বাঙ্গালায় কখনো কখনো বিশেষণ বোঝাইতে সম্বন্ধের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন, 'সোনার কলম'। মুণ্ডায়ও তদ্রূপ।

৩। পদক্রম (Syntax)

বাঙ্গালা বাক্যে শব্দের প্রচলিত ক্রম হইতেছে: (১) সম্বোধন পদ, (২) সম্বন্ধ পদ, (৩) কর্তৃকারক, (৪) কর্মকারক, (৫) ক্রিয়াপদ। মুণ্ডা ভাষায়ও একই ক্রম লক্ষিত হয়।

মুণ্ডা ভাষার মত বাঙ্গালায়ও পরোক্ষ উক্তি ব্যবহৃত হয় না। 'বলিয়া' শব্দযোগে বাঙ্গালায় কখনো কখনো পরোক্ষ উক্তি করা হইয়া থাকে, যেমন, 'সে ভাল ছেলে বলিয়া সকলে তাহাকে ভালবাসে'। মুণ্ডা ভাষায়ও 'দেখিয়া '-বাচক শব্দদ্বারা এইরূপ উক্তি করা হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় শব্দদ্বৈতের প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, যেমন, অলিগলি, আবোলতাবোল, এবুড়োখেবুড়ো, আশেপাশে, গোলগাল, ধুমধাম, রকমসকম, হৈচৈ। প্রাচীন বাঙ্গালায়ও অনুরূপ শব্দের অস্তিত্ব ছিল, যেমন, আলাজালা (তুচ্ছ), অঞ্চল-পঞ্চল (ছটফট করা), একুবাকু (আঁকাবাঁকা)। সাঁওতালী ও অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায়ও শব্দদ্বৈতের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, সাঁওতালী অচেল পচেল (ধনদৌলত), অচির পচির (ঘরবাড়ী) আড়ই বাড়ই (উদ্ধত), অধা পধা (অসমাপ্ত), অগর ডিগর (লঙ্ঘন করা), অহি বহি (ব্যস্ত), অকা বকা (দুর্দশাগ্রস্থ), অম্পা ওম্পো (তাড়াতাড়ি), অন্‌ধে মন্‌ধে (লক্ষ্যহীনভাবে) ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় ক্রিয়ারূপগুলি বিশেষণরূপেও ব্যবহার করা যায়, যেমন, চেনা লোক, আসছে কাল (কথ্য); প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায়ও ঐরূপ দেখা যায়, যেমন, প্রা° বা° বেঢ়িল হাক (সকল দিক হইতে আগত আহ্বান), চড়িলী মাতঙ্গী (আরোহিতা চণ্ডালিনী) ম° বা° কাটিল কদলী, (কাটা কদলীবৃক্ষ) ভুখিল কাক (ক্ষুধার্ত কাক) ইত্যাদি। সাঁওতালী ও মুণ্ডারী ভাষায় ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষায়ও এইরূপ হওয়া সম্ভব।

৪। শব্দকোষ

শব্দকোষের আলোচনায় আমরা কেবল সেই সকল শব্দই গ্রহণ করিতে পারি, যাহা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, বর্তমান আলোচনায় কদলী, ময়ুর, কম্বল, তাম্বুল, প্রভৃতি শব্দ ও তাহাদের ব্যুৎপন্ন বাঙ্গালা শব্দগুলি বাদ দিতে পারি। ডক্টর সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, কাঁড়া (মহিষ)

(<হো° কের) ও মেনী (বিড়াল) (<কুরকু মিনি) শব্দ দুইটি মুণ্ডা ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।* আমরা নিম্নে আরো কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন করিব, কিন্তু এইসব শব্দের মূল যে মুণ্ডা ভাষায় তাহা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন মুণ্ডা ভাষাসমূহের সহিত এবং মুণ্ডার স্বজাতীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আরো কয়েকটী ভাষা, যেমন খাসী, মোন খেমর প্রভৃতির সহিতও ইহার তুলনা করা আবশ্যক। এই তুলনার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ সুলভ নয় বলিয়া আমার তালিকাটি হইবে পরীক্ষামূলকঃ

বাঙ্গালা	মুণ্ডা
আকাল (দুর্ভিক্ষ)	ঐ (সাঁওতালী)
আখড়া	ঐ („)
বড়শী	বাড়সি („)
বট (গাছ)	বড়ে („)
বয়ার (মহিষ)	ঐ („)
বেঁটে	বণ্ডি, বণ্ড („)
বেঁড়ে	বণ্ড („)
ভেড়া	ভেডা („)
বোকা	ঐ („)
চাউল	চাউলি (মুণ্ডারী)
চুলা (উনুন)	ঐ (মুণ্ডারী) চুলহা (সাঁওতালী)
ডেলা	ডেলকা (মুণ্ডারী)
ঢাল	ঐ (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
ডোঙ্গা	ঐ (মুণ্ডারী)
হাঁ	ঐ (মুণ্ডারী); হে (সাঁওতালী)

* Calcutta Review, 1923, p 453.

বাঙ্গালা	মুণ্ডা
হাড়	ঐ (সাঁওতালী)
হুড়কা (দরজার খিল)	ঐ (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
কালা (বধির)	ঐ (সাঁওতালী)
খচ্চর	খচুর (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
খুঁটি	খুঁটু (মুণ্ডারী), খুন্টি (সাঁওতালী)
মোট	মোট (মুণ্ডারী), মট, মটরা (সাঁওতালী)
মোটা	ঐ (সাঁওতালী)
নেঙ্গা (বাঁ)	লেঙ্গা (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)
রাঁড় (বিধবা, বেশ্যা)	রাণ্ডী (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী) = বিধবা
লড়াই	ঐ (মুণ্ডারী), লড়হাই (সাঁওতালী)
ঠোঙ্গা	টঙ্গা (মুণ্ডারী) = তূণীর, টঙ্গে (সাঁওতালী) = এক প্রান্তের সহিত অন্য প্রান্তে বাঁধা।
তোতলা	তোটরা (মুণ্ডারী ও সাঁওতালী)

এইরূপে শব্দের তালিকা বর্ধিত করা যাইতে পারে। এস্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। J. Przyluskie দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা 'কুড়ি' শব্দটি মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে, সাধারণ লোকে 'কুড়ি'র হিসাবেই সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে। যেমন, 'সাতচল্লিশ'এর বদলে তাহারা 'দু কুড়ি সাত' বলিয়া থাকে।

৫। উপসংহার

বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঋণগ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিম-প্রান্তে ও তাহা অতিক্রম করিয়া আরো দূরবর্তী স্থানেও মুণ্ডাভাষাসমূহের প্রচলন

দেখা যায়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত খাশি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আছে। আরো পূর্বদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইলে মোন, খ্মার, পালৌং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়ঃ মুণ্ডা ও খাশি ভাষার মতো এই সকল ভাষাও অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তাহা এককালে অস্ট্রিক ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল। ব্রহ্মদেশে ও ভারতের বাহিরে যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়া দিয়া বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিব্বত-বর্মী ও তাই ভাষাভাষী জনসমষ্টি স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাঙ্গালাদেশে এবং সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের অন্যত্রও অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্যভাষীদের নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার অস্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের বাক্ভঙ্গীর ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে। প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা বলা দরকার। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের অভাবে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক প্রভাব

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কীগণ পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করে। সমস্ত বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইতে প্রায় ১০০ শত বৎসর অতীত হয়। খুব সম্ভবতঃ গৌড়ের পাঠান সুলতানগণ অন্ততঃ পরবর্ত্তী-কালে বঙ্গভাষী ছিলেন এবং তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আকবরের কালে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

* Sixth Oriental Conference-এ পঠিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

এই সময় রাজসরকারের ভাষা পার্শী ছিল। এই পার্শী প্রভাব লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শীর পরিবর্তে ইংরাজী প্রধান রাজভাষা ও বাঙ্গালা দ্বিতীয় রাজভাষারূপে গৃহীত হয়, তখন পার্শী প্রভাবের অবসান ঘটে। এই দীর্ঘ ৬০০ শত বৎসরের মুসলমান প্রভাবের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় দুই সহস্রের অধিক (ডঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ প্রায় আড়াই হাজার) পার্শী শব্দ এবং পার্শীর মাধ্যমে আরবী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি বাঙ্গালা ব্যাকরণেও পার্শী প্রভাব দৃষ্ট হয়। নর-পায়রা, মাদী-পায়রা, মর্দ্দা কুকুর, মাদী কুকুর, ইত্যাদিরূপে লিঙ্গ নির্ণয় পার্শী প্রভাবের পরিচায়ক। পার্শীতে অবশ্য 'নর' ও 'মাদা' শব্দ বিশেষ্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়; যথা—গাও নর (ষাঁড়); গাও মাদা (গাভী)। [পূর্ব্বে নরনারীবাচক শব্দের প্রয়োগ কোল প্রভাবে]।

তদ্ধিৎ প্রত্যয়ে 'ঈ' (যথা—বিলাতী, দেশী, জাপানী), দান, দানী, (যথা—ফুলদান, পিকদান, আতরদানী, নিমকদানী, সুরমাদানী), দার-দারী (যথা—দোকানদার, পোদ্দার, তহসিলদার), খোর (যথা—গুলিখোর, তামাকখোর), বাজ (যথা—মোকদ্দমাবাজ, ফন্দিবাজ), গিরি (পাংগরী) (যথা—কেরানীগিরি, বাবুগিরি) ইত্যাদি বিভক্তিগুলি পার্শী হইতে গৃহীত। পার্শী হইতে গৃহীত শব্দগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে পার্শীর ভিতর দিয়া অনেক আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ এবং অত্যল্প পোস্তু শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল শব্দের উচ্চারণ অনেকস্থলে বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পার্শী প্রভাবেও আরবীর ধ্বনির পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

১। রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় শব্দঃ যথা—বাদশা, নবাব, বেগম, ফৌজ, তীর, তোপ, তখ্ত্, জমিদার, রায়ত, তালুক, জখম, বাহাদুর, সেপাই, খেতাব, খাস, হুজুর, রসদ ইত্যাদি।

২। আইন-আদালত সংক্রান্ত শব্দঃ যথা—নালিশ, মোকদ্দমা, আইন-কানুন, আদালত, মুন্সেফ, হাকিম, দারোগা, নাজির, পেয়াদা, উকীল, মোক্তার, জেরা, জবানবন্দী, আসামী, ফরিয়াদি, রায়, ফয়সলা ইত্যাদি।

৩। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শব্দ : যথা—খোদা, নামাজ, রোজা, হজ, কোরবানী, জবাই, ফকির, দরবেশ, মোল্লা, মৌলভী, হারাম, জাহান্নাম ইত্যাদি।

৪। শিক্ষা সম্বন্ধীয় শব্দ : যথা—কাগজ, কলম, কেতাব, দোয়াত, খাতা, তরজমা, হরফ, মক্তব, মাদ্রাসা, আলেম, আদব, কেচ্ছা, গজল ইত্যাদি।

৫। সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধীয় শব্দ : যথা—আতর, গোলাপ, বরফ, কোরমা, কোপ্তা, কালিয়া, পোলাও, চশমা, দালান, বাগান, মখ্‌মল, মিছরি, হালুয়া, পেস্তা, আচ্‌কান, আয়না, জামা, রুমাল ইত্যাদি।

৬। জাতি ও ব্যবসাবাচক শব্দ : যথা—হিন্দু, ইহুদী, ফিরিঙ্গি, দরজী, দোকানদার, কারিকর, কলাইকর, যাদুকর, ভিস্তি, মেথর, বাজীকর, চাকর, নফর, খেদমতগার, সহিস, খানসামা ইত্যাদি।

৭। সাধারণ দ্রব্য সম্বন্ধীয় শব্দ : যথা—আওয়াজ, হাওয়া, ওজন, কমবেশী, খবর, কোমর, গরম, জাহাজ, দরকার, নরম, পেশা, পছন্দ, বাহবা, আফসোস্, মজবুত, হুসিয়ার, হজম, সাদা ইত্যাদি।

এই সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় ইহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলিয়া মনেই হয় না। মুরগী, এখানে মোরগ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গের 'ঈ' প্রত্যয় করিয়া শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। পার্শীতে অবশ্য 'মুরগ' (পক্ষী) শব্দ আছে, কিন্তু মুরগী নাই।

পারস্য সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য তেমন প্রভাবান্বিত হয় নাই। আমরা পার্শী প্রভাব বিশেষরূপে শব্দে ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাকরণের উপর লক্ষ্য করি। আমরা পরে দেখিব ইংরাজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। পারস্য সাহিত্যের দ্বারা তদ্রূপ কিছু হয় নাই। তবে মধ্যযুগের প্রধানতঃ মুসলমান কবিগণ পারস্য কাব্যের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় মানবীয় প্রেমকাব্য রচনা করেন।

পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাহাদের প্রভাব স্থাপন করে। পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা Nonu da Cunha (১৫২৮—১৫৩৮)

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানকে শেরশাহের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য (১৫৩৪ খ্রীঃ) চারিশত পর্ত্তুগীজ সৈন্য বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। ইহাদের অনেকে এদেশে ব্যবসায় আরম্ভ করে। হুগলীর নিকটবর্ত্তী ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে তাহাদের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল।

ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজ প্রভাব এত অধিক হইয়াছিল যে অনেকে পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিত। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় এক শতাধিক পর্ত্তুগীজ শব্দ আছে। দৈনন্দিন প্রচলিত অনেকগুলি শব্দ পর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আনারস, আলকাৎরা, আলপিন, ইস্‌পাত, কপি, কামরা, গামলা, গুদাম, গরাদে, চাবি, জানালা, জালা, টোকা, তোলো (তোলাহাঁড়ি), নীলাম, নোনা, পাঁউ (পাউরুটী), পেরেক, ফিতা, বালতী, বেশালী (দুগ্ধ দোহনের পাত্র), মার্কা, মাস্তুল, মেজ, মিস্ত্রি, সুর্ত্তি, শব্দগুলি যথাক্রমে Ananas, Alcatrao, Alfinet, Espada, Cauve, Camara, Gamella, Godown, Grade, Chave, Janella, Garra, Touca, Talha, Leilao (লাইলাঁও), Annona, Pao, Prego, Fita, Balde, Vasilha, Marca, Mastro, Meso, Sorte শব্দ হইতে আগত।

ওলন্দাজ ভাষা হইতে তাস খেলার কয়েকটী শব্দ এবং আর কয়েকটী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। হরতন—Harten, রুইতন—Ruiten, ইস্কাপন—Schopen, তুরুপ—Troef, ইস্ক্রুপ—Aschroef, গাড়ীর বোম—Boom, পিসপাস—Poespas। ফরাসী হইতে কার্ত্তুজ—Cartouche, ওলন্দাজ—Hollandaise, দিনেমার—Denmark, আলেমানে—Allemane, ইংরেজ—Anglais ইত্যাদি। তুর্কী (পার্শীর মধ্যদিয়া) আলখাল্লা, উর্দ্দু, কাবু, কাচী, খাতুন, খাঁ, খানম, গালিচা, চক্‌মকি, চিক্, চাকু, তবক, তুর্ক, দারোগা, বকানী, বাবুর্চ্চি, বাহাদুর, বিবি, বেগম, মুচলেকা, লাশ, সওগাত।

ইংরাজী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নানা ভাষার শব্দ প্রথমে ইংরাজীতে গৃহীত হইয়া পরে ইংরেজী শব্দরূপেই বাঙ্গালায় আসিতেছে। যথা—জেব্রা (দঃ আফ্রিকান), কাঙ্গারু (অষ্ট্রেঃ), কুইনাইন (দঃ আমেঃ—পেরু), রিকসা (জাপানী), লামা (তিব্বতী), বলশেভিক (রুশ), ইত্যাদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার উপভাষাসমূহ

ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন "The real and natural life of language is in its dialects." ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষাগুলিতে। বঙ্গদেশের ন্যায় একটা বৃহৎ দেশে ভাষার যে একটা লৌকিক ভেদ থাকিবে তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবার নাই। বাঙ্গালার বাহিরে ও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের কিয়দংশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। স্থানীয় কারণ ব্যতীত সামাজিক কারণেও ভাষার রূপভেদ দেখা যায়। যেরূপ স্থানীয় কারণে সিলেট ও কলিকাতার ভাষায় পার্থক্য আছে সেইরূপ সামাজিক কারণে একই স্থানের উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে ভাষাগত ভেদ দৃষ্ট হয়। লেখ্য ভাষার প্রভাবে শিক্ষিত সমাজে উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমশঃ সাধুভাষার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কোন স্থানের খাঁটী উপভাষা জানিতে হইলে সেই স্থানের অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষাকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্থলে আর একটি বিষয় জানা কর্ত্তব্য যে, যে স্থলে দুইটি ভাষার সীমানা আসিয়া মিলিত হয় সে স্থলেও উভয় ভাষার মধ্যবর্ত্তী একটি মাত্র উপভাষা সৃষ্ট হইয়া থাকে ইহাকে দুই ভাষারই উপভাষারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার উপভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য নানা চেষ্টা হইয়াছে। স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে তাহাদের গবেষণার ফল বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও

পদক্রম অলোচনা করিয়া বাঙ্গালা উপভাষাগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি : (১) পাশ্চাত্য (২) প্রাচ্য।

(১) এই পাশ্চাত্য বিভাগে প্রাচীন গৌড় ও রাঢ় অবস্থিত এবং প্রাচ্য ভাগে বঙ্গ অবস্থিত। পশ্চিম বিভাগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(ক) উদীচ্য :—গোয়ালপাড়া হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত, ইহা প্রাচীনকালে কামরূপ ও বরেন্দ্র নামে অভিহিত হইত।

(খ) দক্ষিণ পশ্চিম :—বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের অধিকাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) পূর্ব্ব বিভাগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(ক) দক্ষিণ পূর্ব্ব :—জেলা ২৪ পরগণার কিয়দংশ, যশোহর জেলা, খুলনা জেলা, ঢাকা ডিভিশন এবং নোয়াখালী জেলা।

(খ) পূর্ব্ব প্রান্তিক :—কাছাড় হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান। নিম্নে একটি পীঠিকার আকারে উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য পদর্শিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য উপভাষা

১। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণ—ঘ, ঝ, ধ, ভ ইত্যাদি যথাযথ উচ্চারিত।

২। পূর্ণ অনুনাসিক, যথা :—চাঁদ, কাঁদে ইত্যাদি।

৩। একমাত্র তালব্য শ উচ্চারণ (কয়েকটি যুক্তাক্ষর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত)।

৪। কর্মকারকে 'কে' বা ক প্রত্যয়।

প্রাচ্য উপভাষা

১। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ, যথা ঘ, ধ, ভ স্থানে গ, দ, ব উচ্চারণ।

২। অর্দ্ধ অনুনাসিক, যথা :—চান্দ, কান্দে ইত্যাদি।

৩। তালব্যবর্ণ স্থলে দন্ত-তালব্য ঘৃষ্টবর্ণ।

৪। শ, ষ, স স্থানে 'হ'।

৫। হ লোপ সর্ব্বত্র।

৬। কর্ম্মকারকে 'রে'।

৭। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালের প্রথম পুরুষ অভিন্ন। নিত্য বৃত্ত অতীত কালের মধ্যম পুরুষের তুচ্ছ প্রয়োগে ই, যথা, করতি।

	পাশ্চাত্য			প্রাচ্য
	দক্ষিণ পশ্চিম	উদীচ্য	দক্ষিণ পূর্ব্ব	পূর্ব্ব প্রান্তিক
১।	ড়, ঢ়, ঃ	র	র	র
২।	কর্মের বহুবচনে দের	কর্মের বহুবচনে কে, রে, ঘরে	কর্মের বহুবচনে গো, গরে, গোরে	কর্মের বহুবচনে রারে
৩।	সম্বন্ধের বহুবচনে দের	সম্বন্ধের বহুবচনে ঘর, ঘরের	সম্বন্ধের বহুবচনে গোর, গর	সম্বন্ধের বহুবচনে রার
৪।	অপাদানে থেকে	অপাদানে হতে	অপাদানে ত, থুন, থনে, হনে, গোনে।	অপাদানে তোন, থুন, তনে, থন।
৫।	ভবিষ্যৎ প্রঃ পুরুষে বে	ভবিষ্যৎ প্রঃ পুঃ বে	ভবিষ্যৎ প্রঃ পুঃ ব	ভবিষ্যৎ প্রঃ পুঃ ব
৬।	ভবিষ্যতে উঃ পুঃ ব	ভবিষ্যতে উঃ পুঃ মু, ম্	ভবিষ্যতে উঃ পুঃ মু, উম্	ভবিষ্যতে উঃ পুঃ ইয়ম্, ইতাম্
৭।	অতীতে মঃ পুঃ লে৲	অতীতে মঃ পুঃ লেন	অতীতে মঃ পুঃ লা	অতীতে মঃ পুঃ লা
৮।	তুমর্থে তে	তুমর্থে (infinite) বা, তে	তুমর্থে বা, অন	তুমর্থে ত, অন
৯।	বর্ত্তমান উঃ পুঃ ই	বর্ত্তমানে উঃ পুঃ এক বচনে ও বহুবচনে ই আদিতে র স্থানে অ এবং অ স্থানে র যথা, অস< রস, রাম< আম।	বর্ত্তমানে উঃ পুঃ ই	বর্ত্তমানে উঃ পুঃ ই ১ম পুং সর্বনামস্ত্রীলিঙ্গ হিতাই, তাই, হে তে,

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার সমস্ত ধ্বনি বাঙ্গালায় রক্ষিত হয় নাই। কতক ধ্বনি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতক ধ্বনি যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই লোপ বা যোগ এক দিনে হয় নাই। ইহার জন্য ভাষার কয়েকটি স্তর আছে। প্রথমে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার ধ্বনি আলোচনা করিব।

স্বরবর্ণ ঃ—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যঞ্জন বর্ণ ঃ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ······ব, ভ, ম, য, র, ল, ল়্, (স্বর মধ্যবর্ত্তী ল—মূর্দ্ধণ্য ল ḷ), লহ (স্বর মধ্যবর্ত্তী ḷh), ব় (অন্তস্থ ব়, এর উচ্চারণ 'ওয়া'র মত যথা, দেওয়াল, খাওয়া ইত্যাদি) শ, ষ, স, হ, ং ঃ (ক বর্গ, প বর্গ ভিন্ন অন্য কোন ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে কিংবা পদান্তে)। [ঃ জিহ্বামূলীয়, ক বর্গের পূর্ব্বে যেমন দুঃখ ; ঃ উপধ্মানীয়—প্ ফ্ এর পূর্বে যেমন অন্তঃপুর (বেদে ছিল)।]

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় বিভিন্ন বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের দুই বা তিন বা চারি বর্ণের সংযোগ হইত। যথা হস্ত, ভক্ত, কম্প্র, উর্দ্ধ। পদের অন্তে বিসর্গ বা হসন্ত হইত। যথা মনঃ দিক শরৎ। যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হইতে পারিত। যথা ঃ—দীর্ঘ, তীর্থ, সূত্র।

মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষাস্তরে এই ধ্বনিতত্ত্বের পরিবর্ত্তন হয়। এই স্তরের আদিম যুগে (যাহা পালির সহিত সমশ্রেণীস্থ) ভাষার ধ্বনি নিম্ন লিখিত রূপ ছিল ঃ

১। স্বর বর্ণের মধ্যে ঋ ৠ ঌ ঐ এবং ঔ পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের স্থানে অন্য একক স্বর (monophthong) আবির্ভূত হয় যথা ঃ— প্রা° ভা° আ° ভা° ঋণ > ম° ভা° আ° ইন্ ; ঋষি>ইসি ; প্রাঃ ভাঃ আঃ পিতৃ নাম>ম° ভা° আ° ভা° পিতুনং (পালি) ; প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ শৈল

>মঃ ভাঃ আঃ ভাষাঃ শেল ; প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ বৌদ্ধ> মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ বোদ্ধ ইত্যাদি।

২। যুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইত যথা :—তিত্থ<তীর্থ, সুত্ত<সূত্র, কট্‌ঠ<কাষ্ঠ।

৩। ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে শ, ষ, স, স্থানে কেবল স (বা শ প্রাচীন মাগধীতে) হয়। যথা :—প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ শেষ> মঃ ভাঃ আঃ সেস, মাগধী শেশ। প্রা° ভা° আ° ঋষি>মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ ইসি।

৪। শব্দমধ্যে বিসর্গ জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় স্থানে পরবর্ত্তী বর্ণের দিত্ব হইত এবং পদান্তস্থিত বিসর্গের ও হসন্তের লোপ হইত। যথা :—দুঃখ>দুক্‌খ, অন্তঃপুর> অন্তপুর, ধর্ম্মঃ> ধম্মো, ধনুঃ> ধনু। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভা ধিক>পালী ধি। প্রা° ভা° আ° ভা° পরিষদ> পালী পরিসা। প্রা° ভা° আ° ভা বনাৎ> পালি বনা। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ মনাক> মনং।

৫। সংযুক্ত বর্ণ কেবল এক বর্গীয় বর্ণের মধ্যে নিষ্পন্ন হইত। যথা ভক্ত> ভত্ত, উদ্ধ> উদ্ধ। দুইয়ের অধিক বর্ণে সংযুক্ত বর্ণ হইত না। সংযুক্ত বর্ণস্থলে যুগ্মবর্ণ হইত।

মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার মধ্যম যুগে (প্রাকৃত যাহার সমশ্রেণীস্থ) ধ্বনিতত্ত্ব নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত হয় :—

১। স্বরবর্ণ—এই স্তরের পূর্ব্ব (পালি) যুগের ন্যায়।

২। ব্যঞ্জন বর্ণে আদিস্থিত বর্গীয় 'জ' অন্তস্থ 'য' উভয় স্থানে কেবল 'জ' কিম্বা মাগধীতে কেবল 'য' হইত যথা :—যম> জম, যব> জব, জল> জল। মাগধীতে যম, যব, যল।

৩। ন ণ স্থানে কেবল ণ কিংবা পৈশাচীতে কেবল ন হইত। যথা গণনা > গণনা, পৈঃ গণনা।

৪। শ, ষ, স এর পরিণতি এই স্তরের আদিস্তরের ন্যায়, কেবল মাগধীতে 'শ'।

৫। পদমধ্যে অসংযুক্ত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য়, ব লোপ পাইত। ফাক⊳ফাঅ, যুগ⊳জুঅ, নীচ⊳নীঅ, রাজা⊳রাআ, কৃত⊳কৃঅ, পাদ⊳পাঅ, বলয়⊳বলঅ (যব⊳জঅ)।

৬। পদমধ্যে ট স্থানে ড় এবং ঠ স্থানে ঢ় হইত। কড়াই⊳কটাই, কঢ়িন⊳কঠিন।

৭। পদমধ্যে খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ স্থানে হ হইত। মুহ⊲মুখ, মেহ⊲মেঘ, পহ<পথ, বহু<বধু, সোহা<শোভা।

৮। অবশিষ্ট ধ্বনিতত্ত্ব মধ্যভারতীয় প্রাচীন স্তরের ন্যায়।

মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার অন্তিম যুগে (অপভ্রংশ যাহার সমশ্রেণীস্থ) মধ্যযুগের ন্যায়ই ধ্বনি তত্ত্ব ছিল। কেবল আকারের পরবর্ত্তী পদান্তস্থিত বিসর্গ স্থানে প্রাচীন ও মধ্যম যুগের ন্যায় উ-কার না হইয়া ও-কার হইত। যথা প্রা° ভা° আ° ভা° ধর্ম্মঃ >ধম্মো (পালি প্রাকৃত) ধম্মু (অপভ্রংশ)। এইরূপ বুদ্ধ, মনু ইত্যাদি। এই সময় হ্রস্ব 'এ' এবং হ্রস্ব 'ও' ধ্বনি হইত।

এই অপভ্রংশ যুগের শেষভাগে আর একটি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। স্বরমধ্যস্থিত অসংযুক্ত ম-কার স্থানে বঁ হইত। যথা কমল>কবঁল। ভূমি> ভূবিঁ ইত্যাদি।

ভারতীয় আর্য্যভাষার তৃতীয় স্তরে নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলি অবস্থিত। এই স্তরে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অনুরূপ ধ্বনিতত্ত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু এক বিশেষ ধ্বনিতত্ত্বে এই স্তর পূর্ব্ব স্তর হইতে চিহ্নিত। এই স্তরে যুগ্মবর্ণের একীকরণ (simplification) হইয়া পূর্ব্বস্বরে দীর্ঘত্ব দৃষ্ট হয় যথা প্রা° ভা° আ° ভা° কর্ণ>ম° ভা° আ° ভা° কন্ন>ন° ভা° আ° ভা° কাণ। প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা এই ধ্বনিতত্ত্ব লক্ষ্য করি, কিন্তু কতক শব্দে অকারের দীর্ঘত্ব সম্ভবতঃ অন্ত্য উদাত্ত স্বরের কারণে হয় নাই : যথা, সর্ব্ব>সব্ব ⊳সব ; বর্ত্ততে>বট্টই>বটে ; রক্তিকা>রত্তিআ>রতি ; নস্ত>নত্থ>নথ, চক্ষু> চক্‌খু>চখু>চোখ ; বড্র>বড্ড>বড়। বাঙ্গালার বানান সংস্কৃতানুসারী হওয়ায়

এবং কবিতার স্থলে ভ্রমক্রমে তিন, ডিম, তিতা, দুধ, চুলা, ফুল ইত্যাদি শব্দে দীর্ঘত্ব দেখান হয় নাই; কিন্তু হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় এরূপ স্থলে দীর্ঘত্ব দৃষ্ট হয়। মোটকথা বাঙ্গালার বানান সর্ব্বস্থানে ধ্বনি অনুযায়ী নয়। এই যুগের আদিতে বর্ত্তমানের পূর্ণ ঁ অনুনাসিকের স্থানে অর্দ্ধ অনুনাসিক ছিল যথা, প্রা° ভা° আ° •ভা° চন্দ্র > ম° ভা° আ° ভা° চন্দ > প্রাচীন বাঙ্গালায় চান্দ > চাঁদ। প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্ভবতঃ সন্ধিস্বর (Diphthong) দেখা দেয় নাই। 'আইল' 'ভইল' ইত্যাদি পদগুলি তিন অক্ষর (syllable) রূপে উচ্চারিত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালায় পদান্তস্থিত দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বত্ব হইত এবং অন্ত-উদ্বৃত্ত স্বরের কখন কখন লোপ বা হ্রস্বত্ব হইত। প্রা° ভা° আ° ভা° আশা > আসা > প্রা° বা° আশ; প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ সখী > মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ সহি > প্রাচীন বাঃ সহি। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ যোগী > মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ জোঈ > প্রাঃ বাঃ জোই। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ শ্বশ্রূ > মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ সস্সূ > প্রা° বা° সাসু। বধূ > বহূ > বহু। অন্ত-উদ্বৃত্ত স্বরের উদাহরণ :—কামরূপ > প্রা° কামরূপ > প্রা° বা° কামরু। মাতা > মাআ > মাঅ। কিন্তু কতক শব্দে পূর্ব্ব আকারের দীর্ঘ সম্ভবতঃ অনুদাত্ত স্বরের কারণে হয় নাই। স্বরূপ > প্রাঃ সরূঅ > প্রাঃ বাঃ সরুঅ > আঃ বাঃ সরু। পূর্ব্ব বঙ্গের উপভাষায় অন্ত-উদ্বৃত্ত স্বর এখন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে, যথা :—পাও (পা), গাও (গা), মাও (মা)।

পূর্ব্ব স্তরের ন্যায় এই স্তরেও হ্রস্ব একার ও হ্রস্ব ওকার লক্ষিত হয়। অধিকন্তু হ্রস্ব আকারও উচ্চারিত হইত। খুব সম্ভবতঃ প্রা° ভা° আ° ভা° স্তরের স্বরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই। কেবল মাত্র দ্বিত্ববর্ণের একীকরণে পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘত্ব নিশ্চিত ছিল। এই যুগে অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ হইত।

মধ্য বাঙ্গালায় নূতন সন্ধিস্বরের আবির্ভাব হয়। আইল, ভইল প্রভৃতি দুই অক্ষর (syllable) রূপে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ঁ অনুনাসিকের উদ্ভব মধ্যবাঙ্গালার যুগে হয়।

অন্ত্যস্বর ক্রমশঃ অনুচ্চারিত হইতে থাকে।

এই কালের পরবর্ত্তী সময় স্বরের অপিনিহিতি আরম্ভ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে অভিশ্রুতিতে পরিণত হয়। যথা প্রা° বা° করিআ > মঃ বাঃ কইরা < কোরে। প্রাঃ বাঃ কালি > কাল (Tomorrow) (পূর্ব্ববঙ্গ কাইল)।

আধুনিক বাঙ্গালায় দুইটি বিশেষ ধ্বনিতত্ত্ব লক্ষিত হয়। তদ্ভব ও দেশী শব্দের পদমধ্যবর্ত্তী ঢ় স্থানে ড়। যথা—প্রা° বা° বাঢ়ই > মঃ বাঃ বাঢ়ে > আ° বা° বাড়ে। এইরূপ প্রাঃ বাঃ পঢ়ই > মঃ বাঃ পঢ়ে > আং বাং পড়ে।

পদমধ্যবর্ত্তী হ কারের লোপ। যথা প্রা° ও ম° বা° > নাহি আ° বা° নাই। প্রা° বা° চাহই > মধ° বা° চাহে > আ° বা° চায় ইত্যাদি।

অপিনিহিত স্বর পূর্ব্বস্বরের সঙ্গে সন্ধিযুক্ত কিংবা লোপ হয়। প্রা° বা° চারি > ম° বা° চাইরি > আ° বা° চার। রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে। এস্থলে বক্তব্য এই যে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানের কথ্য ভাষায় এখনও অপিনিহিত স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, আইজ, কাইল, দাউদ, (দাহু < দাদ্দ্রু > দদ্রু) ইত্যাদি।।

নবম পরিচ্ছেদ

আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার ধ্বনি পরিবর্ত্তন যাহা আধুনিক বাঙ্গালায় লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা একটি ক্রমিক বিবর্ত্তনের ফল। ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আধুনিক বাঙ্গালার 'বার' প্রা° ভা° আ° ভা° দ্বাদশ হইতে ব্যুৎপন্ন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্ত্তন শৃঙ্খলা আছে। যথা আধুনিক বাঙ্গালা বার < ম° প্রা° বা° ও প্রাকৃত বারহ < পালি বারস < বাদস < দ্‌বাদ্‌স (বর্গীয় ব) প্রা° ভা° আ° দ্বাদশ। ইহাদের মধ্যে বারহ মধ্য ও প্রাচীন বাঙ্গালা, অপভ্রংশ এবং মহারাষ্ট্রি প্রাকৃতে

দৃষ্ট হয়। 'বারস' অৰ্দ্ধমাগধী, জৈন মহারাষ্ট্রি, জৈন সৌরসেনী এবং পালিতে দৃষ্ট হয়। 'দ্‌বাদস' অশোকের গীর্ণার (Girnar) লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। দশ স্থানে ড়স অশোকের প্রাচ্য লিপিগুলিতে দৃষ্ট হয়। সে স্থানে দুবাড়স্ শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুবাড়স হইতে 'বার' আসে নাই। সিংহলী ভাষায় দোলোস (dolas) dolah (dolsa) দুবাড়স হইতে ব্যুৎপন্ন, কিন্তু নব্য ভা° আ° ভাষায় ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ স্থলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য কথ্য ভাষাকে আমরা আদিম প্রাকৃত বলিতে পারি। বস্তুতঃ নব্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষাগুলি এই আদিম প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন।

আধুনিক বাঙ্গালার শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে এইরূপ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রা° ভা° আ° ভা°য় যাইতে হইবে। সংস্কৃতের মধ্যে প্রা° ভা° আ° ভা°র অধিকাংশ শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে ধৃত হয় নাই। এরূপস্থলে আমাদিগকে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে মূল শব্দটি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। যেমন তুমি এই শব্দটি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন :– তুমি < ম° বা° তুহ্মি, তোহ্মে < প্রা° বা° অপ° প্রাকৃত পালি তুমহে < প্রা° ভা° আ° কথ্যভাষা তুষ্মে (সংস্কৃত য়ুয়ম)।

কোন কোন স্থলে মূল শব্দটি কেবল প্রাকৃত কিংবা প্রাচীন প্রাকৃতে দৃষ্ট হয়। যথা :—আ° বা° দেখে < প্রা° বা° দেখই < প্রা দেক্‌খই < পালি দেকখতি < অশোকের যৌগড় লিপি দ্রখতি (= দ্রকখতি) < প্রা° ভা° আ° কথ্য ভাষা দৃক্ষতি। আ° বা° আছে < প্রা° বা° আছই < প্রা° আচ্ছই < পালি অচ্ছতি = অস্ + ছ + তি। (তুং গচ্ছতি < গম হইতে)। আছে শব্দটি সং অস্তি হইতে ব্যুৎপন্ন নয়। গাছ < প্রা° পা° গচ্ছ। ঝি < ঝীঅ < ঝীআ < ধীআ < ধীতা (দুহিতা)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার পূর্ব্বস্তরের দ্বিত্ববর্ণের একীকরণ হইয়া পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। এরূপ স্থলে পদমধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু কখনও কখনও প্রা° ভা°

আ° ভাষার দ্বিত্ব বর্ণের একীকরণ হইয়া পুনরায় সেই অনাদিভূত অসংযুক্ত বর্ণের সাধারণ নিয়মমত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষাও সেই পরিবর্ত্তন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার ডান <ম° বা° ডাহিন< প্রা° বা° দাহিন <মহারাষ্ট্রী, অর্দ্ধ মাগধী, জৈন-মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী দাহিন <অশোক লিপি দাখিণ< পালি এবং প্রাকৃত দক্‌খিন <প্রা° ভা° আ° ভাঁ° দক্ষিণ। এখানে প্রথমে ক্ষ> কখ> খ> হ। ইহাকে আমরা প্রাকৃত দ্বিধ্বনি পরিবর্ত্তন (double sound change) বলিতে পারি। এইরূপ গা <গাঅ<গাত< প্রা° বা° গত্ত্ <প্রা° ভা° আ° গাত্র। পো (ভাই-পো) <পুঅ <পূত <পূত্ত <পুত্র।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বরাঘাত

ধ্বনি পরিবর্ত্তন শব্দের স্বরাঘাতের উপর নির্ভর করে। ইহা ভার্ণারের ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে (Vernar's law) জার্মান ভাষা গোষ্ঠীর ধ্বনি পরিবর্ত্তনে প্রমাণিত হয়। ভা° আ° ভাষার ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ইতিহাসেও স্বরাঘাতের প্রভাব অগ্রাহ্য নহে। কিন্তু শব্দের স্বরাঘাতের স্থান প্রা° ভা° আর্য্যভাষা হইতে নিম্নস্তরের সকল সময় এক ছিল না। বৈদিক যুগে আমরা উদাত্ত (Accented), অনুদাত্ত (Unaccented,) ও স্বরিত (mixed accented) ভেদে স্বরাঘাত দেখিতে পাই। এই যুগে শব্দ স্বরাঘাতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিলনা। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত যে কোন স্থানে উদাত্ত স্বরাঘাত হইতে পারিত। কিন্তু একটি শব্দে স্বরাঘাত্ যে স্থানে হউক না স্থির থাকিত। স্বরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিলনা। প্রায়ই ত (ক্ত) প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দে স্বরাঘাত সর্ব্বদা অন্ত্যবর্ণে ছিল। এই স্বরাঘাত হিন্দ-য়ুরোপীয় যুগের বলা যাইতে পারে। কৃত, মৃত, গত ইত্যাদি শব্দে স্বরাঘাত (উদাত্ত) শেষ স্বরে। এই সকল স্বরাঘাতকে

সঙ্গীত স্বরাঘাত (musical accent বা pitch accent) বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৈদিক যুগের পরে শব্দে প্রাচীন স্বরাঘাত-স্থান সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। Hermann Jacobi প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ম⁰ ভা⁰ আ⁰ ভা⁰র স্তরে পালি ও প্রাকৃতের যুগে সঙ্গীত স্বরাঘাতের পরিবর্ত্তে শ্বাসাঘাত (Stress Accent) প্রচলিত হয়। প্রাথমিক শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘ স্বরের উপরও আনুসঙ্গিক (Secondary) স্বরাঘাত প্রথম অক্ষরের (syllable) উপর লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে শরীর শব্দটি লওয়া যাইতে পারে। বৈদিক যুগে ইহার স্বরাঘাত আদি স্বরে ছিল। পালি ও প্রাকৃতের যুগে প্রাথমিক শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘ স্বরে (ঈ-কার) এবং আনুসঙ্গিক শ্বাসাঘাত আদিস্বরে (শ্ অ) হইত। অবশ্য ইহা ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান মাত্র। বৈদিক যুগের স্বরাঘাত সম্বন্ধে আমরা বেদের লিখিত পাঠ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ পানিনি ও শিক্ষা গ্রন্থ হইতে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। তৎপরবর্ত্তী যুগের স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত সম্বন্ধে একমাত্র অনুমানই আমাদের সম্বল। প্রাকৃতজ্ঞ Pischel ম° ভা⁰ আ⁰ ভাষার যুগে স্বরাঘাত সম্বন্ধে Jacobi র সহিত একমত নহেন। তাঁহার মতে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতীয় ভাষাগুলি যথা, মহারাষ্ট্রি, অৰ্দ্ধ মাগধী, জৈন মাগধী, পদ্যের অপভ্রংশ এবং পদ্যের শৌরসেনী বৈদিক স্বরাঘাত-স্থান রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। অন্যান্য প্রাকৃত সংস্কৃতের ন্যায় শ্বাসাঘাত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অধ্যাপক R. L. Turner পিশেলের মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক জুল ব্লক ম⁰ ভা⁰ আ° ভা°র স্বরাঘাত স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ম° ভা° আ° ভাষার স্বরের লঘুত্ব বা গুরুত্ব আছে কিন্তু স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত নাই। বিভিন্ন অনার্য্য ভাষার সংস্রবে আর্য্যভাষাগুলির স্বরাঘাতের ইতিহাস নানা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ র স্বরাঘাত মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ র যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ একঃ কিন্তু মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ এক্কো। এই জন্য প্রাকৃতে এক্ক্ > বাঙ্গালা হিন্দী ইত্যাদিতে এক।

ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় একটি নিজস্ব স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত ছিল। এই স্বরাঘাত শব্দের আদি স্বরে প্রযুক্ত হইত। এই যুগে সর্ব্বভারতীয় স্বরাঘাতও বর্ত্তমান ছিল। তজ্জন্য উপধা দীর্ঘস্বরের শ্বাসাঘাত হইত। এই দুই প্রকার শ্বাসাঘাতের মধ্যে একটি আর-একটিকে দূরীকৃত করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা যুগের পরে আদি স্বরাঘাত রহিয়া যায় এবং উপধা দীর্ঘস্বরের শ্বাসাঘাত ভাষা হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। এস্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

প্রাঃ বাঃ	মধ্য বাঃ	আধুনিক বাঃ
আম্বাড়া	আম্বাড়া	আম্ড়া
পড়এসী	পড়েশী	পড়্শী
আম্হে লোআ	আমহারা (<আমহালা)	আমরা

শ্বাসাঘাত বাঙ্গালার মধ্যযুগ হইতে আদি বর্ণে প্রযুক্ত হওয়ায় আধুনিক বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্ত্তী স্বরের লোপ হইয়াছে এবং অন্ত্যস্বরের লোপও সংঘটিত হইয়াছে। এ স্থানে ইহা জ্ঞাতব্য যে প্রা° দ্রাবিড় ও ভোট-বর্মী (Tibeto Burman) ভাষাগোষ্ঠীতে শ্বাসাঘাত আদিতে হয়। সম্ভবতঃ কোল ভাষাগোষ্ঠীতেও এইরূপ নিয়ম ছিল। কিন্তু এবিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন উপভাষায় এখনও অন্ত্যস্বরে শ্বাসাঘাত দেখা যায়। এইজন্য পা, গা, মা, ইত্যাদি স্থলে পাও, গাও, মাও ইত্যাদি হয়।

বৈদিক যুগে কিম্বা মঃ ভাঃ আঃ যুগের অন্ত্য উদাত্ত কোন কোন শব্দ বাঙ্গালার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল। ইহাও ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা অনুমিত হয়। কড়, ছোট, উঁচু, বুড়া প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বরের রক্ষা অন্ত্য উদাত্তের কারণে। তুং হিন্দী বড়া, ছোটা, উঁচা, বুড়া। সংস্কৃত 'একঃ', 'নক্ষ' প্রভৃতি হইতে প্রাকৃত এক্ক, নক্খ প্রভৃতি এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা 'এক' 'নখ' প্রভৃতি এই অন্ত্য উদাত্তের প্রভাবে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বুড়া প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য আকার সংস্কৃতের স্বার্থে বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন।

প্রা° ভা° আ°	ম° ভা° আ°	প্রা° বা°	আ° বা°
হস্ত	হত্থ	হাথ	হাত
নব	নঅ	নঅ	নয়
শত	সঅ (প্রাকৃত)	শঅ	শ
তাম্র	তম্ব („)		তামা, তাবা (প্রাদেশিক)
মিথ্যা	মিচ্ছা		মিছা
ত্রীনি	তিন্নি (প্রা)	তীনি	তিন (হিং তীন)
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দূধ	দুধ
তুষ	তূস		তুষ, তুঁষ
দূর	দুর	দূর	দূর
চূর্ণ	চুণ্ণ	চূণ	চুণ

প্রা° ভা° আ°	ম° ভা° আ°	বাঙ্গালা
ক্ষুর	খুর (প্রাকৃত)	খুর
ক্ষুদ্র	খুড্ড	খুড়া
মূর্দ্ধা	মুণ্ড	মুড়া
চূড়া	চূড়া	চুল (চূল)
ক্ষেত্র	খেত্ত	ক্ষেত
দেবর	দেওর	দেওর

পদমধ্যবর্ত্তী প্রা° ভা° আ° ভাষার স্বর কোন কোন স্থলে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় লুপ্ত হইয়াছে।

প্রা° ভা° আ° ভা°	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
বলীবর্দ্দ	বলদ্দ	বলদ
লঘুক	হলক্ক	হালকা
বিভীতক	বহেড়া ম° বাঃ বহেড়া> বয়ড়া	
প্রতিবেশী	পড়িবেশী	পড়িসী> পড়সী

তুলনীয় অর্ধতৎসম [১]

গামছা < গামোছা

আমরা < মধ্য বাঙ্গালা আম্মারা

প্রা° ভা° আর্য্যভাষার পদান্তস্থিত স্বর অপভ্রংশ স্তরে দীর্ঘস্থানে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বাঙ্গালা অন্ত্যস্বর প্রায় লোপ পাইয়াছে। শ্বাসাঘাতের কারণে অন্ত্যস্বর রক্ষিত হইয়াছে।

প্রা° ভা° আ° ভা° আশা > অপ° আস > বাঙ্গালা আশ
,, চুড়া > প্রা° চুলা বাং চুল
,, অগ্নি > অর্দ্ধমাগধী অগগনি > প্রা° বা° আগনি > ম° বা° আগুণি > আ° বা° আগুনি
,, ত্রীনি > প্রা° তিন্নি > প্রা° বা° তিনি > বা° তিন
,, তন্ত্রী > তন্তী > তান্তি > তাঁত
,, দক্রু > ম° ভা° আ° দদ্দ্রু > দাদু > প্রাদেশিক দাউদ > বা° দাদ
,, গোরূপ > প্রা° গরূঅ > গোরু > গরু
,, বৎসরূপ > প্রা° বচ্ছরূঅ > প্রা° বা° বাছরু > আ° বা° বাছুর
,, চক্ষু > ম° বা° চখু > প্রাদেশিক চউখ > ,, চোখ
,, শ্বশ্রূ > ম° ভা° আ° সস্সু < প্রা° ভা° আ° ভা° সাসু < সাস (শাশুড়ী)

কোন কোন স্থলে প্রা° ভা° আ° ভাষার অন্ত্যস্বর বাঙ্গালায় রক্ষিত হইয়াছে।

প্রা° ভা° আ° ভা°	মঃ ভা° আ° ভা°	বাঙ্গালা
শক্তু	সত্তু	ছাতু
বংশী	বংসী	বাঁশী
অতসী	তসী	তিসি

প্রা° ভা° আ° ভাষার আদিস্থিত ই, উ, পরে যুক্তবর্ণ থাকিলে কোনও কোনও স্থলে বাঙ্গালায় যথাক্রমে এ, ও হয়।

প্রা' ভা' আ' বিম্ব > ম' ভা' আ' বিল্ল (প্রা') > বাঙ্গালা বেল
,, ক্ষুম্প > ,, ঝুম্প (প্রা') > ,, ঝেঁাপ
,, গুচ্ছ (সং) > ,, গোছ ,, > ,, গোছা
,, গুম্ফ > ,, গেঁাফ

পরবর্ত্তী বর্ণে 'য ফলা থাকিলে কোন স্থলে প্রা ভা° আদি অকার স্থানে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় এ-কার আসিয়াছে। যেমন

প্রা° ভা° শয্যা> প্রাকৃত সেজ্জা> বাঙ্গালা সেজ।
,, শল্য> ,, সেল্ল> ,, শেল

অন্য কতকগুলি স্থলে প্রা° ভা° আ° ভাষার স্বরের বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় ইহা সমীভবন বা বিষমীভবনের কারণে হইয়াছে। যেমন

প্রা° ভা° মুকুল> প্রাকৃত মউল> বাং মোল, বোল
,, নূপুর> ,, নেউর> ,, নেপুর (প্রাদেশিক অর্দ্ধ তৎসম)

কোন কোন স্থলে মূল অকার প-বর্গ যোগে বাঙ্গালায় ও-কারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন

প্রা° ভা° প্রভাতি> প্রাকৃত পহাই> বাঙ্গালা পোহায়
,, বাহ্য> ,, বোজ্ঝ> ,, বোঝা

কতিপয় স্থানে প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ও কার আধুনিক বাঙ্গালায় অকার হইয়াছে, যথা

প্রা° ভা° বোলাতি> প্রা° বোল্লই> প্রা° বাং বোলই>ম°বা° বোলে আ° বা° বলে
,, ভবতিঅ ,, হোই ,, ,, হোই>হোএ>হয়

আধুনিক বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্ত্তী ঢ় স্থানে ড় হয়।—যথা বুঁঢ়া>বুড়া। প্রা° বা° পঢ়ে>আ° বা° পড়ে, প্রা° বা° বেঢ়ে>আ° বা° বেড়ে প্রা° বা° আঢ়াই, আ° বা° আড়াই, প্রা° বা° দাঢ়ি আ° বা° দাড়ি।

আ° বা° য় পদমধ্যবর্ত্তী হ লোপ হয়। যথা বহু>বউ, নাহি>নাই, চাহে>চাই, দেখহ>দেখ। আ° বা° অন্ত্য আকারের লোপ হওয়ায় অন্ত্য মহাপ্রাণ বর্ণ অনেক স্থলে অল্পপ্রাণ হইয়াছে। কতকস্থলে পদমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণও অল্পপ্রাণ হইয়াছে। যথা, হাত (প্রা° এবং ম বা হাথ), অষ্ট (প্রা এবং ম বা আট), শুকায় (ম° বা° শুখায়), সাজা (ম° বা সাঝা)। কোন কোন স্থলে পরবর্ত্তী হ কারের সহিত সন্ধিতে মহাপ্রাণ হইয়াছে যথা প্রা° ভাঃ গর্দ্দভ (প্রাঃ বাঃ গদ্দহ)>গাধা, কব+হু=কভু, কিচ+হু=কিছু।

উদ্বৃত্ত স্বর

প্রাকৃত স্তরে কোন শব্দের অনাদি ব্যঞ্জন লোপের দ্বারা যে স্বর অবশিষ্ট থাকে তাহাকে উদ্বৃত্ত স্বর বলে। যেমন প্রা° ভা° আলোক>প্রা° আলোঅ>বাং আলো। প্রা° ভা° যতু>প্রা° জউ>বাং জৌ। প্রা° ভা° গোরূপ>প্রা° গরুঅ>বাং গরু। প্রা° ভা° কদল>প্রা° কঅল>বাং কলা প্রা° ভা° প্রবিশতি>প্রা° পইসই>বাং পাশে।

পদান্ত উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ হয়। কিন্তু যদি উদ্বৃত্ত স্বর ই বা উ হয়, ইকারের পূর্ব্বে ই কার ভিন্ন স্বর এবং উকারের পূর্ব্বে উকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে পদান্ত স্থলে সন্ধিস্বরূপে (dipthong) তাহার বর্ত্তমান থাকে। পদমধ্যে তাহাদের নানারূপ পরিবর্ত্তন হয়।

উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ

প্রা° ভা° আ°	শত	>	প্রাকৃত	সঅ	>	বাংলা	শ
,,	পাদ	>	,,	পাঅ	>	,,	পা
,,	মাতা	>	,,	মাঅ	>	,,	মা
,,	ঘৃত	>	,,	ঘিঅ	>	,,	ঘি

প্রাঃ ভাঃ আঃ	স্বরূপ >	প্রাকৃত	সরূঅ >	বাংলা সরু
,,	আলোক >	,,	আলোঅ >	,, আলো
,,	পানীয় >	,,	পানিঅ >	,, পানি (জল প্রাদেশিক)

উদ্বৃত্ত স্বর মিলিত হইয়া সন্ধিস্বর

,,	খদিকা >	প্রাকৃত	খইয়া >	বাংলা খই
,,	নদী >	,,	নই >	,, নই
,,	ভাতৃক >	,,	ভাইঅ >	,, ভাই
,,	যবাগু (পো) >	,,	জগূ >	,, জাউ
,,	সূচী >	,,	সূঈ >	,, সুই

মধ্য বাঙ্গালার পদমধ্যবর্ত্তী হ লোপে আ' বাঙ্গালায় যে উদ্বৃত্ত স্বর উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত রূপ বর্তমান থাকে।

প্রা' ভা' চলঅ	প্রাকৃত চলহ >	ম' বা' চলহ >	আ' বা' চল
,, দধি	,, দহি >	,, দহি >	,, দই
,, রাধিকা	,, রাহিআ >	,, রাহী >	,, রাই
,, সখী	,, সহি >	,, সহি >	,, সই
,, বধূ	,, বহু >	,, বহু >	,, বউ
,, মধু	,, মহু >	,, মউ	,, মৌ (মৌচাক)
,, 'সাধু'	,, সাহু >		সাউ (উপাধি)

পদমধ্যবর্ত্তী উদ্বৃত্ত স্বর আ° বাঙ্গালায় (১) কোন কোন স্থলে লুপ্ত হইয়াছে (২) কোন কোন স্থলে পূর্ব্বস্বরের সহিত সন্ধি সৃষ্টি করিয়া একক স্বর হইয়াছে এবং (৩) কোন কোন স্থলে সন্ধিস্বররূপে বর্ত্তমান আছে।

(১) প্রা° ভা° আবিশতি > প্রা° আইসই > ম° বাং আইসে > আ বা° আসে
„ পিতৃস্বসৃকা > „ পিউসিআ > „ পিউসী > „ পিসি
„ মাতৃস্বসৃকা > „ মাউসিআ > „ মাউসী > „ মাসী

(২) প্রা° ভা° অবিধবা > প্রা° অইহআ > ম° বা° আইহ > „ এয়ো
„ আকুলায়িত > „ আউলাইঅ > „ এলো

(৩) „ শেফালিকা, শ্রীফলিকা > „ সেহালিআ > „ শেআলী > „ শিউলী
„ দেহলী > „ দেহলী > দেউড়ী
„ মধুরিকা > „ মধুরিআ > মৌরী

প্রাচীন ভারতীয় ঋ ও ঌ পরিবর্ত্তন

প্রা° ভা° ঋ, ঋ়, ঌ অশোকের অনুশাসনের পূর্ব্বকালেই পরিবর্ত্তিত হয়। অশোক অনুশাসনে ঋ ও ঋ় স্থানে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন লিখিত হয়—

প্রা° ভা° মৃগ° > গীর্ণার মগো > কালসী মিগে > জৌগড় মিগে > শাহবাজগড়ী মৃগ > মানসেরা ম্রিগে।

প্রা° ভা° বৃদ্ধি > গীর্ণার বাধি > কালসি বধি > ধৌলি বঢ়ী > শাহ্‌বাজগড়ী বঢ়ি > মানসেরা বর্ধ্র।

প্রা° ভা° ব্যাপৃত > গ্রীর্ণার ব্যাপত > কালসী বিয়াপট।

প্রা° ভা° বৃদ্ধ > কালসি বুধ > ধৌলী, জৌগড়, শাহ্‌বাজগড়ী বুঢ় > মানসেরা বধ্র।

প্রা° ভা° দৃঢ় > গী° দৃঢ় > কা° শাহ° দিঢ় > মান দিঢ্র।
„ পৃচ্ছা > „ কা° পুছা > ধৌলী পুছা > শাহ° মান° পুছ।
„ মৃতম > „ মতম > কা° মান > শাহ° মুটে।

পালিতে প্রা° ভা° ঋ স্থানে অ ই উ লক্ষিত নয়। প্রা° ভা° গৃহ > পালি গহ; প্র° ভা° ঋণ > পালি ইন; প্রা° ভা° ঋষভ > পালি উসভ; প্রা° ভা° মৃগ > পালি মিগ।

প্রাকৃতেও পালির ন্যায় পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

প্রা° ভা° ঘৃত > মহারাষ্ট্র ঘঅ > অর্দ্ধ মাগধী ঘয় > শৌরসেনী ঘিদ।
" কৃত > " কঅ > " কয়,কড় > জৈন শৌ কদ
মাগধী কদ্, কড়্, কল্য।
" মৃত্তিকা > " জৈ°মহা মট্টিআ > " শৌ° মট্টিআ।
" শৃগাল > " শিয়াল > অ·মা· জৈ· মহা· শিয়াল
শের শিয়াল > মাগধী শিয়াল।

পুচ্ছতি>অ· মা· জৈ. ম্° পুচ্ছই>শৌর পুচ্ছদি>মা· পুশ্চদী।
বাঙ্গালা তাহার পরবর্ত্তী যুগের এই পরিবর্ত্তন উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। প্রা° ভা° দৃঢ়>প্রা° বাং ও ম· বাং দঢ়>আ° বা° দৃঢ়। প্রা° ভা° মৃত>বাং মড়া, প্রা° ভা° ঘৃত>বাং ঘি, প্রা° ভা° শৃগাল বাং শিআল, প্রা° ভা° শৃঙ্গ>শিং (বাং)।

প্রা° ভা° শৃণোতি>পালি সুনোতি>প্রা° সনই>প্রা বা° সুনই>আ° বা° শুনে।

কতিপয় স্থলে ঋ-কার স্থলে 'এ' ও হইয়াছে।
প্রা° ভা° গৃহ্ণাতি> গেণ্হই> প্রা° বা° ঘেন।
" বৃন্ত > প্রা বোণ্ট> বা বোঁটা।

পরবর্ত্তী স্বরের একীকরণে পূর্বের ঋজাত অ, ই, উ,<ঋ, দীর্ঘ হয় (ঈ ঊ বানানে প্রদর্শিত হয় না)। প্রা° ভা° নৃত্য>প্রা নচ্চ>বাং নাচ। প্রা° ভা° দৃষ্টি >ম° ভা° দিট্‌ঠি>প্রা° বা° দিঠি। প্রা° ভা বৃদ্ধ> ম° ভা বুড্‌ঢ>ম° বা° বুঢ় >আ° বা বুড়া (হি, বুঢ়া)।

বাঙ্গালা বানান সংস্কৃত অনুযায়ী হওয়ায় একীকরণজাত পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘত্ব আকার ভিন্ন অন্যস্থানে বানানে সূচিত হয় না। কতিপয় স্থলে একীকরণের পরে অ-কারের স্থানে আ-কার হয় নাই। প্রা° ভা° সর্ব্ব>ম° ভা সব্ব >বা° সব।

প্রা° ভা° বর্ত্ততে > প্রা° বট্টই > বাং বটে। প্রা° ভা° রক্ষতি > রকখই > বা° রহে। প্রা° ভা° চক্ষু > প্রা° চক্‌খু > ম° ভা° চখু > চৌখ > চোখ। প্রা° ভা° রক্তিকা > ম° ভা° রক্তিমা > বা° রতি। প্রা° ভা° নথম > নখ > নথ। বড্র > প্রা° বড > বা° বড়।

কয়েক স্থলে আদি অ-কার পরে যুক্তবর্ণ না থাকিলেও আ-তে পরিণত হইয়াছে। প্রা° ভা° অশীতি > প্রা° অসীই > বাং আশী। প্রা ভা° অভিমন্যু > প্রা° অহিঅন্নু > অপ° অহিঅন্নু > ম° বা° আইহন > আয়ান। প্রা° ভা° অলক্ত > ম ভা° অলত্ত > বাং আলতা। অভাবার্থক অ উপসর্গ বাঙ্গালায় আ হইয়াছে—প্রা° ভা° অলবণিক > প্রা° অলোনিঅ > বাং আলুনি। এইরূপ আদেখা, আবাগী, আকাল ইত্যাদি।

স্বতোনাসিক্যভবন : চন্দ্রবিন্দু-আগম

কতিপয় স্থলে অকারণে স্বর অনুনাসিক হইয়াছে, ইহাকে স্বতোনাসিক্যভবন বলা হয়। ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ উচ্চারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষায় অনুনাসিকযুক্ত দৃষ্ট হয়, এইরূপ স্থলে অনুনাসিককে ম° ভা° স্তরের উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে।

প্রা° ভা° ছুপতি >	প্রা° ছুঅই >	ম° বা° ছোএ >	আ° বা° ছোঁয়া
,, বক্র >	বঙ্ক >		বাং বাঁকা
,, পিপীলিকা >			বাং পিঁপড়া
,, পূয় >	পূঅ >		আ° বা পুঁজ
,, উচ্চ >	প্রা° বা° উঞ্চা >		,, উঁচু

ইহাদের মধ্যে হিন্দী বাঁকা, ঊঁচা, শব্দ হইতে বুঝিতে পারি প্রা° ভা° আর্য্য ভাষায় অনুনাসিক না থাকিলেও ম° ভা° স্তরে অনুনাসিক আগম হইয়াছিল এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা অনুনাসিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণ অনুনাসিক

প্রা° ভা° আ° ভাষায় অনুনাসিক বর্ণদ্বারা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে কিংবা অনুস্বার থাকিলে আধুনিক বাঙ্গালায় তাহার পূর্বস্বর অনুনাসিক হয়। কতিপয় স্থলে অনুনাসিক বর্ণ থাকিলেও বাঙ্গালায় অনুনাসিক হয় নাই যেমন লক্ষ> লাফ, অভ্যন্তর> ভিতর। প্রা° বাঙ্গালায় এরূপ স্থলে অর্দ্ধ অনুনাসিক ছিল, এইরূপ প্রমাণিত হয়।

প্রা° ভা° পঙ্ক >	ম° ভা° পংক >	প্রা° বা° পংক >	আ° বা° পাঁক
,, পঞ্চ >	,, পংচ >	,, পাঞ্চ >	,, পাঁচ
,, কণ্টক >	প্রা° কণ্টঅ >	,, কাণ্ট >	,, কাঁটা
,, চন্দ্র >	ম° ভা° চন্দ >	,, চান্দ >	,, চাঁদ
,, মাংস >	,, মাংস >	,, মাংস >	,, মাঁস
,, বংশ >	,, বংশ >	,, বংশ >	,, বাঁশ
,, হংস >	,, হংস >		,, হাঁস

কিন্তু পদান্তস্থিত ঙ্গ > ং হয়। প্রা° ভা° শৃঙ্গ >ম° ভা° সিংগ>বাং শিং। প্রা° ভা° ব্যঙ্গ>প্রা° বাং বেঙ্গ> বাং ব্যাং। সেইরূপ রংগ>প্রা° বাং রাংগ>বাং রাং। কতিপয় স্থলে অসংযুক্ত অন্ত্য ণ ন অনুনাসিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা প্রা° ভা° ধনেন>অপ° ধনেঁ>প্রা° বাং ধনেঁ>আ° বা° ধনে। সাধারণতঃ অনাদি অসংযুক্ত 'ম' অপভ্রংশ বঁ হইয়া বাঙ্গালায় পূর্বস্বরকে অনুনাসিক করিয়াছে। যথা, প্রা° ভা° আ° ভা° ভূমি>অপ ভূবিঁ>ম° বা° ভূঞি >আ° বা° ভূঁই। *রাম>রাবঁ>আ° বা° রেঁায়া, রেঁা। প্রা° ভা° চলামি>প্র° বাং চলম্>ম° বা° চলেঁা। আধুনিক বাঙ্গালায় অনুনাসিক আদিবর্ণে যুক্ত হয়। গোস্বামী>অপ° গোস্মাবী>ম° বা° গোসাঞি>আ° বা° গোঁসাই। এই জন্য তাঁহাদের, যাঁহাদের, তাহাঁদের, যাহাঁদের, হইবেনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্ত্তন

শব্দের আদিস্থানে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাধারণতঃ লোপ হয় না। কদাচিত কোনও স্থলে পরিবর্ত্তন হয়। পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত :—

(১) আদি 'য' প্রাকৃত 'জ' হয়। বাঙ্গালাও তাহা উত্তরাধিকারীরূপে পাইয়াছে, যদিও বর্ত্তমান বানানে সর্ব্বত্র 'জ' লেখা হয় না। যথা—

প্রা° ভা° আ° ভা° যন্ত্র > পা° য়ন্ত > প্রা° জন্ত > বা° যাঁতা, জাঁতা।
,, ,, ,, ,, যোক্ত্র > ,, যোত্ত > ,, জোত্ত > ,, জোত।
,, ,, ,, ,, যবাগূ > ,, যাগূ > ,, জাউ > ,, জাউ।

(২) প্রা° ভা° আদি কিংবা অনাদি শ-ষ-স পালিতে একমাত্র 'স'কারে পরিণত হয়। এইরূপ মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতেও হয়। মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'শ' হয়। বাঙ্গালার উচ্চারণ একমাত্র তালব্য-'শ'কার থাকিলেও সংস্কৃতের বানান অনুসরণ করিয়া শ-ষ-স লেখা হয়। ইহা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক।

আদিতে ঃ

প্রা° ভা° আ° শকুল > প্রা° সউল, মাগধী প্রা° শউল > বা° শল।
প্রা° ভা° আ° ভা° শয্যা > পা° সেয্যা > প্রা° সেজ্জা > ম° বা° সেজা > বা° সেজ।
,, ষণ্ড > ম° ভা° সণ্ড > বা° ষাড়।
,, সখী > প্রা° সহী > আ° বা° সই।
,, সর্ব্ব > অ° ভা° সব্ব > বা° সব।

অনাদিতে ঃ

প্রা° ভা° আ° ভা° মশক > প্রা° মসঅ > বা° মশা।
,, কষায় > প্রা° কসাঅ > বা° কষা,।
,, শস্য > প্রা° সসস্ > বা° শাস।

ভুল ব্যুৎপত্তির জন্য শোয়, বসে, আসে প্রভৃতি বানান প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শোয় < প্রা° ভা° আ° স্বপিতি, বসে < প্রা° ভা° আ° উপবিশতি, আসে < প্রা° ভা° আ° আবিশতি।

(৩) কতিপয় স্থলে আদি কিংবা অনাদি শ-ষ-স স্থলে -ছ- হয়।

প্রা° ভা° আ° ভা° শাব > পা° ছাপ > প্রা° ছাঅ > বা° ছা।

" শ্রী > প্রা° সিরি > বাং ছিরি।

" সক্তু > ম° ভা° সত্তু > বা° ছাতু।

" ষষ > " ছ > " ছয়।

" সন্ধান > পা° সন্ধান > " ছাঁদন।

" সপ্তপর্ণ > প্রা° ছত্তবগ্ন > ম° বা° ছাতীঅণ > বা° ছাতিম।

" সূচি > ম° বা° ছুচ > বা° ছুঁচ।

" সিঞ্চতি > প্রা° সিঞ্চই > বাং ছেঁচে।

" সূত্রধর > " সুত্তঅর > " ছুতার।

অনাদিতে " শ্মশ্রু > পা° মস্‌স > বা° মোছ।

" মুষা > পা° মুসা > বা° মুছি।

(৪) 'ক' স্থানে 'খ' হয়। যথা—প্রা° ভা° কর্পর > প্রা° খপপর > বাং খাপরা।

" কীল > প্রা° খীল > বাং খিল।

(৫) 'ক' স্থানে 'চ' হয়। যথা—

প্রা° ভা° কিরাতিতিক্ত > প্রা° চিরাঅইত্ত > আ° বা° চিরতা।

" বিক্রয়তি > " বিক্কেই > বা° বেচে।

(৬) 'প' স্থানে 'ফ'; যথা—প্রা° ভা° পতঙ্গ > পা° ফড়িঙ্গ > বা° ফড়িং।

প্রা° ভা° " প্রেরয়তি > প্রা° পেল্লই > ম° বা° পেলে < আ° বা° ফেলে।

(৭) 'ব' স্থানে 'ভ'; যথা—প্রা° ভা° বুস > পা° ভুস > বা° ভুসি।

(৮) 'ভ' স্থানে 'হ' ; যথা—প্রা° ভা° ভরতি>পা° হোতি>প্রা° হোই>বা° হয়। আধুনিক বাঙ্গলায় অনাদি 'হ' থাকে না। যথা—মহাশয়>মশায় ; মহাকাল>মাকাল ; নাহি>নাই। কতিপয় স্থানে আদি 'ম' স্থানে বঁ বা ভ হয়। যথা প্রা° ভা° আ° মহিষ>বঁহিস > বা° ভঁইশ।

(৯) কতিপয় স্থলে আদি কিংবা অনাদি 'র' স্থানে 'ল' ; বেদের ভাষায় 'র' এর প্রাধান্য দেখা যায়। যথা—বৈদিক রঘু> স° লঘু। স° র, ল এর অভেদ বলা হইয়াছে। এইজন্য রেখা লেখা ইত্যাদি দুইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মাগধী প্রাকৃতে কেবল 'ল' কার আছে। প্রা° ভা° রথ্যা>মা° প্রা° লচ্ছা>প্রা° বা° লাজ>ম° ব° নাছ।পারসী দীওআল> বা° দেওআল। আরবী মরহম> বা° মলম।

(১০) কতিপয় স্থানে আদি ও অনাদি ল>র ; প্রা° ভা° লসুন> বা° রসুন।

(১১) কতিপয় স্থানে অনাদি ড় স্থানে ল হয়।

যথা—প্রা° ভা° ক্রোড়> ম° ভা° কোড়> বা° কোল।

" চূড়া > " চূড়া > প্রা° বা° চুলি > বা° চুল।

" ক্রীড়া> " খেড্ডা > " খেড়া > " খেলা।

(১২) কতিপয় স্থানে অনাদি ল স্থানে ড় হয়।

যথা ঃ—প্রা° ভা° আ° ভা° অর্গল > ম° ভা° অগ্‌গল > বা° আগড়া।

" দেহলী > (পা দেহলী) > বা° দেউড়ী।

" যুগল > প্রা জুঅল > বা° জোড়া।

(১৩) কতিপয় স্থলে আদি ও অনাদি দন্ত্যবর্ণ স্থানে মূর্দ্ধন্য বর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যুক্ত মূর্দ্ধন্যবর্ণের দৃষ্টান্ত আছে। যথা ঃ—প্রা° ভা° দর>ডর। প্রা° ভা° উদয়দি> স° উড্ডয়তি> বা° উড়ে। প্রা° ভা° দংশ> প্রা° ডংশ> বা° ডঁাস। প্রা° ভা° পততি> প্রা° পড়ই> বা° পড়ে।

(১৪) কতিপয় স্থলে রকার ও রেফের প্রভাবে দন্ত্যবর্ণ মূর্দ্ধন্য হইয়াছে।

যথা :—প্রা' ভা' আ' ভা' বর্ততে > প্রা° বট্টই > বা° বটে।

,, বৃদ্ধ > প্র ° বুড্‌ঢ > প্রা° বা° বুঢ়া > বা° বুড়া।

,, মৃত > মাগধী প্রা° মট > বা মড়া।

,, মর্দতি > ম' ভা' মড্ডই > বা মাড়ে।

,, ছর্দতি > প্রা' ছড্ডই > বা ছাড়ে।

Fortanatov বলেন, হিন্দ য়ুরোপীয় মূলভাষায় ল যুক্ত দন্ত্যবর্ণ প্রা° ভা° আ' ভাষায় মুর্দ্ধন্য হইয়াছে। পালি <*পালনি তু palm ভাষা <*ভাল্‌সা, তুং লিথুয়ানিয়ান balsas (ভাষা) জিঠর, তু' জর্ত্তু, গথিক kilthei (গর্ভ), পাষাণ <*পাল্‌সান, তুং জর্মান Fels.

(২) অনাদি স্থানে

অনাদি স্থানে শব্দের অনাদিতে প্রা° ভা° আ° ভাষার অসংযুক্ত ক, গ, ত, দ, প, য়, ব (অন্তঃস্থ) প্রাকৃতে লোপ হয়। বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে এই নিয়ম উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

ক—প্রা° ভা° আ° ভা° চর্মকার > প্রা° চম্মআর > বা° চামার।

,, ভ্রাতৃক > ,, ভাইঅ > ,, ভাই।

গ— ,, যবাগূ > য়াগূ > প্রা° জাউ > বা' জাউ।

,, যুগল > ,, জুঅল > বা° জোড়া।

ত— ,, শত > ,, সত্ত > বা° শ।

,, মাতা > প্রা° মাঅ > বা' মা।

দ— ,, পাদ > প্রা' পাঅ > বা' পা।

,, পারদ > ,, পারঅ > বা° পারা।

প— ,, সর্ষ > ম' ভা' সরিসঅ > বা° সরিষা।

,, উপদীকা > প্রা' উঅঈআ > বা' উই।

প— প্রা° ভা° আ° ভা° কপিত্থ > প্রা° কবিথ > বা° কয়েত, কত।
য়— ,, কষায় > প্রা° কসাঅ > বা° কষা।
,, বলয় > প্রা° বলঅ > বা° বালা।
ব-অন্তঃস্থ— ,, ধবল > পা° ধঅল > ,, ধলা।
,, রব > প্রা° রঅ > ,, রা।
,, অলাবু > পা° লাবু < প্রা° লাউ > বা° লাউ।

প্রাচ্য প্রাকৃতে অনাদি চ জ লোপ হইত না। বাঙ্গালাতেও এই নিয়ম। কোনও কোনও স্থলে মধ্যদেশীয় ভাষা হইতে অনাদি চ জ লোপ যুক্ত শব্দ ঋণ করা হইয়াছে। যথা :— পেচক>ম° ভা° পেচঅ>পেঁচা, সূচী > ছুঁচ।

চ— প্রা° ভা° আ° কাচ >বা° কাচ, কাঁচ।
,, পা° মোচ > ,, মোচা।
,, পচতি > ,, পচে।

প্রা° ভা° আ° ভা° প্রাচীর > পা° পাচীর > বা° পাঁচিল।
,, প্রাজন > ম° ভা° পাজন > বা° পাঁচন।
অন্যপক্ষে চ ,, সূচী > সূই > সূঁই।
জ ,, রাজা >প্রা° রাআ > বা° রায়।
,, রাজিকা > ,, রাইআ > বা° রাই (সরিষা)।

শব্দের মধ্যে প্রা° ভা° আ° ভাষার অসংযুক্ত খ ঘ থ ধ ফ ভ ষ প্রাকৃতে হ্‌ হয়। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ঐ হ্‌ উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়াছে কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় ঐ হ্‌ লোপ হয়।

খ—প্রা° ভা° আ° ভা° সখী > প্রা° সহী > ম° বা° সহী > আ° বা° সই।
,, মুখ > মুহ+রী হ্রস্বার্থে > বা মুহরী, মুহুরি।
ঘ— ,, বাসগৃহ > পা° বাসঘর > প্রা° বাসহর > বা° বাসর।
,, লঘুক > পা° লহুক্ক > প্রা° হলুক্ক > বা° হালকা।

থ—প্রা° ভা° আ° ভা° গৃথ > প্রা° গৃহ > বা° গু।

,, কথনিকা > ,, প্রা° কহনিআ > বা° কাহিনী

,, যূথিকা > যুহিআ > জুহি, জুঁই।

,, নাথ > প্রা° নাহ > বা° নাহা (উপাধি)

ধ— ,, মধু > ম° বা° মহু > বা মউ

,, বধ্ > প্রা° ম° বা° বহু > বা° বউ

ফ— ,, শ্রীফলিকা > শেফালিকা > প্রা° শেহালিআ > বা° শিউলি

,, কফনি > প্রা° কহনি > কনোহি > বা° কনুই

ভ— ,, নাভি > প্রা° ম° বা° > নাহি > বা° নাই

,, সৌভাগ্য > প্রা° সোহগ্‌গ > বা° সোহাগ।

,, গর্দভ > প্রা° গদ্দহ > গাদাহ > বা° গাধা

শব্দের অনাদি ন কখন কখন ড় হয়।

যথাঃ প্রা° ভা° আ° ভা° পাষাণ > ম° ভা° আ° ভা° পাহান > বা° পাহাড়।

,, বেণু > ,, বেলু > বা° বেঁড়ু।

,, সংভতা > ,, সন্নন > সানা > বা° সাড়া।

যুক্তাক্ষর

শব্দের আদিবর্ণ যুক্তাক্ষর হইলে তাহাদের একীকরণ হয়। সাধারণতঃ আদিবর্ণের 'ব'ফলা, 'য'ফলা ইত্যাদি স্থানে ফলার লোপ হইয়া অবশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্য-ভারতীয় আর্য্য ভাষায় বর্ত্তমান থাকে। বাংলায়ও এরূপ। যথা—

প্রা° ভা° আ° ভা° ক্রীনাতি > পা° কিনাতি > প্রা° কিনই > বা° কিনে।

,, ব্রাহ্মণ > ,, বামহন > ,, বামহ্‌ন > ,, বামন।

,, গ্রাম > ,, গ্রাম, অপ° গাঁও > ,, গাঁ।

,, ত্রীনি > প্রা° তিন্নি > প্রা° বা° তীনি > ,, তিনি।

প্রা° ভা° আ° ভা° হ্রদ > ম° বা° হ্দ > প্রা° দহ > ,, দহ।
,, প্রতিবেশী > ,, পড়িবেসী > ,, পড়শী।
,, ব্যাঘ্র > ম° প্রা° বগ্‌ঘ > ,, বাঘ।

আদি 'জ্ঞ' স্থানে প্রাকৃতে মূর্দ্ধন্য হয়; বাংলায় 'ন'কার হয়। যথা—প্রা° ভা° জ্ঞাতিগৃহ > পা°নাতিঘর > প্রা°নাইহর > প্রাদেশিক বাংলায় নাইওর।

আদি 'ক্ষ' স্থানে ঘ ছ বা ঝ হয়; যথা—

প্রা° ভা° আ° ক্ষুর > ম° ভা° খুর > বা° খুরা।
,, ক্ষীর > ,, ক্ষীর > ,, খীর।
,, ক্ষুরিকা > পা° ছুরিকা > প্রা° ছুরিআ > বা° ছুরি।
,, ক্ষরতি > ,, ঝরই > ,, ঝরে।
,, ক্ষুম্প > ,, ঝুম্প > ,, ঝোপ।
,, ক্ষেত্র > ম° ভা° খেত্ত > বা° খেত।
,, ক্ষার > ,, ছার > ,, ছার (ছাই)।
,, ক্ষাম > প্রা° ঝাম > ,, ঝামা।

নিম্নলিখিত স্থানে 'ফলা'র লোপ না হইয়া ঊর্দ্ধ বর্ণের লোপ হইয়াছে। যথা—

প্রা° ভা° আ° শ্মশ্রু > পা° মস্সু > বা° মোছ, মোচ।
,, শ্মশান > ,, মসান > ,, মশান।
,, স্নাতি > প্রা° ন্হাই > ,, নায়।
,, স্নেহ > ,, নেহহ > নায়।

মধ্য-ভারতীয় আর্য্য ভাষায় কোন কোন স্থলে আদি'ত্য' স্থানে 'চ'; 'দ্য' স্থানে 'জ' ও 'ধ্য' স্থানে 'ঝ' হইয়াছে। বাংলাতেও তদ্রূপ। প্রা° ভা° আ° দ্যূত > পা° জুত > প্রা° জুঅ > বা° জুআ। প্রা° ভা° আ° দ্যুতি > পা° জুতি > প্রা° জুই > ম° বা° ও আসামী জুই (অগ্নি অর্থে) cf. সং জ্যোতি > দ্যুতি। প্রা° ভা° ধ্যান > পা° ঝান > প্রা° ভা° ঝান। (তুং আস্কেঝানে দীঠা)।

কতিপয় স্থলে আদি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের স্থানে বিশেষ পরিবর্ত্তন সহ এক ব্যঞ্জন দেখা যায়। যথা—

প্রা° ভা° আ° ভা°	স্থামন >	ম° ভা° আ° ভা°	ধাম >	বা°	ঠাঁই।
,,	স্তম্ভ >	,,	থম্ভ >	,,	থাম।
,,	স্তর >	,,	থর >	,,	থর।
,,	স্তব্ধ >	,,	থব্ধ >	,,	ঠাণ্ডা।

প্রাচীন ভারতীয় হ্য স্থানে পালিতে 'য্‌হ', প্রাকৃতে জ্ঝ, বাঙ্গালায় ঝ হয়। এবং পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘীকরণ হয়। যথা—প্রা° ভা° বাহ্য > প্রা° বোজ্ঝ > বা° বোঝা, বোঝ।

অনাদি প্রাচীন ভারতীয় ত্য থ্য দ্য ধ্য স্থানে মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় যথাক্রমে চ্চ চ্ছ জ্জ জ্ঝ হয়; তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বস্বরে দীর্ঘতা সহ চ-ছ-জ-ঝ হইয়াছে। যথা

প্রাঃ ভাঃ	সত্য >	মঃ ভাঃ	সচ্চ >	বাং	সাচা (প্রাদেশিক)।
,,	মিথ্যা >	,,	মিচ্ছা >	,,	মিছা।
প্রাঃ ভাঃ	অদ্য >	মঃ ভাঃ	অজ্জ >	বাং	আজ।
,,	মধ্য >	,,	মজ্‌ঝ >	,,	মাঝ।
,,	সন্ধ্যঃ >	,,	সজ্জো >	,,	সাঁজো

অনাদিভূত প্রাচীন ভারতীয় স্ত, স্থ, ইত্যাদি স্থলে মধ্যভারতীয় আ° ভাষায় 'স' কারের পরবর্ত্তী স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতাসহ দ্বিত্ব হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালায় পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা সহ, ধ্বনির এই একীকরণ হইয়াছে।

প্রা° ভা° হস্ত > ম° ভা° হত্‌থ > প্রা° বা° ও ম° বা° হাথ > আ° বা° হাত

,, পুষ্করী > ,, পোক্‌খরী > ,, পোখরী > আ° বা° পুকুর

বাঙ্গালায় কতিপয় স্থলে প্রাচীন ভারতীয় অনাদিভূত র্য্য বা র্য স্থানে মাগধী প্রাকৃতে 'য্য' হয়। তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'য়' হইয়াছে।

যথা—প্রা° ভা° আর্য্যিকা > মা° প্রা° আয্যিকা, আয়্যিআ > ম° বা° আয়ি > বা° আই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কারক-বিভক্তির ইতিহাস

হিন্দ-য়ুরোপায়ণ যুগে আমরা আটটী কারক দেখিতে পাই। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদদ্বয়কে এই আটটীর মধ্যে ধরা হইয়াছে। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষাতে এই ৮টী কারক ছিল। অশোকের পরবর্ত্তী মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় সম্প্রদান ও সম্বন্ধ উভয়ই সম্বন্ধ পদ দ্বারা সূচিত হইত। (যেমন পাঃ বুদ্ধায় নমঃ না হইয়া বুদ্ধস্স নমো)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার কাল পর্য্যন্ত তিনটি বচন ছিল। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় কেবল একবচন ও বহুবচন ব্যবহৃত হইত। ভাষার বিভিন্ন স্তরে শব্দরূপে আমরা (analogous) সাদৃশ্যমূলক গঠন দেখিতে পাই। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার কাল পর্য্যন্ত কারক-গুলি সংহতিমূলক (Synthetical) ছিল। মঃ ভাঃ যুগ হইতে বিশ্লেষণমূলক হইতে আরম্ভ হয়। এই বিশ্লেষণমূলক (anlaytical) কারক পালির পরে আরম্ভ হয়। মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রভাব সংস্কৃতের উপর লক্ষিত হয়। যথা,—প্রাঃ ভাঃ মহ্যম = মহ্যম্ ; মৎকৃতে বা মমকৃতে। প্রাঃ ভাঃ আর্য্য ভাষায় করণ কারকের বিভক্তির দ্বারা করণত্ব ও সহকারত্ব উভয়ই বুঝাইত। যথা,—'তেন' ইহার অর্থ ছিল, 'তাহার দ্বারা' বা 'তাহার সহিত' ; সংস্কৃতে সহার্থ বুঝাইবার জন্য তৃতীয়ার সহিত পৃথক সহার্থ বোধক শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা,—'তেন সহ', তেন সার্দ্ধম, তেন সার্থম্, ইহাও বিশ্লেষণ-মূলক (analytical) বৌদ্ধ সংস্কৃতে সম্বন্ধ পদের স্থলে কৃত শব্দ যোগে কারক নিষ্পন্ন হইত। যথ—সঃ উদ্যানস্য আসনম স্থলে উদ্যানকৃতে আসনম্।

স' মালায়াঃ করন্তে স্থানে মাল্লাকুতে করন্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কৃতস্থানে কার্য্যও এইরূপে ব্যবহৃত হইত। ভাষা বিকাশে আমরা আরো দেখিতে পাই বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের বিভক্তিগুলি ক্রমশঃ একরূপ হইয়া যাইতেছে। এমনকি তিনটি লিঙ্গের মধ্যে কারক বিভক্তিগুলি একরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রা' ভা আ' ভাষায় অকারান্ত এবং অনুস্বারান্ত শব্দের মধ্যে যে বিভিন্ন বিভক্তি রূপ ছিল ম' ভা' আ' ভাষায় তাহা সাদৃশ্যমূলক গঠনের প্রভাবে একাকার হইয়া যায়। অপভ্রংশ যুগে বর্ণলোপ ও বিকারের ফলে এবং সাদৃশ্য-মূলক গঠন দ্বারা অনেকগুলি কারক বিভক্তি প্রায় একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য তাহার পরবর্ত্তী নব্য ভা' আ' ভাষা স্তরে কারক বিভক্তিগুলি নূতনরূপে গড়িবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে আমরা কারক অব্যয়ের (Post Position) ব্যবহার দেখিতে পাই। এস্থলে উদাহরণার্থে 'অশ্ব' শব্দের অপাদান কারকের একবচনের রূপ প্রদত্ত হইতেছে :—

হিন্দ য়ুরোপয়াণ যুগ	—	Ekūod
আর্য্য যুগ	—	অশ্বাৎ
প্রা' ভা' আ' যুগ	—	অশ্বাৎ
অশোক যুগ	—	অস্সা (অস্সা)
ম' ভা' আ' যুগ (পালি)	—	অস্সা, অস্মম্মা, অস্সম্হা
,, (প্রাকৃত)	—	অস্সা, অস্সম্হা, অস্সাহু, অস্সাউ
,, (অপভ্রংশ)	—	অস্সহুঁ
প্রাচীন বাঙ্গালা	—	ঘোড়াল্ঁ
ম' ভা'	—	ঘোড়াএ হইতে, ঘোড়াত হইতে
আ' ভা'	—	ঘোড়া হইতে, ঘোড়া থেকে

প্রথমে সংখ্যায় ও তৎপরে সর্ব্বনামে তিন লিঙ্গেই বিভক্তিরূপ প্রায় একাকার প্রাপ্ত। তৎপরে বিশেষ্য বিশেষণেও এইরূপ হইতে আরম্ভ করে।

কর্ত্তৃকারক

বিভক্তি লোপ (nil শূন্য বিভক্তি), 'এ' বিভক্তি, এবং 'তে' বিভক্তি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় লিঙ্গভেদ কর্ত্তৃকারকের একবচনে রূপভেদ ছিল। যথা—নরঃ (পুং), লতা (স্ত্রী), ধনম্ (ক্লীব)। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষায় 'অ' কারান্ত শব্দের পুঃ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়স্থানে 'এ' বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—মিগে (মৃগঃ সংস্কৃত), ধনে (সং ধনম), মাগধী প্রাকৃতে কর্ত্তৃকারকের একবচনে বিকল্পে কর্ত্তৃকারকের বিভক্তি লোপ হয়। প্রাচ্য অপভ্রংশে সাধারণতঃ বিভক্তির লোপ লক্ষিত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এরূপ। আধুনিক বাঙ্গালায় আমরা এই বিভক্তি লোপ দেখিতে পাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই বিভক্তি লোপ নিম্নলিখিতরূপে সাধিত হইয়াছে ঃ নরঃ> মাগধী প্রাঃ নলে> মাঃ অপঃ নলি> প্রাং বাঃ নল, নর। কিন্তু আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার বহু পূর্ব্বে অশোকের শিলালিপিতে কখন কখন এবং মাঃ প্রাঃ বিকল্পে এই বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই। (বররুচি ১১শ অধ্যায়, দশ সূত্র, ১১।১০)। অতএব ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ইতিহাস সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয় এই বিভক্তি লোপ সাদৃশ্যবশতঃ হইয়াছে। প্রা° ভা° আ° ভাষার ক্লিবলিঙ্গে 'অ'কারান্ত ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারকের একবচনে কোন বিভক্তি হয় না ; যেমন—বারি, মধু, ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ পালিতেও আছে। অধিকন্তু পালিতে 'অ'কারান্ত ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের রূপে ক্লীব ও পুংলিঙ্গে বিকল্পে বিভক্তি লোপ হয়। প্রা° ভা° আ° ভাষায়—পুংলিঙ্গ নরঃ হরিঃ সাধুঃ ইত্যাদি ; ক্লীবলিঙ্গ ধনম্, বারি, মধু ইত্যাদি (বিসর্গহীন)। পালি পুং নরো, অগ্নি, ভিক্খু, ইত্যাদি ; ক্লীবলিঙ্গ অকখি (অক্খিম), ধনম মধু (মধুম) ইত্যাদি। প্রথমে 'অ'কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ কর্ত্তৃকারকের একবচনে সাদৃশ্যবশতঃ বিভক্তি লোপ হয়। তৎপরে ক্লীবলিঙ্গের সাদৃশ্যবশতঃ অকারান্ত পুংলিঙ্গেও বিভক্তি লোপ হয়। যেমন—অশোকের প্রাচ্য লিপিতেও 'অ'কারান্ত ক্লীবলিঙ্গের ও পুংলিঙ্গের কর্ত্তৃকারকের একবচনে একরূপ 'এ'কারান্ত হইয়াছে।

প্রাচীন, মধ্য ও নব্য বাঙ্গালায় কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃকারকে একবচনে 'অ' কারান্ত শব্দের 'এ' কার বিভক্তি হয়। যথা প্রা° ভা° কাহ্নে গাই, বাজুলে দিল, ইত্যাদি। নব্য বাঙ্গালায় 'লোকে বলে,' 'পাগলে কিনা বলে "ছাগলে কিনা খায়' ; ইত্যাদি। এই 'এ' কার বিভক্তি অশোকের প্রাচ্যানুশাসনে এবং মাগধী প্রাকৃতে লক্ষিত হয়। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্ন লিখিত রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ—নরকঃ (নর + ক বিভক্তি স্বার্থে) > মাগঃ প্রাঃ-নলকে, নলগে, নলয়ে > মাগঃ অপঃ নলই > প্রাঃ বাঃ > নরে (অ + ই = এ) এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই যে প্রাচীন বাঙ্গালায় পদান্ত উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি নিয়ম বহির্ভূত ; অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় অ + ই = এ হয়না। কেননা প্রাচীন বাংলাতে আমরা চলই, ভনই, এইরূপ পদ প্রাপ্ত হই। (এইরূপ সন্ধি আধুনিক বাঙ্গালায় হইয়াছে বটে ; যথা—চলে ভনে।) এই প্রকার বিভক্তি তৃতীয়া বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। কাজেই এই 'এ'কারের পূর্ব্বরূপ-এঁ-। প্রাঃ ভাঃ আঃ এন > মধ্য ভাঃ-এণ > অপঃ এঁ প্রাঃ বাঃ এঁ, এ। অথবা প্রাঃ ভাঃ আর্য্য ভাষার অতীত ও ভবিষ্যত কালের কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ হইতে এই প্রকার বিভক্তি আধুনিক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান কালের কর্ত্তৃকারকে সংক্রামিত হইয়াছে। প্রাঃ ভাঃ কৃষ্ণেন দৃষ্টম্ > প্রাঃ কণহেন দিট্‌ঠ > অপঃ কণহেঁ দীঠ —প্রাঃ বাং কাহ্নে দীঠা (কাহ্নে দেখিল)। ইহার সাদৃশ্যে 'কাহ্নে গাই' < প্রাঃ ভাঃ আ° ভা° কৃষ্ণে গাতি।

মূলতঃ এই একার বিভক্তি সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় প্রযুক্ত হইত। প্রাদেশিক বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় এখনো সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তায় বিভক্তি পার্থক্য রক্ষিত আছে ; যথা—রামে খায়, কিন্তু 'রাম গেল'। ক্রিয়াবিহীন বাক্যেও (Nominal Sentence) কখনও কখনও কর্ত্তৃকারকে এই 'এ'কার বিভক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার ইতিহাস অন্যরূপ। এই 'এ'কার প্রাচ্য প্রাকৃতের বিভক্তি হইতে রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু ডাঃ চট্টোপাধ্যায় অন্ত্যস্বরের উদ্বর্ত্তন (Survival) প্রাচীন বাঙ্গালায় স্বীকার করেন না—যদিও এই উদ্বর্ত্তনের প্রমাণ আছে।

অন্ত্যস্বর রক্ষিত উদাহরণ ঃ—

প্রাঃবাঃ ও মঃবাঃ-অমৃহে(আহ্মে) < মঃভাঃআঃ(প্রা°প্র)-অমহে < প্রাঃভাঃআঃভাঃ-অস্মে।

,,	তুমহে	< ,,	তুমহে < ,,	*তুস্মে।
,,	তীনি	< ,,	তিন্নি < ,,	ত্রীনি।
,,	চারি	< ,,	*চাআরি, মঃভাঃ চত্তারি < ,,	চত্বারি।
নব্য বাঙ্গালায়	ছাতু	< ,,	*ছত্তু < ,,	শক্তু।
,,	আঁসু	< ,,	অংসু < ,,	অংশু।

ক্রিয়াবিহীন বাক্যের কর্ত্তৃপদের একবচনে 'এ'কার বিভক্তির দৃষ্টান্ত ঃ প্রাঃ বাঃ-রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে (চর্য্যা ১১ নং); ভবনির্বানে পড়হ মাদলা (চর্য্যা নং ১৯); মধ্য বাঃ—চন্দন তিলকেঁ অতি শোভিত কপালে (কৃঃ কীঃ ৫ পৃঃ); কাঠীসম বহুযুগলে (ঐ)। নব্য বাঙ্গালায় এরূপস্থলে 'এ'কার বিভক্তি হয় না।

কর্ম্মকারক

প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকারকে বিভক্তি লোপ কিংবা 'এ'কার বিভক্তি হয়। 'কে' এবং 'রে' বিভক্তি সম্প্রদান হইতে কর্ম্মকারকে সংক্রামিত হইয়াছে। নব্য বাঙ্গালাতেও আমরা সাধারণতঃ দেবতা বা মনুষ্যবাচক শব্দের কর্ম্মকারকে -কে'-বা-রে' বিভক্তি প্রয়োগ দেখি। যথা, চাঁদ দেখ, গোয়ালা গরু পোষে, দুধ খাও; কিন্তু শ্যামকে দেখ, যদুকে মার, খোদাকে ডাক। নব্য বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকে রে বিভক্তি কেবল প্রাদেশিক বা গদ্যের ভাষায় প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম্ম মনুষ্যবাচক হইলেও বিভক্তি শূন্য হইত। যথা, গুরু পুচ্ছিঅ জান। কর্ম্মকারকের একবচনে বিভক্তির লোপ ক্লীবলিঙ্গের কর্ত্তার সাদৃশ্যে হইয়াছে। যথা—প্রাঃ ভাঃ আ° ভা° ফলম্ পততি > প্রা° ফলম্ পড়ই, এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। প্রাঃ বাঃ 'ফল পড়ই' হইল; তখন সঙ্গে

সঙ্গে প্রাঃ ভাঃ ফলং দেহি > মঃ ভাঃ ফলং দেহি > প্রাঃ বাঃ ফল দেহি, এইরূপ ব্যবহার হইতে লাগিল। কর্ম্মে বিভক্তির লোপ আমরা অপভ্রংশেও দেখিতে পাই। কর্ত্তায় বিভক্তির লোপ পূর্ব্বস্তরেই সাধিত হইয়াছিল। তাহার সাদৃশ্যে কর্ম্মে বিভক্তির লোপ হয়। এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃ কর্ম্মে 'এ'কার বিভক্তি হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহাদের অন্য ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন—

প্রাঃ ভাঃ পুত্রম্ > মঃ ভাঃ পুত্তং > অপঃ পুত্তঁ > প্রাঃ বাঃ পূত > নব্য বাং পুত।
" পুত্রাধি > " পুত্তাহি > পুত্তই > " পুত্তে > " পুতে।

তাহার মতে অধিকরণে 'এ' বিভক্তি এবং কর্ম্মকারকের 'এ'কার বিভক্তি অভিন্ন।

করণ কারক

করণকারকের দুইটি বিভক্তি আধুনিক 'এ', 'তে'। হিন্দ-য়ুরোপীয় ভাষায় করণকারকে 'অ' কারান্ত শব্দের একবচনের বিভক্তি বিশেষ্যে 'আ'কার এবং সর্ব্বনামে 'এন' ছিল। আর্য্য ভাষায় সর্ব্বনামের বিভক্তি বিশেষ্যে সংক্রামিত হয়। এই 'এন' অপভ্রংশে 'এঁ'রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই '-এঁ-' 'এঁ' রূপেই রক্ষিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাতেও আমরা এইরূপ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'এঁ' দেখিতে পাই। চন্দ্রবিন্দু লোপে বাঙ্গালায় 'এ' বিভক্তি হইয়াছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক তিন যুগেই এই 'এ' বিভক্তি দেখা যায়। কিন্তু -ই-, -উ-কারান্ত শব্দের পর আধুনিক বাঙ্গালায় 'এ'কারের পরিবর্ত্তে 'তে' বিভক্তি হয়। যথা— ছুরিতে হাত কাটে, চাকুতে কলম কাটা হয়। এই 'তে' বিভক্তি অধিকরণ হইতে করণে সংক্রামিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় এবং কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষায় করণে 'তে' বিভক্তি অজ্ঞাত তুং 'স্তুতীঞ তুষিল হরি জলের ভিতরে'। করণ কারক হইতে এই 'তে' বিভক্তি কর্ত্তায় সংক্রামিত হয়, যথা—গরুতে ঘাস খায়।

সম্প্রদান

মধ্য ভা° আ° ভাষায় সম্প্রদান কারকের বিভক্তি স্থলে সম্বন্ধের বিভক্তি প্রযুক্ত হইত। যথা—প্রা° ভা° বুদ্ধায়>ম° ভা° বুদ্ধস্স=সং বুদ্ধস্য, কিন্তু অশোকের অনুশাসন লিপিতে সম্প্রদানের বিভক্তি রক্ষিত হইয়াছে। যদিও বহুবচনের বিভক্তি করণ কারকের 'এহি' হইতে অভিন্ন। বাঙ্গালার সম্প্রদানের বিভক্তিও মূলে সম্বন্ধের বিভক্তি হইতে অভিন্ন ছিল। প্রা° বা° সম্বন্ধের বিভক্তি ছিল -ক- এবং -এর-। সম্প্রদানের বিভক্তি ছিল 'ক', 'এরে' ও 'এরেঁ'। সম্প্রদান হইতে বিভক্তি কর্ম্মে সংক্রামিত হয়। প্রা° বাঙ্গালায় দেবতা ও মনুষ্য বাচক শব্দের কর্ম্মে বিভক্তি যোগ ইচ্ছাধীন ছিল। যথা—গুরু পুচ্ছিঅ জান (১নং চর্য্যা), তো পুছমি (১০ নং চর্য্যায় লিখিত পুচ্ছমি), মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা (১২নং চর্য্যা), আঠক মারি (১৩ নং চর্য্যা), করিনীরে রিষঅ'—'কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু' কীসে (৬নং চর্য্যা)। পূর্ব্ব প্রাকৃতের নিয়মানুযায়ী অন্ত্য 'আ'কার স্থানে বিকল্পে 'এ'কার হয়। এই জন্য কর্ত্তায় আমরা অকারান্ত শব্দের 'অ, এবং 'এ' দুই বিভক্তিই দেখিয়াছি। এই কারণে সম্বন্ধে 'ক' এবং 'কে', 'এর' এবং 'এরে' এরূপ যুগ্ম বিভক্তি প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষিত হয়। সম্বন্ধের ন্যায় সম্প্রদানে এবং কর্ম্মেও এইরূপ যুগ্ম বিভক্তি ছিল। এমন কি মধ্য বাঙ্গালায় কর্ম্মে ও সম্প্রদানে 'ক' এবং 'কে' এই যুগ্ম বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাষার ক্রমবিকাশে বিশেষীকরণ নিয়ম (Law of specialisation) দ্বারা 'ক', 'এর' কেবল সম্বন্ধের এবং 'কে' 'এরে', কেবল সম্প্রদানে ও কর্ম্ম-কারকের বিশেষ বিভক্তিরূপে চিহ্নিত হয়। আমরা সম্বন্ধ পদে এই 'ক' এবং 'এর' বিভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যাকরণের জন্য কেহ কেহ সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না; কিন্তু কারকের সংজ্ঞা অনুযায়ী সম্প্রদান কারকে বিভক্তি পৃথক না হইলেও, অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃতে করণ সম্প্রদান

ও অপাদানের দ্বিবচনেও একই বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃতে 'অ'কারান্ত শব্দ ভিন্ন সর্ব্বত্র অপাদান ও সম্বন্ধের এক বচনের বিভক্তি অভিন্ন। তথাপি ইহাদিগকে পৃথক কারক স্বীকার করা হইয়াছে। তদধিকন্তু মধ্য বাঙ্গালায় নিম্নলিখিতরূপ বাক্যে সম্প্রদান কারক স্বীকার না করিলে চলে না। যথা—

(১) ..মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তায় (শ্রীকৃঃ কীঃ)

(২) ডালি ভরায়াঁ ফুল পানে। তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে ॥ (ঐ)

(৩) কীসক যৌবন রাধা করহ নিষ্ফল (ঐ)

(৪) দেহে বৈরী হৈল মোকে এ রূপ যৌবন (ঐ)

আধুনিক বাঙ্গালায়ও সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকের মধ্যে বিভক্তি বিষয়ে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। কর্ম্মকারকে কোন কোন স্থলে বিভক্তি লোপ হয়। কিন্তু সম্প্রদানে কখনই বিভক্তি লোপ হয় না।

অপাদান

আধুনিক বাঙ্গালায় অপাদান কারকের কোন বিভক্তি নাই। 'হইতে', 'থেকে', 'চেয়ে' প্রভৃতি কারক অব্যয় যোগে অপাদান কারক নিষ্পন্ন হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 'ত' বিভক্তি ছিল। প্রাঃ বাঙ্গালায় 'হু', 'ত' এই বিভক্তিদ্বয় ছিল। মধ্য বাঙ্গালায় 'হৈতে', 'হৈতেঁ', কারক অব্যয়ের পূর্ব্বে শব্দে অধিকরণের বিভক্তি যুক্ত হইত ; যথা— ঘরে হৈতে, ঘরত হৈতে। অপভ্রংশে অপাদানের বিভক্তি ছিল 'হু', যথা—ফলহু, ঘরহু ; প্রাচীন বাঙ্গালাতেও এই বিভক্তি লক্ষিত হয়। যথা—'রঅনহু সহজে কহেই' (চর্য্যাপদ) ; 'খেলহু জোইনা লেপ ন জাই' (৪নং চর্য্যা)। মধ্যবাঙ্গালায় পঞ্চমীর বিভক্তি 'ত' দৃষ্ট হয়। যথা, 'মা ও বাপত বড় গুরুজন নাহী', 'আহ্মাতে অধিক কোন দেব আছে।' কোন কোন স্থলে মধ্য বাঙ্গালায় 'তে' বিভক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'জলতে উঠিল রাধা আধ করি তলে।' মধ্য বাঙ্গালা যুগ হইতে কারক অব্যয় 'হইতে' অপাদানের জন্য গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও ইহার মূল অর্থের স্মৃতি জাগরূগ ছিল। এইজন্য 'ঘর হইতে,' 'বনে হইতে' ইত্যাদি

রূপী পদে প্রযুক্ত হইত। ক্রমশঃ 'থেকে'>'থাকিয়া' কারক অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার প্রয়োগ নাই। অপেক্ষার্থে 'চাহিয়া' 'দেখিয়া' কারক অব্যয় মধ্য বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত। যথা—আহ্মাকে দেখিআঁ তোহ্মে অধিক রূপসী। আধুনিক বাঙ্গালায় 'হইতে' 'থেকে' কারক অব্যয় রূপে অপাদান কারক সাধিত হয়। অপেক্ষার্থে 'চেয়ে' <'চাহিয়া কারক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। আমরা অপাদান কারকের বিশ্লেষণের (analysis) প্রভাব দেখাইতেছি। হুঁ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারেঃ বনহুঁ<*বনমহুঁ<প্রাঃ *বনম্হ>পাঃ বনম্হা<*বনস্মাৎ=সং বণাৎ। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপভ্রংশের অপাদান বিভক্তি -হুঁ-, -হু- নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেঃ সঃ বনতঃ>প্রাঃ বনদো, বনউ>অপঃ বনহু, বনহুঁ। অধিকরণে বনহি, বনহিঁ সাদৃশ্যে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় অপাদানের ব্যুৎপত্তিকে অস্পষ্ট (obscure) মনে করেন।

সম্বন্ধ

মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষায় (পালির পরে) প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার সম্বন্ধের বিভক্তি স্থানে বিশ্লেষণমূলক 'কৃত' ব্যবহৃত হইত। যথা—প্রাঃ ভাঃ উদ্যানস্য আসনম্ স্থানে উদ্যানকৃত আসনম্। মালায়াঃ করন্তে স্থানে মালাকৃত করন্তে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কৃতের বিকল্পরূপ কার্য্য এরূপস্থলে ব্যবহৃত হইত। নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষা সমূহের সম্বন্ধের বিভক্তি এই 'কৃত' কার্য্য রূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাঃ কের (কয়ির<কার্য্য) ও কেরক (কের+ক) বিভক্তি লক্ষিত হয়। প্রাঃ বাঙ্গালায় সম্বন্ধের চিহ্ন 'এর' 'র' এই 'কের' বিভক্তি হইতে আগত। দুইস্বর সন্নিবেশের (Hiatus) ফলে দ্বিতীয় স্বরের লোপে 'র' বিভক্তি হয়। প্রাঃ বাঙ্গালায় ডোম্বিএর মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় ডুম্বীর। প্রাঃ বাঃ মুসার বা মূসাএর (মূষিকের) এই দুই রূপই দেখা যায়।

পূর্ব্বে যে কৃত, কার্য্য যুক্ত সম্বন্ধ পদের কথা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইত। যথা—(উদ্যান কৃত; অসনম্) এই জন্য ভারতীয় আর্য্যভাষার প্রাচীন রূপে সম্বন্ধ পদ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইত। এই নিমিত্ত বিশেষণের ন্যায় তাহাতেও বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হইত। আধুনিক বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, ও আসামীতে এইরূপ প্রয়োগ না থাকিলেও বৌদ্ধগানে সম্বন্ধ পদে স্ত্রীপ্রত্যয় দৃষ্ট হয়। যথা—তোহোরি কুড়িয়া, হাড়েরি মালী, কাহেরী নাবে। [প্রাঃ বাঙ্গালায় বিশেষ্যের ব্যাকরণগত (grammatical gender) লিঙ্গ ছিল। এই জন্য কুড়িয়া, মালী, ও নাব স্ত্রীলিঙ্গ]। আধুনিক আর্য্যভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভিন্ন অন্যান্য গোষ্ঠীতে এখনো সম্বন্ধ পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—(হিন্দী) মেরী মা, মেরা বাপ, তেরা কাপড়া, তেরা চাদর ইত্যাদি। প্রাঃ বাঙ্গালায় ষষ্ঠীর বিভক্তিরূপে 'ক' দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে (যদিও বিরল)। এই 'ক' বিভক্তি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন: ক<কঅ<কৃত। বাঙ্গালা, অসামী, উড়িয়া সম্বন্ধ পদের 'ক' বিভক্তি হইতে সম্প্রদানের ও কর্ম্মের বিভক্তি আগত। যথা—উড়িয়া 'কু' বাঙ্গালায় 'কে' (প্রাদেশিক, উত্তরবঙ্গে 'ক') আসামী 'ক'। সম্বন্ধ পদ হইতে সম্প্রদান ও কর্ম্মকে পৃথক করিবার জন্য সম্বন্ধ পদের 'ক' বিভক্তি ক্রমশঃ ব্যবহৃত হইতে হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচ্য ভাষা গোষ্ঠীর নিয়মানুসারে অন্ত্য 'অ' স্থানে 'এ' হইয়াছে। সম্বন্ধের বিভক্তি 'এর' 'র' 'ক' স্থানে বিকল্প 'এরে' 'রে', 'কে' হইত। মধ্য বাঙ্গালায় সম্প্রদান ও কর্ম্মে 'ক', 'কে' বিকল্পে রক্ষিত হয়। মধ্য বাঙ্গালায় সম্বন্ধ পদে 'এরে' 'রে' কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদান ও কর্ম্মের 'এর' 'র' বিভক্তি কদাচিত দৃষ্ট হয়। আধুনিক কথ্য ভাষায় ইহা ব্যবহৃত হয়। যথা—আমাদের বাড়ী আমাদের দাও। ডঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন প্রাঃ বাঙ্গালায় সম্বন্ধের অন্যতর বিভক্তি 'আ' ছিল। এই 'আ'<আহ্<অসস্ বা অশ্শ (mg. pkt)<অস্য। যথা, প্রাঃ বাঙ্গালায় মূঢ়া<মূঢ়াহ্<মূঢ়শ্শ

<মূঢ়স্য, কিন্তু মূঢ়া<মূঢ়াহ অসম্ভব ; কারণ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হ' লোপের নিয়ম নাই। অতএব ' 'মূঢ়াহি' অহি ন পইসই ' ইত্যাদি পদে 'মূঢ়া' ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের প্রথম পদরূপে গণ্য হওয়া উচিত। এইরূপ 'হরিণা হরিণীর নিলয় ন জানী', এখানে হরিণা দ্বন্দ্ব সমাসের প্রথম পদ। মূঢ়া হরিণা ইত্যাদি পদের আকার স্বার্থে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় 'ক' বিভক্তি মূলে কৃত হইতে আগত স্বীকার করিয়াও ইহার আর একটী ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি মনে করেন ইহা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইতে ব্যুৎপন্ন। তিনি ইহাকে অধিক সঙ্গত মনে করেন। তাঁহার মতে 'ক' বিভক্তি 'কৃত' হইতে ব্যুৎপন্ন হইবার বাধা এই যে শব্দের সহিত যুক্ত হইলে 'ক' লোপ হওয়াই নিয়ম ছিল। যেমন কার্য্য হইতে 'ক' লোপ হইয়া ক্রমশঃ 'এর' হইয়াছে। তাঁহার আপত্তি খণ্ডনের জন্য বলা যাইতে পারে যে, 'ক-লোপ' আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীর মূল ভাষায় হয় নাই। কেননা বিহারী ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তির 'কের' 'কর' এবং উড়িয়ার 'কর' বিভক্তি রক্ষিত আছে। যথা—উড়িয়া—তাহাকর, মৈথিলী—তাহাকর, প্রাচ্যহিন্দী—জীবহ্নিকের। এমনকি মধ্য-বাঙ্গালায়ও এই 'কে'র বিভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—নদীকের বান (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন), 'কর' বিভক্তির বিকৃতিতে পূর্ব্ববাঙ্গালার 'গোর' বিভক্তি হইয়াছে। অধিকন্তু স্বার্থে 'ক' সম্বন্ধের অর্থ সূচনা করিতে পারেনা এবং ইহার কোন প্রমাণও নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদান ও কর্ম্মের 'কে' বিভক্তির সম্বন্ধে বলেন, ইহা মূলে 'ক' বিভক্তির সহিত অধিকরণের 'এ' বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন। অন্যত্র তিনি বলেন. 'কে' বিভক্তি মূলে 'কৃত' কিংবা 'কথ' শব্দের অধিকরণের পদ হইতে ব্যুৎপন্ন। সম্প্রদান ও কর্ম্মের 'রে' 'এরে' বিভক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে সম্বন্ধপদের 'র' এবং 'এর' বিভক্তির সহিত অধিকরণের 'হি', 'হিঁ' বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এর+হি>এরই>এরে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হ' লোপ না থাকায় এরূপ ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত, অধিকন্তু সম্প্রদান ও কর্ম্ম বুঝাইতে কোন সম্বন্ধের বিভক্তির সহিত অধিকরণের বিভক্তি যোগ হইবে তাহার কোন কারণ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা বলা হইল তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে

হইবে যে আদৌ সম্প্রদান ও সম্বন্ধের বিভক্তি একই ছিল। পরে সম্প্রদান হইতে কর্ম্মে, বিশেষতঃ দেবতা ও মনুষ্যবাচক শব্দে সম্প্রদানের বিভক্তি সংক্রামিত হয়। তখন সম্বন্ধ, সম্প্রদান ও কর্ম্ম তিনেরই বিভক্তি এক হইয়া যায়। তৎপরে সম্বন্ধের বিভক্তি একদিকে ও কর্ম্ম সম্প্রদানের বিভক্তি অন্য দিকে বিভিন্নরূপে প্রযুক্ত হয়। এখন হইতে কর্ম্ম সম্প্রদানের বিভক্তি 'এর' 'র' এবং 'ক' রূপে দৃষ্ট হয়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এই 'ক' বিশিষ্ট বিভক্তি কর্ম্ম ও সম্প্রদানে প্রযুক্ত হইতে থাকে। আসাম পর্য্যন্ত এইরূপ; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে 'এরে' 'রে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। মোট কথা কর্ম্ম ও সম্প্রদানের জন্য কোন কোন স্থানে কেবল একটি মাত্র 'র' এবং কোন কোন স্থানে একটীমাত্র 'ক' বিশিষ্ট বিভক্তি বর্ত্তমান থাকে। সম্বন্ধ পদে 'ক' বিভক্তি মধ্যবাঙ্গালায় প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ইহা অদৃশ্য হইয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গালার 'গো' বিভক্তি এই 'ক' হইতে আসিয়াছে। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হইতে কর্ম্ম-সম্প্রদানের বিভক্তি পৃথক করিবার জন্য সম্বন্ধ বিভক্তিতে অন্ত্য 'এ' লোপ হয়। এবং কর্ম্ম-সম্প্রদানের বিভক্তিতে কেবলমাত্র অন্ত্য 'এ' কার থাকে।

১। ষষ্ঠী বিভক্তি, এর, র, ক। এরে, রে, কে।

২। ষষ্ঠী চতুর্থী, ঐ

৩। ষষ্ঠী চতুর্থী, দ্বিতীয়া ঐ

৪। ষষ্ঠী এর, র, ক ২'৪ এরে, রে, কে।

৫। এর, র ২।৪ ঐ ২।৪ এরে,-রে, কে।

অধিকরণ

প্রাচীন বাঙ্গালায় অধিকরণ কারকের বিভক্তি 'এ' 'ই' 'ত' কিংবা 'হি' দৃষ্ট হয়। মধ্য বাঙ্গালায় 'এ' 'এত' 'ত' 'তে' ছিল। আধুনিক বাঙ্গালায় 'এ' 'তে' এবং 'এতে' বিভক্তি সমূহ দেখা যায়। 'হি' বিভক্তি অপভ্রংশেও বর্ত্তমান আছে।

ইহা প্রাচ্য অপভ্রংশের বিশেষ লক্ষণ। অশোকের প্রাচ্যলিপির সি (=সিস) হইতে ইহা ব্যুৎপন্ন। এই 'সি' 'স্মিন' হইতে আগত। যথা—প্রা° বা° বনহি <অপ° বনহি <অশোকলিপি বনসি (=বনসিস) <পা° বনস্মি <বনস্মিন। কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই 'হি' বিভক্তির জন্য ভাষাতত্ত্ব মন্থন করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন (১)এই 'হি' বিভক্তি প্রা° ভা° আ° ভাষার 'ধি' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহার প্রমাণে তিনি পালির 'ধি' ও গ্রীকের thi বিভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। (২) তিনি আবার অনুমান করেন যে এই হি বিভক্তি প্রা° ভা° আ° ভা° 'ভি' বা ভিস হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রমাণে তিনি হোমারের phi এবং phin বিভক্তির এবং ল্যাটিনের bi (bibi শব্দের) বিভক্তির ও আর্ম্মেনীয় ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) তিনি আবার ইহাও মনে করেন যে 'হি' বিভক্তি মূলতঃ 'স্মিন' হইতে আসিয়াছে। আমরা তাঁহার এই তৃতীয় মত গ্রহণীয় মনে করি। তাহার প্রথম দুই মতের প্রমাণ সন্তোষজনক নয়। 'স' স্থানে 'হ' হইবার প্রমাণ মধ্য ভারতীয় ভাষায় বিক্ষিপ্ত (sporadically) ভাবে পাওয়া যায়। (তুং মাগধী ধনহি <ধনশ্‌শ <ধনস্য)। অধিকরণের 'এ' বিভক্তি সম্পর্কে আমাদের মত এইযে, ইহা প্রা° ভা° আ° ভা° হইতে রক্ষিত (servival)। কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইহা 'হি' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। যথা, বন<বনই <বনহি। কিন্তু প্রাঃ বাঙ্গালায় 'হ' লুপ্ত না হওয়ায়* বনই পদ হইতে পারে না। অধিকন্তু অন্ত্য অ+ই=এ প্রাচীন বাঙ্গালায় হয় না। এইজন্য তাঁহার ব্যুৎপত্তি গ্রহণীয় নয়। অবশ্য প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ই' বিভক্তি প্রাচীন 'এ' বিভক্তি হইতে আগত। e. g. আমহি <আম্হে।

অতঃপর আমরা 'ত' বিভক্তির বিষয় আলোচনা করিব। অধিকরণে 'ত' বিভক্তি কেবলমাত্র বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় দেখা যায়। উড়িয়া ও বিহারীতে এই বিভক্তির অভাব দেখিয়া আমরা স্থির করিতে পারি যে ইহা প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে ছিল না। এই 'ত' আসিল কোথা হইতে? ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহাকে 'অন্ত' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন। যথা সম্ভবতঃ

মাঙ্গত<মাঙ্গত<মাঙ্গবঁত<মাঙ্গঅন্ত<মার্গঅন্তঃ। এই ব্যুৎপত্তি আমাদের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। যদি মূলে আর্য্যভাষা হইত এই 'ত' বিভক্তি ব্যুৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপে হওয়া সম্ভব। যথা, বনত্র>বনত্ত>বনত>[-ত্র>-ত্ত>-ত]। পালি ও প্রাকৃতে -ত্র<থ. কিন্তু অশোকের প্রাচ্য লিপিতে -ত্র>ত্ত, অবশ্য লিখিত পা°, প্রা° ও অপভ্রংশে এই 'ত' বিভক্তি দৃষ্ট হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই 'ত' বিভক্তি মুণ্ডা ভাষায় দৃষ্ট হয়। প্রশ্ন এই যে মুণ্ডাভাষা ইহা বাঙ্গালা হইতে লইয়াছে না বাঙ্গালা মুণ্ডা হইতে লইয়াছে? তবে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় বিভক্তি চিহ্ন গ্রহণ অত্যন্ত বিরল। এই 'ত' বিভক্তি হইতে প্রাচ্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্ত্য 'ত্য' স্থানে -এ-কারের নিয়মানুসারে আধুনিক 'তে' বিভক্তি আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ত' ও 'তে' উভয় বিভক্তিই দেখা যায়। উত্তর বঙ্গ ও চট্টগ্রামের বুলিতে (dialect) আসামী ভাষায় 'ত' আছে (তে নহে)।

আধুনিক বাঙ্গালায় -ই-এবং-উ- কারান্ত শব্দের করণ কারকেও 'তে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা, ছুরিতে কাটা যায়, চাকুতে কাটা যায়। ইহা অধিকরণে 'তে' বিভক্তির সাদৃশ্যে আসিয়াছে। শ্রী° কৃ° কী° কোন স্থানে করণে 'ত' এবং 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ নাই। বর্ত্তমানে কোন কোন প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষায় এখনও শ্রী° কৃ° কী° অনুরূপ প্রয়োগ আছে। যথা—ছুরিয়ে, চাকুয়ে (স্তুতিএ°) অধিকরণের 'এতে' 'এত' বিভক্তি বাস্তবিক 'এ' কার এবং 'ত' বা 'তে' এই দুই বিভক্তি যোগে উৎপন্ন। তুং—'আমাদেরকে' 'ঘরের থেকে'।

বহুবচনের কারক

কর্ত্তৃকারক

কর্ত্তৃকারকে বহুবচনের বিভক্তি 'এরা' 'রা'। এই দুই বিভক্তির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে, স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া

ডঃ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধ পদের সহিত 'আ' বিভক্তি যোগে বহুবচনের পদ বুৎপন্ন করেন। যথা--আমরা=আমার+আ। তাঁহাদের মতে এই সম্বন্ধ পদের পর সং 'সকল' এইরূপ অর্থবোধক পদ উহ্য আছে। আমার সব>আমরা সব>আমরা। মধ্য বাঙ্গালায় আহ্মরা সব>আহ্মারা সব>আহ্মারা>আমরা।

শ্রী° কৃ° কী° তে 'তোহ্মারা' 'আহ্মারা' প্রয়োগ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বহুবচনে 'রা' বিভক্তি নাই। এই 'রা' যুক্ত বহুবচন বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব। আসামী,' 'মৈথিলী' ওড়িয়া, কোন ভাষাতেই ইহা দৃষ্ট হয় না। এই বিভক্তি যে আধুনিক তাহা নিঃসন্দেহ। পূরবী হিন্দীর 'লোগ' আসামীর 'লোক' উড়িয়ার মানে<মানব প্রভৃতি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি প্রা° ভা° আ° ভা° (সংস্কৃত) 'লোক' শব্দ হইতে বা তদর্থবাচক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ দ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রাচ্য প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে ছিল।

বৌদ্ধগানে 'তুহ্মে লোঅ' প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধগানে 'লোঅ' প্রয়োগ আরও দেখা যায়, যথা—পারগামি লোঅ (৫নং চর্য্যা), বিহুজন লোঅ (১৮নং চর্য্যা)। বাঙ্গালা 'রা' বিভক্তির অন্য একটি সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি এই—রা<লা<লোআ< লোকাঃ। বাঙ্গালার কয়েকটি উপভাষায় 'লা' বিভক্তি দৃষ্ট হয়। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি 'হিলা' 'ইলা' (ইহারা), ঐলা (উহারা), জেইলা (যাহারা), চাকরিয়ালা (চাকরেরা)। হাইজং উপভাষায় আমলা, তুমলা (তোমরা), অমলা (উহারা) শ্রীপুরিয়া, পূর্ণিয়া উপভাষায় বাপলা (বাপেরা) বেটিলা (বেটিরা)। আসামী ভাষায় তোমালাক, তোমলোক। 'ল' স্থানে 'র' মধ্য বাঙ্গালা হইতে দেখা যায়। ফরাসী (anglaise) হইতে ইংরেজ। মধ্য বাঙ্গালা নেহাল>আ° বা° নেহার। প্রা° ভা° আ° ভা° লসুন>বাঙ্গালা রসুন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে 'ল' এবং 'র' এর মিল বহুস্থানে আছে। "নীল জলদ সম কুন্তল ভারা। বেকত বিজুরী শোভে চম্পক মালা ॥ তুং 'র' 'লু'য়েরোভেদঃ।

তামিল ভাষার 'অর' হইতে 'রা' আসিতে পারেনা। তাহা হইলে বাঙ্গালা ভিন্ন তাহার সহোদরা অন্য ভাষাতেও ইহা দৃষ্ট হইত, বিশেষতঃ উড়িয়ায়

দৃষ্ট হইত। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা মধ্য যুগের বা তাহার পরবর্ত্তী সময়ের বিভক্তি।

বহুবচনের অন্য বিভক্তি গুলা, গুলি। আদরে গুলি এবং অনাদরে গুলা ব্যবহৃত হয়। গুলা<সং কুল হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ইহা মধ্য যুগের শেষ সময়ের বিভক্তি। শ্রী° কৃ° কী° তে 'গুলা' 'গুলি' পাওয়া যায় না। 'কুল' পাওয়া যায়। যথা—শতেক ব্রাহ্মণে মারিল গোকুল (গরু সমূহ)। "গোপীকুলের (গোপীগণের) তোহ্মো কৈলে অপমানে। 'গণ' শব্দের দ্বারা বহুবচন সংস্কৃতের প্রভাবে হয়। রাজা θ সকল যেরূপ সেরূপ রাজাগণ; রাজগণ সংস্কৃত, বাঙ্গালা নয়। তামিল ভাষার 'গল' হইতে 'গুলা' গুলির উৎপত্তি অসম্ভব, কারণ 'আ' কারের এই বিভক্তিগুলি আধুনিক।

কর্ম্মকারক

কর্ম্মকারকের বহুবচনের বিভক্তি 'দিগকে' সম্বন্ধে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন ইহা মূলে 'আদিক' শব্দের সহিত 'কে' বিভক্তি যোগে সাধিত হইয়াছে। এই বিভক্তি সম্বন্ধের বহুবচনের বিভক্তি 'দিগের' 'দের' সহিত ব্যুৎপত্তি হিসাবে একরূপ। অর্থাৎ মূলে আদিক শব্দের সহিত সম্বন্ধের 'কের' যোগে 'দিগের' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সম্বন্ধের বহুবচনের 'দের' বিভক্তি মূলে 'আদি' শব্দের সহিত সম্বন্ধের 'এর' যোগে নিষ্পন্ন। মানুষাদি> *মানুষাইদ> +এর>*মানুষাইদের>মানুষেদের>*মানুষদের।

কর্ম্মসম্প্রদানের 'দিগকে' এবং সম্বন্ধের 'দিগের', 'দের' বিভক্তিগুলি বাঙ্গালার অনেকগুলি উপভাষায় নাই। শ্রী° কৃ° কী° θ তেও ইহাদিগের অভাব। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে 'দের' বিভক্তি দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের বিভাষায় সম্প্রদান ও সম্বন্ধের বহুবচনের বিভক্তি 'গো'; 'গোর' ইহার সহিত উড়িয়া ভাষার 'ক' 'কর' বিভক্তির তুলনা করা যাইতে পারে। যথা :—উড়িয়া পুরুষঙ্ক, পুরুষঙ্কর (পুরুষদিগের)। পূর্ব্ববঙ্গ—পুরুষগোর,

পুরুষগো। আমরা দিগের, দের ও গোর বিভক্তিগুলি উৎপত্তি একই প্রকারের মনে করি। তেষাং কার্য্য>* তাহানকের> তাহাঙ্কর (উড়িয়া)। *তাহানকের> *তাহানএর>* তাহানের>* তাহান্দের>* তাহাঁদের>* তাঁহাদের (বাংলা)। তাহানকর>* তাহাঙ্কর>* তাহাঙ্গর>* তাঙ্গর> তাগোর। তোষংকৃত> *তাহানকঅ>* তাহাঙ্ক (উড়িয়া) তাহাঙ্গ>* তাঙ্গ> তাগো।
তেষাংকার্য্যাং> তাহাহ্নিকের> তাহান্দিকের> তাহান্দিগের> তাহাঁদিগের> তাঁহাদিগের।

প্রাকৃত 'কেরক', 'কেরঅ' সম্বন্ধের সহিত ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বী প্রাকৃতে ইহার একটি রূপভেদ 'করঅ' হইয়াছিল। ইহা ভাষা প্রমাণে আমরা স্থির করিতে পারি। সুতরাং আমরা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিতে পারি না। শ্রী° কৃ° কী° দিগকে, দিগের, দের, বিভক্তি সমূহের অভাব দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তের ভাষায় মধ্যযুগের আদিতে এই বিভক্তি ছিল না। এই বিভক্তিগুলি মধ্য বাঙ্গালার শেষ সময়ে ভাষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিলে কথ্য ভাষায় তাহাদের অস্তিত্ব থাকিত না। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে উড়িয়া-মৈথিলী, বাঙ্গালা এবং পূরবী হিন্দীর সম্বন্ধপদের বহুবচনের বিভক্তির ব্যুৎপত্তির মূল ইতিহাস একই বলিয়া মনে হয়।

আসামী ভাষায় বহুবচনের 'বিলাক'। ইহা গারো ভাষায় 'পিলাক' হইতেগৃহীত। আসামের আর একটি বহুবচনের বিভক্তি 'হঁত'। ইহা নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন। সমস্ত> ম° ভা° সমথ> অপ° সবঁথ> সোঁথ>" হোঁথ>" হোঁত> হঁত।

আসামীর আর একটি বিভক্তি "বোর'। ইহার ব্যুৎপত্তি সন্তোষজনক ভাবে নির্ণীত হয় নাই।

সর্ব্বনাম

(দ্বিবচন লোপ)

সর্ব্বনাম পদের দ্বিবচন প্রা° ভা° আ° ভাষার পরের যুগে লোপ পায়। গৌরবার্থে উত্তম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষে বহুবচন একবচনের স্থলে ব্যবহৃত

হইতে থাকে। প্রা° বা°র ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তীস্তরে আদি বাঙ্গালায় (proto Bengali) কর্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য ভেদে সর্ব্বনামের দুইটি রূপভেদ দেখা গিয়াছে ; যথা—

	একবচন		বহুবচন	
	কর্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য
উত্তম পুরুষ	হউঁ	মই	আম্হে	আমহেহিঁ
মধ্যম পুরুষ	তো	তই	তুম্হে	তুমহেহিঁ
প্রথম পুরুষ	সো	সেঁ	তে	তেহিঁ (তানহি)

কর্ম্মবাচ্যের রূপগুলি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হইত। কেননা এইগুলি মূলতঃ কর্ম্মবাচ্য ছিল। প্রা° বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপে এইরূপ প্রয়োগ ছিল। যথা—সো করই, সে করিব, কএল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় এই কর্তৃবাচ্য ভেদ ও কর্ম্মবাচ্য ভেদ কেবলমাত্র উত্তমপুরুষে রক্ষিত হইয়াছে। যথা—চর্যাপদে 'তুইলো ডোম্বী হাঁউকপালী।' 'সপনে মই দেখিল তিহুবন শূন।' এক বচনে উত্তম পুরুষ ভিন্ন অন্যত্র কর্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই। বহুবচনে কর্তৃবাচ্যের রূপ কর্ম্মবাচ্যের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুবচনের কর্ম্মবাচ্যের রূপগুলি ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যথা—আহ্মে (আম্হে) ঝানে দিঠা (১নং চর্য্যা) (আম্হেহি <অস্মাভিঃ হওয়া উচিত ছিল।) আহ্মে (আম্হে) ন জানহুঁ। এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে কর্ম্মবাচ্যের রূপগুলি বস্তুতঃ তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত। মধ্য বাঙ্গালায় একবচনে কর্ম্মবাচ্যের রূপগুলি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। যথা—মই, তই, সে। কর্তৃবাচ্যের রূপগুলি লুপ্ত হইয়াছে।

বহুবচনে প্রা° বাঙ্গালার যুগ হইতে কর্তৃবাচ্যের রূপগুলি বর্ত্তমান আছে। যথা. আমহে, তুমহে, তে। বহুবচনে কর্ম্মবাচ্যের রূপের কোনও চিহ্ন নাই। শ্রী° কৃ° কী° তে মধ্যম পুরুষের রূপ একবচনে তো, তোঁ তোএঁ, তোঞেঁ, তোঞি, তোঞে ইত্যাদি। তো তোঁ কর্তৃবাচ্যের রূপ। ইহারা আদি মধ্য

যুগের পরবর্ত্তী সময়ে লোপ পায়। উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষের বহুবচন গৌরবে একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকায় বহুবচন প্রকাশের জন্য প্রা° বাঙ্গালায় তাহাদের সহিত 'লোঅ' <লোক ব্যবহৃত হয়। তুং 'তুহ্মে লোঅ জই হোইব পারগামী।' তুং পূরবী হিন্দীতে তুম্, তুমলোগ।

মধ্য বাঙ্গালায় আহ্মি, তুহ্মি একবচনের স্থলে ব্যবহৃত হইতে থাকায় একবচন ও বহুবচনে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন বহুবচনের জন্য 'আহ্মারা' 'তোহ্মারা' ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন বুলিতে আমি বহুবচন। আসামীতেও এরূপ।

মধ্যযুগে প্রকৃত একবচনের পদগুলি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তুং, মুই, তুই ইত্যাদি ইহাদের বহুবচন নুতন করিয়া 'রা' বিভক্তি যোগে সৃষ্ট হয়। যথা—মোরা, তোরা, তারা, ইত্যাদি। মূলে যাহা বহুবচন ছিল এক্ষণে তাহা গৌরবে একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাদের জন্য নূতন বহুবচন সৃষ্টি করিতে হইল। তুং আহ্মারা, তোহ্মারা, তাহারা (মূলে আহ্মি, তুহ্মি, তিনি বহুবচন ছিল)। আধুনিক বাঙ্গালায় এইজন্য আমরা সর্ব্বনামের তুচ্ছার্থের ও গৌরবার্থের দুইটি রূপভেদ দেখিতে পাই।

	একবচন		বহুবচন	
	তুচ্ছার্থে	গৌরবার্থে	তুচ্ছার্থে	গৌরবার্থে
উত্তম পুরুষ	মুই (অপ্রচলিত)	আমি	মোরা (অপ্রচলিত)	আমরা
মধ্যমপুরুষ	তুই	তুমি	তোরা	তোমরা
প্রথম পুরুষ	সে	তিনি	তারা	তাঁহারা

(অপ্রচলিত সর্ব্বনাম পদগুলি পদ্যে ও উপভাষায় প্রচলিত আছে।)

একবচনের তুচ্ছার্থ সর্ব্বনামগুলি (মুই, তুই, সে) ব্যুৎপত্তি অনুসারে কর্ম্মবাচ্যের একবচনের রূপ এবং একবচনের গৌরবার্থ (আমি, তুমি, তিনি) সর্ব্বনামগুলি কর্ত্তৃবাচ্যের বহুবচনের রূপ। আধুনিক বহুবচনের রূপগুলি ভাষায় নব সৃষ্টি। যথা, আমরা, তোমরা, তাঁহারা।

সাধু বাঙ্গালায় 'তুমি' সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় গৌরবার্থে 'আপনি' প্রচলিত হইয়াছে, ইহা আধুনিক প্রয়োগ। কতকগুলি প্রাদেশিক বুলিতে গৌরবার্থে 'আপনি' অজ্ঞাত, তাহাতে 'তুমি' গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়। ('তারা' রংপুরে একবচনে গৌরবার্থে তিনি স্থলে ব্যবহৃত হয়) এখানে গৌরবার্থে 'তুমি' θ ও 'আপনি' স্থলে ব্যবহৃত হয়)। গৌরবার্থে আপনি হিন্দুস্থানী হইতে আসিয়াছে। উহা আধুনিক প্রয়োগ। শ্রী° কৃ° কী°তে গৌরবার্থে 'আপনি' নাই।

আদিম বাঙ্গালার (Proto Bengali) প্রয়োগের সহিত মারাঠী ভাষার প্রয়োগ তুলনা করা যাইতে পারে।

	একবচন		বহুবচন	
	কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য
উত্তম	মী॑	ম্যা	আম্হী	আমহী॑
মধ্যম	তু॑	ত্বা	তুম্হী	তুম্হী
প্রথম	তো (he)	তানে॑	তে (m)	ত্যাঁনী॑
	তী (she)	তিনে॑	ত্যা (fem)	,,
	তেঁ (it)	ত্যানে॑	তী॑ (n)	,,

উত্তম পুরুষ

প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষের একবচনে হউঁ, হাঁউ, এবং মই দৃষ্ট হয়। হঁউ <অপ হউঁ <*হকং <অহকং = অহম্। আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার কোনও কোনওটিতে হউঁ বর্ত্তমান আছে। 'মই' হইতে স্বর সঙ্গতির জন্য 'মুই' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তি <মুই>মএ॑ <* ময়েন = ময়া।

আসামী ভাষায় এখনও 'মই'। হঁউ, হাঁউ কর্ত্তৃবাচ্য এবং 'মই' কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত হইত। পরের স্তরে 'হউঁ' লুপ্ত হয়। বাঙ্গালার কোন প্রাদেশিক বুলিতে

ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তথাপি ইহাকে শৌরসেনী হইতে বাঙ্গালায় আমদানী বলা যায়না। (ডঃ চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধগণের ভাষাকে হউ, হাউ, তো, সো ইত্যাদি দেখিয়া শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন)। বহুবচনে প্রাদেশিক বাঙ্গালায় আম্হে পদ ছিল। উহা হইতে মধ্য বাঙ্গালায় আম্হি, আম্হে (লিখিত—আহ্মি, আহ্মে।) এই 'আম্হে' রূপের ব্যুৎপত্তি ডঃ চট্টোপাধ্যায় নিম্নরূপে দিয়াছেন। আম্হে <*অমহই <*অমহহিঁ <অস্মাভিঃ। তাঁহার মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় 'আমহি' একটা রূপ ছিল। আম্হি <ম° ভা° আ° ভা° আম্হে <প্রা° ভা° আ° অম্মে।

তাঁহার মতে প্রা° ও ম° বাঙ্গালায় 'ই'কার যুক্ত রূপ প্রায় দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু পরে এই অন্ত্য 'এ'কার 'ই'কারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিংবা 'এ'কার যুক্ত পদ 'ই'কার যুক্ত পদের দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই মত গ্রহণীয় নহে। কারণ আম্হে শব্দের ব্যুৎপত্তি তিনি <*আমহই স্থিরীকৃত করনে। তাহা মধ্য বাঙ্গালায় ধ্বনিতত্ত্বরূপে অসম্ভব। প্রথম কারণ, প্রাকৃতের স্বরমধ্যবর্ত্তী 'হ' প্রাচীন বাঙ্গালায় কিংবা তাহার পূর্ব্বে লুপ্ত হইবার নিয়ম ছিল না। ('হ' লোপ আধুনিক মধ্য বাঙ্গালার পরে)। দ্বিতীয় কারণ, পদের অন্তস্থিত উদ্বৃত্তস্বরের সহিত পূর্ব্বস্বরের সন্ধি প্রাচীন বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্বে অজ্ঞাত। (প্রাচীন বাঙ্গালায় এইরূপ স্থলে উদ্বৃত্ত স্বর রক্ষিত বা লুপ্ত হইত)। তুং ভণই <ভণতি। কামরু <প্রাঃ বা° কামরূঅ <স° কামরূপ। তাঁহার (ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের) কথামত যদি প্রাচীন বাঙ্গালার 'ই'কার যুক্ত পদ না থাকে (বস্তুতঃ এরূপ কোন শব্দ নাই) তাহা হইলে মধ্যযুগের 'ই'কারান্ত পদ কেবল মাত্র প্রাচীন বাঙ্গালার 'এ'কারান্ত পদ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় 'এ'কারান্ত পদ 'ই'কারান্ত পদকে প্রায় দূরীকৃত করিয়াছে। ইহার কোনও অর্থ থাকে না এবং পুনরায় মধ্যযুগের পরবর্ত্তীকালে 'এ'কার যুক্ত পদ 'ই'কার যুক্ত পদের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। ইহারও কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ শ্রী° কৃ° কী° 'আহ্মি' মাত্র ছয়বার ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য পক্ষে 'আহ্মে' পদ প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে

আধুনিক 'আমি' শব্দের ব্যুৎপত্তি আমরা এরূপভাবে নির্ণয় করিতে পারি ঃ আমি <প্রা° ও ম° বাঙ্গালা আম্হি >প্রা° বা° আম্হে <ম° ভা° অম্হে <প্রা° ভা° অস্মে। প্রাচীন বাংলা আম্হে পরবর্ত্তী ম° বা° আম্হি ; তুম্হি (তুহ্মি) তুম্হে (সাদৃশ্যে) (on analogy) মধ্যযুগের স্বর সঙ্গতির নিয়মে হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কুলি <কুলে, চুলি <চুলে, (তুং যশোর প্রভৃতি স্থানের উপভাষায় করতি হবে' ছুদির বাটী)। প্রা° ও ম° বাঙ্গালায় অন্ত্যস্বর রক্ষিত হইবার অন্য উদাহরণ আছে। যেমন ঃ—

সতীপতিব্রতা নারী, ধাইল আওদর্ চুলি (রামায়ণ উত্তর কাণ্ড পৃঃ ৬)
হাথীর চরণে তারে বান্ধিয়াছে চুলি। ছেঁছাড়িয়া নিয়াবুলে প্রতি কুলি কুলি॥
(রামায়ণ ১১৪ পৃঃ)

এখানে আধুনিক বাঙ্গালায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উত্তমপুরুষ বহুবচনের রূপ গৌরবার্থে এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে বহুবচনে ইহার সহিত লোকাঃ> লোআ> লা>রা যোগে নূতন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। অস্মে লোকাঃ> আম্হে লোআ> আহ্মালা> আহ্মারা> আমরা এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে।

মধ্যম পুরুষ

তুমি< তুহ্মি (তুম্হি) <তুম্হে<* তুস্মে। কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায় নিম্নরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন ঃ তুমি<তুহ্মি (=তুম্হি)<* তুম্হে (কর্ত্তৃ) *<তুম্হহি। প্রা° তুম্হেহি >*তুম্হহি >*তুম্হই >*তুম্হে। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণে আপত্তি এই যে প্রাচীন বাঙ্গালায় স্বরমধ্যবর্ত্তী 'হ' লোপ হয় না, এবং হ+ই =হে ইহাও হয় না—সুতরাং তুম্হি পদ স্বরসঙ্গতির ফলে হইয়াছে। ইহাই ঠিক।

তুই< তই< তোএ <ত্বয়া। প্রা° বা° তু >ম° ভা° আ° তুম <ত্বম্ ; তো< তব ; সঃ ত্বয়া, ত্বয়েন>* তোএঁ=তঁই—তই (*তৃতীয়া হইতে)+ তোঞে, তোঞ।

ণ

প্রথম পুরুষ

বাংলা ও উড়িয়াতে 'সে' আসামীতে 'সি' (হি) উচ্চারণ, অন্যান্য ভাষায় স দেখা যায়। ইহা আধুনিক প্রাচ্য ভাষার একটি বিশেষত্ব। বৌদ্ধ-গানে 'সো' অল্প কয়েকস্থলে বিশেষণরূপে 'সে'' দেখা যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে বৌদ্ধগানের ভাষা শৌরসেনী দ্বারা প্রাভাবান্বিত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় বা ঠিক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষায় কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্য ভেদে দুইটি রূপ ছিল। 'সো' কর্ত্তৃবাচ্যের রূপ এবং 'সে' কর্ম্মবাচ্যের রূপ। যথা :—সো ভণই ; কিন্তু সে দেখিল, দেখিব (সং তেন দৃষ্টম্, —দ্রষ্টব্যম্) কালক্রমে কর্ম্মবাচ্যের রূপ কর্ত্তৃবাচ্যের রূপকে দূরীকৃত করিয়াছে। যেমন উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনে হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সো শব্দের বহুবচনে 'তে' ছিল। যেমন—যে যে আইলা তে তে গেলা। কিন্তু কর্ম্মবাচ্যের বহুবচনে (সে শব্দের) *তান্‌হি ছিল। ইহা হইতে প্রাদেশিক বাঙ্গালা 'তানি' এবং তাহা হইতে স্বরসঙ্গতির দ্বারা 'তিনি' হইয়াছে। (করণের বহুবচন) তানহি> তানি >তিনি। যেমন দাদি হইতে দিদি। অতসী> তসী> তিসি ; মিসি <মসী, (by vowel harmony) ডঃ চট্টোপাধ্যায় 'তিনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে নির্ণয় করিয়াছেন—

তিনি<* তেনি (by vowel harmony) <তানি+তোহি। শ্রী কৃ° কী° তে তেহোঁ, তোঁহোঁ বহুবচনের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

আসামী ভাষার তেঁও এই তেহোঁ হইতে উৎপন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধুভাষায় এবং দলিলের ভাষায় 'তেঁই' পাওয়া যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার কোন ব্যুৎপত্তি দেন নাই। ইহা নিম্নলিখিত রূপে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে :—

তেহোঁ <* তেন্‌হ <তান্‌হি=তানহি (দোন্‌হি, তিনহি প্রভৃতির সাদৃশ্যে পাওয়া যায়)।

প্রথম পুরুষের নির্দ্দেশবাচক (demonstrative) অর্থে দূরত্ব বাচক 'ও' ব্যবহৃত হয়। যেমন—'ও কি বলে।' ম° বা° উহ্, তুং হিন্দী 'বো', পাঞ্জাবী

'হি' সিন্ধি 'হু', মগহী 'ঊ' ভোজপুরিয়া 'ঊ'; মৈথিলী 'ও'। ইহার ব্যুৎপত্তি এরূপ ও<* উহ্ <*ওহ (অপ' অহো) <সং অসৌ। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহা কল্পিত প্রাঃ ভাঃ *অব হইতে উৎপন্ন মনে করেন কিন্তু মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ 'অব' হইতে উৎপন্ন 'ও' (অব>ও) পাওয়া যায় না। অধিকন্তু হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় এই 'হ্' থাকায় ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ঊ' এবং 'ও' আছে—(তুং ওহার—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

নিকটবর্ত্তী নির্দ্দেশসূচক অব্যয়ে 'এ' ব্যবহৃত হয়। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'এ' প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ এতঃ হইতে উৎপন্ন—তুং এতৎ, এতস্য ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এ, এথা, এহা, এহ, এই রূপগুলি দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'এ' এবং 'এহা' এহ ইহাদিগের ব্যুৎপত্তি পৃথক বলিয়া মনে হয়। এহ (অপ° এহু) এহ<সং এষ। আঃ বাঃ 'যে' প্রাচীন বাঙ্গালার কর্ম্মবাচ্যের রূপ হইতে উৎপন্ন। কর্ত্তৃবাচ্যের রূপ যো (জো) পরবর্ত্তী ভাষায় রক্ষিত হয় নাই। আসামী 'যি' বহুবচনের রূপ 'যিনি' ইহা আধুনিক সাধুভাষায় সম্মানার্থে বা গৌরবে একবচনে ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যুৎপত্তি 'তিনি' শব্দের ন্যায়—(যানহি>যানি<যিনি)। প্রাঃ বাঃ বহুবচনে 'যে' পাওয়া যায়। আঃ বাঙ্গালার 'কে' শব্দ প্রাঃ বাঙ্গালার করণ হইতে উৎপন্ন। কর্ত্তৃবাচ্যের 'কো' পরবর্ত্তীভাষায় রক্ষিত হয় নাই। ইহার বহুবচনে আঃ বাঙ্গালায় (কে?)। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রাচীন রূপে 'কিনি' ছিল কিন্তু আমি 'কিনি' শব্দের প্রয়োগ ভাষার কোন রূপেই পাই নাই।

ক্লীবলিঙ্গে সে, যে, কে স্থানে যথাক্রমে তাহা যাহা কি ব্যবহৃত হয়। ও, এ ইহাদের ক্লীবলিঙ্গে যথাক্রমে উহা, ইহা ব্যবহৃত হয়। কথ্যভাষায় এ, ও, ইহাদের ক্লীবলিঙ্গে কোন পৃথক রূপ নাই। 'কি' প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ কিম্ হইতে আগত। অন্য ক্লীবলিঙ্গের রূপগুলি মূলে সম্বন্ধ পদের রূপ হইতে উৎপন্ন। যথা—তাহা <*তাহ <*তাস <তস্স <তস্য। এইরূপ ইহা <এহা <এহ <অসস <অস্য।

„ কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কারকের 'মূল (base) শব্দরূপে' এই ক্লীবলিঙ্গের রূপগুলি ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ—তাহাকে, তাহাদের, তাহা হইতে ইত্যাদি। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সম্বন্ধ পদ আমার, তোমার, মূলে বহুবচন ছিল। ইহাদের কর্ত্তৃকারক ভিন্ন অন্য শব্দের মূলশব্দ (base) প্রা° ভা° আ° ভা° মূলশব্দ (base) অস্ম*, তুস্ম হইতে উৎপন্ন। তুস্ম প্রা° ভা° আ° যুস্ম হইতে তুম্, তব, ত্বয়ি প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে প্রথমবর্ণে 'ত' হইয়াছে।

আপনি, তাই, তে, কোঁ, কিসের এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি পরে আলোচনা করিব। সম্মানার্থে 'আপনি' প্রয়োগ আধুনিক'। ইহার পূর্ব্বে প্রথম পুরুষের কোন কর্ত্তা যেমন মহাশয়, গুরুদেব ইত্যাদি পদে উহ্য মনে করিতে হইবে। 'আপনি' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে Reflective। ইহা করণ কারকের বিভক্তি যুক্ত। 'মহাশয় আপনি কি করেন'—ইহা সংস্কৃত 'মহাশয় আত্মনা কিং কুর্বন্তি', এইরূপ হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ত্তা গৌরবে বহুবচন এবং 'প্রথম-পুরুষ'; এইজন্য ইহা 'তিনি' কর্ত্তার ক্রিয়াপদের সহিত অভিন্ন। এখনও বাঙ্গালার অনেক প্রাদেশিক বুলিতে আপনি প্রচলিত। তৎস্থলে তুমি প্রচলিত আছে। আপনি <আপনে <*অপ্পনেন=আত্মনা।

চট্টগ্রাম প্রভৃতিস্থলের বুলিতে প্রথমপুরুষের সর্ব্বনামের স্ত্রীলিঙ্গে 'তাই' এরূপ প্রচলিত আছে। আসামী ভাষাতেও এইরূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি ঃ তাই <তাএ <ত্বয়া।

'তেঁই' ইহা এক্ষণে অপ্রচলিত। মাইকেল এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাব ব্যুৎপত্তি ঃ তেঁই <মঃ বাং, অপঃ তেঁহি <প্রাঃ তেনহি <সং তেনহি (emphatic হি=ই)।

সংস্কৃত কিম শব্দের বাঙ্গালায় কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্যত্র মূলশব্দের ক্লীবলিঙ্গের একটি বিশেষ রূপ দৃষ্ট হয়—কীস; করণে কিসে, সম্বন্ধে কিসের। ইহার একটি বিশিষ্ট রূপ এই যে—'সে' পদের এইরূপ বিশিষ্ট রূপ নাই। যাহার, তাহার (Mas এবং Fem.-দুই) ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র মূল শব্দ ব্যবহৃত

হয়—কাহা ; সম্বন্ধে কাহার, অধিকরণে কাহারে কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে 'কাহা' ও 'কিস' একই শব্দ হইতে উৎপন্ন। কাহা <কাহ <*কাস <কস্‌স <কস্য ; কিস <কীস <কিস্‌স <কস্য। এইরূপ হইবার কারণ কি ? ইহার কারণ মনে হয়, ক্লীবলিঙ্গের কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকে 'কি' এই রূপ থাকায় প্রাকৃতে সাদৃশ্য বশতঃ সম্বন্ধে 'কিস্‌স, এইরূপ পাই। তাহা হইতে 'কিস' এই পদটি হইয়াছে।

'কোন' ইহা অনিশ্চয়তাসূচক সর্ব্বনাম বিশেষণ, ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ কোন <কওন <অপঃ কব্‌ন <পাঃ কোপন <সং কঃ পুনঃ। তুং হিন্দী কৌন।

সামান্য অর্থে 'কিছু' ব্যবহৃত হয়, ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপঃ কিছু< *কিচহু <*কিচিহু <কিঞ্চিহু <*কিঞ্চিখু <কিঞ্চিৎখলু।

আদিস্বরের অনুনাসিকতা লোপ অপ্রত্যাশিত। কী শব্দের সাদৃশ্যে খুব সম্ভব অনুনাসিক লোপ হইয়া থাকিবে।

মোর, তোর স্থলে সম্বন্ধে-র প্রকৃতই বহুবচনের সাদৃশ্যে প্রাঃ বাং মো <*মব <মম ; প্রাঃ বাংঃ তো <তব। আমার <মঃ বাংঃ আহ্মার (আমহার) <অমহকের <অস্মৎকার্য্য। তোমার <তোহ্মার (তোমহার) <*তুমহকের <*তুস্মকার্য্য <তুস্মকার্য্য। তাহার, যাহার, কাহার—প্রাঃ বাঙ্গালায় তাহের, যাহের, কাহের প্রচলিত ছিল তাহার <তাহের <*তাহ্‌এর <* তাসকের <তস্মকের <তস্তকার্য্য। এইরূপ যাহের, কাহের পদের ব্যুৎপত্তিও একই।

কেহ-প্রাঃ বাংঃ কেহো <*কেহু <কেখু <কেক্‌খু <কঃ খলু। ডঃ চটোপাধ্যায় নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন কেহ<কেহো< *কেও <কেব্‌ <কেবি <প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ কেপি <কোহপি। কিন্তু 'অপি'র অন্ত্য ই-কার লোপের কোন প্রমাণ নাই। এইজন্য *কেব্‌ এই অনুমান গ্রহণীয় নহে।

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তিতে আমরা সর্ব্বভারতীয় রূপ দেখি। অশোকের লিপিতে প্রাদেশিক রূপ লক্ষিত। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, পরবর্ত্তীকালে সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মিশ্রণ হইয়াছে। অশোকের লিপিতে প্রাচীন ভারতীয় 'দ্বাদশ' শব্দের নিম্নলিখিত রূপগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—দ্‌বাদস (গীর্ণার ৩, ৪) ঃ দুব্‌াদস (ধৌলী, ৩,৪) দুব্‌াড়স (কালসি ইত্যাদি ৩, ৪) ; দুব্‌ড়স (মানসেরা ৩, ৪) বদয় (শাহ-বাজ গড়ী) ; দুব্‌দস (জৌগড়)। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় আর্য্যভাষা সমূহের দ্বাদশ শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন যে শব্দগুলি পাওয়া যায় তাহার মূলে প্রচীন প্রাকৃত *বদস ; সম্ভবতঃ ইহা অশোকলিপির গিরণারের ভাষা 'দ্‌বাদস' হইতে আগত। অন্যান্য সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও এইরূপ সর্ব্ব ভারতীয় রূপ দেখিতে পাই।

সংস্কৃতে এক হইতে চারি পর্য্যন্ত সংখ্যায় তিন লিঙ্গের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ একই হইয়াছে। কিন্তু এক, দ্বি-এই দুই শব্দের গিরণার লিপিতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ভেদ দৃষ্ট হয়—যেমন পুং 'একো' স্ত্রীং 'ইকা' (সারনাথ স্তম্ভ লিপি) ; পুং দ্বো, স্ত্রীং দ্বে।

অন্যপক্ষে 'ত্রি' শব্দের রূপে গীর্ণারের 'তী' 'ত্রী' দুইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। ধৌলী এবং জৌগড়ে ক্লীবলিঙ্গে 'তিংনি' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গীর্ণারের শব্দরূপ বৈদিক 'ত্রী' (ক্লীব) হইতে আগত। চতুস্‌ শব্দের রূপে গীর্ণারের 'চত্‌পারো' কালসিতে চতারি পাওয়া যায়। গীর্ণারের রূপ চত্‌পারো পুংলিঙ্গ হইতে আগত ; মোটকথা অশোকের সময় পুং ও ক্লীবলিঙ্গের গোলযোগ হইতে থাকে। অধিকাংশ স্থলে ক্লীবলিঙ্গের রূপ পুংলিঙ্গের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। কোন শিলালিপি বা তাম্রলিপি হইতে 'ত্রি' বা 'চুতঃ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ত্রিস্রঃ, চতুস্রঃ হইতে আগত কোন শব্দ পাওয়া যায় না। পালি ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গের যে রূপ দেখা যায় তাহা সংস্কৃত হইতে ধার করা

এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক ভাষার বিবর্ত্তনে শেষ পর্য্যন্ত ক্লীবলিঙ্গের রূপই তিন লিঙ্গের স্থানে প্রচলিত হইয়াছে। আঃ বাং ঃ এক <প্রাঃ বাং : একু <প্রাঃ একো <সং ঃ একঃ।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় 'এক' শব্দকে মঃ ভাঃ আঃ ভাষার তৎসম বা অর্দ্ধতৎসম শব্দ মনে করেন। তিনি ইহার সহিত এও, এগ এই তদ্ভব শব্দ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে করেন। আসামী এজন, এটা, এহেজার প্রভৃতি শব্দের 'এ' প্রাকৃত 'এঅ' হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু আঃ ভাঃ কোন ভাষায় প্রাকৃত 'এঅ' হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ না থাকায় আসামীতেও ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এজন প্রভৃতি শব্দের 'এ' এক শব্দের বিকৃতিতে উৎপন্ন ইহা মনে করা সঙ্গত। এজন <*এজ্জন <*এগজন <একজন।

'এক' স্থানে প্রাকৃত এক্ক কোন অসাধারণ পরিবর্ত্তন নহে। অন্ত্য ক-কারের দ্বিত্ব আরও কতকগুলি শব্দে দেখা যায়। (Pischel Para No. 194) যথা শীসক্ক <শীর্ষক, লড়ুক্ক <লোষ্ট্রক (ঢেলা), পাইক্ক <পদাতিক। সম্ভবতঃ অন্ত্য উদাত্তের কারণে এই দ্বিত্ব হইয়াছে।

দুই <*দুএ <মঃ ভাঃ দুবে <প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ দ্বে। প্রাকৃতে বিশেষতঃ শৌরসেনী ও মাগধীতে দুবে তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অশোকের প্রাচ্যলিপিতে দুবে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় প্রাঃ প্রাচ্য প্রাকৃতে দুবে তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। অশোকের গীর্ণারলিপিতে পুংলিঙ্গের রূপ দ্বো <সং দ্বৌ। আঃ ভাঃ আঃ ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী প্রভৃতি দো <দ্বো <দ্বৌ; সিন্ধি, গুজরাতী বে <*দবে <দ্বে; মারাঠির দোন <প্রাঃ দোন্নি=দো+ন্নি-প্রাকৃত 'তিন্নি'র সাদৃশ্যে। মঃ বাঙ্গালার দুহেঁ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) সম্বন্ধে দুহাঁর, দুই প্রতিপাদিক হইতে। দুহঁ <প্রাঃ দোন্‌হ (সম্বন্ধের রূপ) 'উভয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাঃ বাঙ্গালায় এবং উড়িয়ায় 'উভয়' অর্থে 'বেনি' <প্রাঃ বেন্নি=বে+ন্নি-'তিন্নির' সাদৃশ্যে। অন্য সংখ্যার সহিত যুক্ত অবস্থায় ইহার রূপ (১) বা—বাইশ, বাষট্টি; (২) ব—বত্রিশ;

(৩) বি—বিয়াল্লিশ ; (৪) বিরা—বিরাশী, বিরানব্বই। বা <দ্বা ; ব<প্রাঃ 'ব'। বাঙ্গালা বত্রিশ <মঃ বাং বত্তিস <প্রাঃ বত্তীস <দ্বাত্রিংশৎ। নিয়মিত তদ্ভব*বাতিস হওয়া উচিত ছিল। বত্তীস হিন্দী হইতে গৃহীত। বত্রিশ একটি অৰ্দ্ধতৎসম শব্দ। বিয়াল্লিশের 'বি' <বা (বিষমীকরণ)। বিয়াল্লিশ <অৰ্দ্ধমাগধী বায়াল্লিশ। বিরাশী প্রভৃতি শব্দের বিরা—'চুরাশী' <প্রাঃ চউরাসীই <সং চতুরাশীতি—এর সাদৃশ্যে (Analogy)।

তিন : তিন <প্রাঃ বাং : তিনি=তীনি <প্রাঃ তিন্নি <পাঃ তীনি <সং ত্রীণি। প্রাকৃতে 'তিন্নি' তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অশোকের প্রাচ্যলিপিতে তিংনি পদ ক্লীবলিঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ ইহা তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। অন্য সংখ্যার প্রথমে যুক্ত অবস্থায় ইহার নিম্নলিখিত রূপ দেখিতে পাই—(১) তে—তেইশ, তেত্রিশ ; (২) তি—তিপান্ন, তিয়াত্তর ; (২) তিরা—তিরাশী, তিরানব্বই। তে <প্রাঃ তে <*ত্রে <*ত্রয় <সং ত্রয় : তুং অশোকলিপিতে তেদস। তিরা শব্দের 'রা' চুরাশী শব্দের সাদৃশ্যে। বিরাশী, তিরাশী, চুরাশী এবং তাহার সাদৃশ্যে বিরানব্বই, তিরানব্বই, চুরানব্বই শব্দ উৎপন্ন।

চারি : চারি <*চাআরি <*চাতারি <পাঃ ও প্রাঃ চত্তারি <সং চত্বারি। প্রাকৃতে 'চত্তারি' তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অশোকলিপিতে (কালসী) চত্তালী পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ অশোকের প্রাচ্যলিপিতে এই ক্লীবলিঙ্গের রূপ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। ডঃ চট্টোপাধ্যায় চত্বারি হইতে 'চারি' পদের 'র' ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ধ্বনিতত্ত্বে অনিয়মের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে বিশেষতঃ অৰ্দ্ধমাগধীতে 'ত্ত' লোপের বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—বাং : গা <*গাঅ <*গাত <প্রাঃ গত্ত <সং গাত্র ; বাং : ধাই <*ধাতী <প্রাঃ ধত্তী <সং ধাত্রী ; বাং : পো <পোঅ <*পূঅ <*পূত <পুত্ত <সং পুত্র এইগুলি দ্বিধ্বনি পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। অন্য সংখ্যার পূর্ব্বে যুক্ত অবস্থায় 'চারি'র চ, চৌ, চু, চুয়া ইত্যাদি রূপভেদ হয়। যথা—চৌদ্দ, চব্বিশ, চুয়াল্লিশ, চুরাশী, চৌয়াল্লিশ-এ প্রাঃ চউ <সং চতুঃ (চতুস) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পাঁচ= পাঁচ< প্রাঃ বাং পাঞ্চ <সং পঞ্চ।

ছয়= ইহার ব্যুৎপত্তি লইয়া ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিপুল গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্দেশ করেনঃ—ছয় <*ছঅ <ক্ষক; ছ<ক্ষষ। তিনি মনে করেন ক্ষষ হইতে মধ্য ভারতীয় বা নব্য ভারতীয় 'ছ' আসিতে পারে না। অধ্যাপক জুলব্লক মারাঠি 'সহা' শব্দের উৎপত্তি *ক্ষষ হইতে মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কষ্টকল্পনার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। Pischel শ, ষ, স হইতে 'ছ' হওয়া নিয়মিত মনে করেন। ইহার ব্যুৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ মনে করাই সঙ্গত—ছয় <ছ <পাঃ প্রাঃ 'ছ' <প্রাঃ প্রাঃ স <ইন্দো—এরিয়ান *ষষ <আর্য্য সক্‌শ <ইন্দো-য়ুরোপায়ণ *সেক্‌স (Sēks), অশোক লিপিতে (ষষ স্থানে) 'ছ' হয় নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, অশোকের রূপনাথ লিপিতে 'ছবছরে' 'ছ' পাওয়া যায়। কিন্তু Hultzsch বলেন, ইহা সংস্কৃতের 'সংবৎসরে' হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে বুঝিতে পারি 'ছ' অশোকের পরবর্ত্তীযুগের ধ্বনি পরিবর্ত্তন। 'ছয়' শব্দের 'অ' 'এক' হইতে দশ' পর্য্যন্ত সংখ্যার সহিত সাদৃশ্যে দুই অক্ষর-বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এই কারণেই নয় <নব ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

সাতঃ সাত <মঃ ভাঃ সত্ত <প্রাঃ ভাঃ সপ্ত। অন্য শব্দের পূর্ব্বে সাত শব্দের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তন হয়। (১) সাঁই—সাঁইত্রিশ; (২) সাতা—সাতানব্বই, সাতাশী। সাঁই শব্দ পঁয়ত্রিশের 'পঁইর' সাদৃশ্যে। সাতানব্বই পদের সাতা 'সাতাশী,' 'সাতাত্তর' প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে—সাত+আশী=সাতাশী; সাতাত্তর <*সাতহত্তর <সাতসত্তর (এখানে লুপ্ত 'হ' আকার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

আট ঃ আট প্রাঃ বাং আঠ <মঃ ভাঃ অট্‌ঠ <প্রাঃ ভাঃ অষ্ট। সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্ব্বে ইহার রূপ (১) আট—আটত্রিশ প্রভৃতি; (২) আটা—আটাশ, আটান্ন, আটাত্তর, আটাশী। আটাশ <আঠ+ইস <প্রাঃ অট্‌ঠ+বীস <অষ্টবিংশতি। আটাযুক্ত অন্য সংখ্যাবাচক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

নয় : নয় <প্রাঃ নঅ <প্রাঃ ভাঃ নব্। ইহা ছয় শব্দের সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

দশ ঃ দশ <মাগধী দশ <প্রাঃ ভাঃ দশ। অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের পরে 'র' হইয়াছে। যথা—এগার, বার তের ইত্যাদি। ইহার ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ক্রম এইরূপ। -র্ <-রহ <-রস <-দশ। এই স্থানে দুইটি ব্যঞ্জনেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দ> র হইবার কারণ—Pischel বলেন, ইহা ড়-এর মধ্য দিয়া হইয়াছে, যেমন—দশ>-ড়স>রস>-রহ। কিন্তু জুলব্লক এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন না ; তাঁহার যুক্তি এই যে, ড় স্থানে র হইলে 'ষোড়শ' শব্দের স্থানে 'ষোরহ' হইত কিন্তু আমরা মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় 'ষোলহ' দেখিতে পাই। তাঁহার মতে দ্বাদশ শব্দের প্রথম 'দ' হইতে বিষমীকরণের জন্য দ্বিতীয় 'দ' 'র' হইয়াছে। পরে অন্যত্র সাদৃশ্যে উহা ব্যাপক হইয়াছে। এগার <প্রাঃ বাঃ এগারহ <অপঃ এগ্গারহ <অঃ মাগধী এক্কারস <সং একাদশ।

বার ঃ বার <প্রাঃ বাং বারহ <মঃ ভাঃ বারস <অশোকের গীর্ণার লিপি দ্বাদস <সং দ্বাদশ।

তের ঃ তের <প্রাঃ বাং তেরহ <পাঃ, প্রাঃ তেরস <অশোকলিপি তেদস, ত্রৈদশ <সং ত্রয়োদশ।

চৌদ্দ ঃ চৌদ্দ<প্রাঃ বাং চৌদ্দহ<অপঃ চউদ্দহ<অঃ মাগধী চউদস<সং চতুর্দ্দশ।

পনের ঃ পনের<প্রাঃ বাং পনরহ<অপঃ পন্নরহ<অঃ মাগধী পন্নরস< সং পঞ্চদশ। তুং অশোক পংনড়স, খারবেল পংদরস।

ষোল ঃ ষোল<প্রাঃ বাং ষোলহ< অপঃ সোলহ<প্রাঃ, পাঃ সোলস< সং ষোড়শ।

সতের ঃ সতের<প্রাঃ বাং সতেরহ<সতরহ<প্রাঃ, পাঃ সত্তরস<সং সপ্তদশ।

আঠার : আঠার<প্রাঃ বাং : আঠারহ<অপঃ অট্ঠারহ<মঃ ভাঃ অট্ঠারস <সং অষ্টাদশ।

উনিশ : উনিশ<*উনঈস< উনবীস< অউনবীস<* অকুনবিসং< প্রা: একুনবিসং<* একোনবিংশৎ< সং একোবিংশতি। ব্যুৎপত্তি দ্বারা দেখা যাইতেছে উনিশ, উনবিংশতি হইতে আগত নহে।

কুড়ি : ইহা কোল ভাষা হইতে বাংলায় গৃহীত। কোল ভাষায় ইহার অর্থ মনুষ্য। বাংলা বিশ<অপ: বীস<প্রা:, পা: বীসং<*বিংশৎ = বিংশতি।

একুশ : একুশ< প্রা: বাং একুঈস<অপ: এক্কবীস<* একবিংশৎ, একবিংশতি। এইরূপে বাইশ হইতে আটাইশ পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উনত্রিশ শব্দের ব্যুৎপত্তি উনিশের ন্যায়।

ত্রিশ : ত্রিশ অর্দ্ধতৎসম, তদ্ভব বাংলা তীস<অপঃ তীস <প্রা: তীসং <পা: তীংসং< ত্রিংশৎ। পঁয়ত্রিস<*পঁয়তিস<পনতীস<পঞ্চত্রিংশৎ।

চল্লিশ : ইহা ধ্বনিতত্ত্বে অনিয়মিত। নিয়মিত তদ্ভব বাঙ্গালা *চালিশ<অ: মাগধী চাআলীসং<প্রা:, পা : চত্তালিসং<সং চত্বারিংশ। বিয়াল্লিশ, চুয়াল্লিশ শব্দে চল্লিশের 'চ' লোপ পাইয়াছে। প্রাকৃতে এইরূপ — অর্দ্ধমাগধীত বাআলিস, চুয়ালিসং, চউআলিসং ইত্যাদি। তেতাল্লিশ শব্দের দ্বিতীয় 'ত' সমীকরণবশত: | তেয়াল্লিশ< অ: মাগধী তেআলিস কিংবা *তেচাল্লিস হইতে আসিয়াছে। তেতাল্লিশের সাদৃশ্যে পঁয়তাল্লিশ, অঃ মাগধী পনআলীস, পূর্ব্ববঙ্গের পাঁচচল্লিশ।

পঞ্চাশ : পঞ্চাশ <* ম: ভাঃ পঞ্চাসস<সং পঞ্চাশৎ। একান্ন, বায়ান্ন প্রভৃতি শব্দে এক+অন্ন, বা+অন্ন। এই অন্ন <প্রা: বন্নং <*পঞ্চৎ <* পঞ্চ্‌শৎ<*পঞ্চশৎ<পঞ্চাশৎ (Pischel)। ছাপান্ন<ষষ্ঠপঞ্চাশৎ।

ষাট : ষাট<ম: বাং : ষাটি<প্রা:, পা: সষ্ঠি<ষষ্ঠী।

সত্তর : সত্তর<প্রা:, বা: সত্তরি< সং সপ্ততি। বিষমীকরণ বশতঃ 'ত' স্থানে 'র' হইয়াছে (জুলব্লক) ; Pischel-এর মতে 'ত'> 'ট'>'ড়'>'র' হইয়াছে।

একাত্তর : একাত্তর<* একহত্তর<একহত্তরি <প্রা: একহত্তরি <এক-সপ্ততি। ইহার পরের সংখ্যায় এইরূপ 'স' স্থানে 'হ' হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার নিয়মানুসারে পদমধ্যবর্ত্তী 'হ'কারের লোপ হইয়াছে—বাহাত্তর>বায়াত্তর।

আশী : আশী <প্রাঃ অসীই <সং অশীতি।

" নব্বই : নব্বই <প্রাঃ নউই <পাঃ নবুতি <সং নবতি। মধ্যস্বরের উপর শ্বাসক্ষেপের (emphasis) জন্য উহা দ্বিত্ব হইয়া নব্বই পদ হইয়াছে। অন্যথায় ণই (৯০), একাণই (৯১) ইহা এখন অপ্রচলিত।

ভগ্নাংশ সংখ্যা

নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলি সর্ব্বভারতীয়। তাহাদের ব্যুৎপত্তি এইরূপ :—

$\frac{1}{4}$ = পো, পোআ, পোয়া <মঃ ভাঃ পাব্, পাঅ <প্রাঃ ভাঃ পাদ। আব্ >ও অনিয়মিত। নিয়মিতরূপে *পা হইত। তুং একপা ; কিন্তু একপোয়া। এই পরিবর্ত্তনের অন্য কারণ আছে।

$\frac{1}{3}$ = তেহাই <*ত্রিভাসিক এক্ষণে অপ্রচলিত।

$1\frac{1}{4}$ = সওয়া <মঃ ভাঃ সবাঅ <প্রাঃ ভাঃ সপাদ।

সাড়ে : সাড়ে <মঃ ভাঃ সড্ঢ <প্রাঃ ভাঃ সার্দ্ধ।

দেড় : দেড় <দেঢ় <দিঅঢ় (অশোক) <দিঅড্ঢ <দ্ব্যর্দ্ধ।

আড়াই : আড়াই <আঢ়াই <অডঢাইঅ <*অঢ়াতিয় <অর্দ্ধতৃতীয়।

আউট : আউট <আহুঠ, আহুট্‌ঠ <অড্ঢুট্‌ঠ <অর্দ্ধ অউট্‌ঠ <অর্দ্ধচতুর্থ। কিন্তু ডঢ >ঢ >হ অসম্ভব। এই শব্দটি অপ্রচলিত $3\frac{1}{2}$ অর্থে ব্যবহৃত হইত।

সিকি : সিকি—ইহার সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত রূপে ইহা ব্যুৎপন্ন হইতে পারে— সিকি <*স্থকি <*চুকি <চউক্কি <চতুষ্কী।

আধ : আধ <মঃ ভাঃ অদ্ধ <প্রাঃ ভাঃ অর্দ্ধ ; কিন্তু এই অর্থে 'আড়' শব্দ—যথা, আড়চোখে, সাড়ে, আড়াই ইত্যাদি শব্দে আড় শব্দ আছে। আধ শব্দ পশ্চিম হইতে আমদানী। খাঁটি বাঙ্গালা আড় <আঢ় <মঃ ভাঃ অড্ঢ (=অশোকলিপি অঢ়) <প্রাঃ ভাঃ অর্দ্ধ।

পৌণে: পৌণে <পৌণা <প্রা পাউন <প্রাঃ ভাঃ পাদোন =পাদ + ঊন)।

পূরণবাচক শব্দ

আধুনিক বাংলায় বিশেষতঃ সাধুভাষায় তদ্ভব পূরণবাচক শব্দের অভাব। কিন্তু মধ্য ও প্রাচীন বাংলায় ইহা ছিল।

পয়লা <পহেলা <পহিলা <*পহইল্ল<*পধমিল্ল = পধম (খারবেল লিপি) +স্বার্থে ইল্ল <প্রাঃ ভাঃ প্রথম <আর্য্য *প্রতম।

মধ্যবাংলা তিঅজ <*তিইজ্জ <প্রাঃ ভাঃ তৃতীয়। চউঠা <মঃ বাং চঊঠ <চউট্‌ঠ <*চহুট্‌ঠ <*চতুট্‌ঠ <চতুর্থ।

তারিখ বুঝাইতে এই পূরণবাচক শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গে (তিথি শব্দের বিশেষণ বলিয়া) বাংলায় ব্যবহৃত হইত।

দোসরা <*দুসর <দুরস <*দুরিস <*দুদিস <দ্বিদৃশ—ইদৃশ, সদৃশ প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে।

এইরূপ তেসরা <*তিসর <*তিরস <*তিরিস <*তিদিস <ত্রিদৃশ।

এই 'সর' প্রত্যয় অন্য কতকগুলি শব্দে দৃষ্ট হয়। যথা—সোসর, দোসর, একসর।

পাঁচই, ছয়ই, ইত্যাদি তিথিবাচক শব্দে—ই <-ই <-বী <-মী। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত। পাচুঞি ছউঞি ইত্যাদি শব্দ তুলনীয়।

ক্রিয়াপদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় কাল (Tense) এবং ভাব (Mood) ভেদে এক ধাতুর (root) বিভিন্ন রূপ হইত। ইহাদিগকে ক্রিয়ামূল (Base) বলা যাইতে পারে। যথা ভূ ধাতু। ইহার বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ামূল (Base) 'ভব'। ক্রিয়ামূলের সহিত বিবিধ প্রত্যয় (Personal endings) যুক্ত হইয়া পুরুষ (Person) ও বচন (Number) বুঝাইত। যথা, ভব + তি = ভবতি; ইহা প্রথম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ। কাল ও ভাবভেদে প্রত্যয়গুলিরও

কতিপয় আকার ভেদ হইত। যথা, প্রথম পুরুষের একবচনে বর্ত্তমান কালের প্রত্যয়—তি (ভবতি), অনদ্যতন কালের প্রত্যয়—ৎ (অভবৎ), পরোক্ষ অতীতের প্রত্যয়—অ (বভূব) ইত্যাদি। পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ভাবে ক্রিয়ার দ্বিবিধ ধাতুরূপ ছিল। নিম্নে 'ভূ' ধাতু হইতে বিভিন্ন কালে ও ভাবে যে ক্রিয়াপদ হয়, তাহার পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনর রূপ দেওয়া হইতেছে ঃ—

১। বর্ত্তমানকাল নির্দ্দেশভাব
(Present Indicative) — লট্ — ভবতি।

২। বর্ত্তমানকাল সংশয় ভাব
(Present Subjunctive) — লেট্* — ভবাৎ, ভবতি।

৩। বর্ত্তমানকাল আদেশ ভাব
(Present Imperative) — লোট্ — ভবতু।

৪। অনদ্যতন অতীত (Imperfect)— লঙ্ — অভবৎ।

৫। বিধি (Obtative) — বিধিলিঙ — ভবেৎ।

৬। ক্রিয়াতিপত্তি (Conditional)— লৃঙ — অভবিষ্যৎ।

৭। ভবিষ্যৎ (Future) — লৃট — ভবিষ্যতি।

৮। নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ (Definite future) লুট — ভবিত।

৯। অদ্যতন অতীত (Aorist) — লুঙ — অভূৎ।

১০। আশিষ (Precative) — আশীর্লিঙ — ভূয়াৎ।

১১। পরোক্ষ অতীত (Preterite) — লিট্ — বভূব।

অশোকলিপিতে (গীর্ণার) নিম্নলিখিতরূপগুলি দৃষ্ট হয়—

১। ভবতি (G), হোতি (G. K. S., A. J.), ভোতি (S. M.) উপন্নাতি (G)

২। মংঞা (=মনাৎ) (G.), হুবতি (Sārnāth) যুজংতু।

---

* ২ নং লেট সংস্কৃতে অপ্রচলিত। মাত্র বেদে পাওয়া যায়।

৩। যোতু (Kabi, M. D. J., Pill), ভোতু (S), (pl) Gir

৪। অহো (=সং অভবৎ), আয়ায় (√যা)।

৫। ভবে, তিসটেয়াস্থা (G.), হুবেয়া (D. G.).

৬। ×

৭। কাসতি <*কর্ষ্যতি=করিষ্যতি) (পালি কাহাত)।

৮। ×

৯। *অহু (বহুবচন অহুংসু) (Gir) নিখমিথা sing, নিখমিসু pl (K) নিখমি (I) [নিক্রমি (Sh)]।

১০। ×

১১। আহ (Gir)

পালিতে ইহার প্রতিরূপ নিম্নলিখিত পদ হয় ঃ—

১। বভপতি. হোত্তি।

২। (কয়েকটি মাত্র ধাতুর পদ রক্ষিত)।

৩। ভোতু, হোতু, e.g. পটিভণাতি।

৪। অভবা, অহুবা, হুবেয়া।

৫। ভবেয়া, (হেয়া,), ভবে।

৬। অভবিসস (ভবিসস), অভবিসসা (ভবিসস।

৭। হোহিতি, হেহিতি, (হেতি), ভবিসসতি।

৮। (লোপ)।

৯। অহোসি, অহু, অহু, অভবী, অভবি।

১০। (লোপ বা ৫ নং-এর সহিত গোলযোগ)।

১১। (কয়েকটি মাত্র ধাতু পদ রক্ষিত)

প্রাকৃতে নিম্নলিখিত রূপগুলি পাওয়া যায় ঃ—

১। হোই (S´ শৌরসেনী) mg. (মাগধী), Dh (ধৌলী) ভোদী।

২। (লোপ)

৩। হোউ (শৌরসেনী) S´; মাগধী mg. ধৌলী Dh; ভোতু)

৪। (আসী; আসি, আষবী) হুবীঅ।

৫। ভবে (A mg. অর্দ্ধমাগধী, j.m. জৈন মাগঃ) হবে (js জৌ, শৌর)

৬। (হোস্তা)

৭। হোইই, ভবিসসই (A. mg. অঃ মাগ; j. m. জৈন মাগঃ)

৮। লোপ

৯। ভূবি (A. mg. অঃ মাগঃ), আহসি।

১০। হোজ্জা, হবেজ্জা, হোজু।

১১। (অহি ধাতু A. mg. অর্দ্ধমাগধী) হোহীঅ (হোসী, হোহী)।

ধাতুরূপের গণ

বিভিন্নরূপ ভেদে ধাতুরূপগুলিকে ১৯ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। √ভূ। ভবতি; পাঃ হোতি; প্রাঃ হোই, বাং হয়।

২। অদ্। দোগ্ধি, পাঃ দোহতি; দুহ্তি; প্রাঃ দোহই; বাং দুহে, দোহে।

৩। হু। জুহোতি; পাঃ জুহোতি; প্রাঃ হুনই; মঃ বাং ঃ হুনে।

৪। দিব। বুধ্যতে; পাঃ বুজ্ঝতি; প্রাঃ বুজ্ঝই; বাং ঃ বুঝে, বোঝে।

৫। স্থ। শৃণোতি; পাঃ সুনোতি, সুণাতি; প্রাঃ সুনই; বাং শুনে, শোনে।

৬। তুদ। গিরতি; পাঃ গিলতি, গিরতি; প্রাঃ গিলই; বাং ঃ গিলে, গেলে।

৭। ক সিচ্। সিঞ্চতি; পাঃ সিঞ্চতি; প্রাঃ সিঞ্চই; বাং ছেঁচে।

৭। রুধ। ছিনত্তি; পাঃ ছিন্দতি, ছিন্দিতি; প্রাঃ ছিন্দই; বাং ছিঁড়ে, ছেঁড়ে।

৮। তন্। করোতি; পাঃ করোতি, প্রাঃ করই; বাং করে।

৯। ক্রী। ক্রীণাতি; পাঃ কিনাতি; প্রাঃ কিনই; বাং কিনে, কেনে।

১০। চুর। কথয়তি; পাঃ কথয়তি, কথেবি; প্রাঃ কহেই, কহই; বাং কহে।

*১০। (ক) রুদ্। রোদিতি; পাঃ রোদতি, রুদতি; প্রাঃ রঅই, রোবই বাং রোয়।

(খ) স্বপ্। স্বপিতি; পাঃ সপতি; প্রাঃ সুঅই, সুবই, সোবই; বাং শোয়।

ইহাতে দেখা যাইবে যে, প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার ধাতুরূপ ক্রমশঃ গোলযোগ উপস্থিত (Confused) হইয়া সরলীভূত (Simplified) হইয়াছে। যথা—পাঃ অদাদি (২নং), ভাদি (১নং) তুদাদিতে (৬নং) পরিণত হইয়াছে। তনাদি (৮নং) ভ্বাদির (১নং) সহিত একরূপ হইয়াছে। অধিকন্তু পালি ও প্রাকৃতে আত্মনেপদী পরস্মৈপদীতে পরিণত হইয়াছে।

অশোকলিপিতে আত্মনেপদী

(কেবল গীর্ণারের লিপিতে আত্মনেপদীর রূপগুলি দেখা যায়)

(১ম পুরুষ)

১। করোতে, মংঞ্রতে। আরভার (Pass Pl.) G.
২। × [পর (ঞ) মতে (Pl. M.)
৩। অন্ধবিসিয়তমাং (Passive)
৪। ×
৫। পটিপজ্জথ (=Skt. প্রতিপদ্যতে)
৬। ×
৭। অনুবত্তিসরে (Pl=অনুবর্ত্তিয্যন্তে)
৮। ×
৯। আরভিসু (Pass. Pl.)
১০। ×
১১। ×

নিখমিথা (u.) হুথা, বঢ়িথা (Pillar), নিখমিঠ (Supara)।

ক্রিয়াপদ

(নির্দ্দেশভাব)

সংস্কৃত

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চলতি	চলতঃ	চলন্তি
মধ্যম	চলসি	চলথঃ	চলথ
উত্তম	চলামি	চলাবঃ	চলাম

পালি

প্রথম	চলতি	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তি
মধ্যম	চলসি	...	চলথ
উত্তম	চলামি (গাথায় চলং)	...	চলাম

প্রাকৃত

প্রথম	চলই	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তি
মধ্যম	চলসি	...	চলথ (চলিত্থা)
উত্তম	চলামি (চলমি, চলিমি)	...	চলাম [চলিমো, চলমু, চলামু চলিমু, চলিম, চলাম]

অপভ্রংশ

প্রথম	চলই	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তি (চলহিঁ)
মধ্যম	চলসি, চলহি	...	চলহু
উত্তম	চলউ (চলম ?)	...	চলহুঁ

বর্ত্তমানকাল নির্দ্দেশভাব

[Indicative Mood]

প্রাচীন বাংলা

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
প্রথম	চলই	চলন্তি
মধ্যম	চলসি	চলহ
উত্তম	চলম	চলহুঁ

মধ্যবাংলা

প্রথম	চলএ, চলে	চলন্তি, চলন্তে
মধ্যম	চলিসি	চলহ
উত্তম	চলোঁ।	চলিএ, চলি, চলহোঁ।

আধুনিক বাংলা

প্রথম	চলে	চলে
মধ্যম	চলিস	চল
উত্তম	চলি	চলি

প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষা হইতে একমাত্র বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশভাবে (Indicative Mood) ক্রিয়ারূপগুলি সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালায় একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাহা ব্যুৎপত্তি হিসাবে বহুবচন, তাহা সম্মানার্থ কর্ত্তার সহিত একবচনে ব্যবহৃত হয়। এই জন্য দৃশ্যত: বচনভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হয় না। যেমন—সে করে, তাহারা করে ; তিনি করেন, তাঁহারা করেন। কিন্তু ভাষার ইতিহাসে 'করে' একবচন এবং 'করেন' বহুবচন। আমরা সর্ব্বনাম প্রকরণে দেখিয়াছি যে, তুচ্ছার্থে সর্ব্বনামগুলির 'মুই,' 'তুই,' 'সে' একবচন এবং ইহাদের বহুচবন (ব্যুৎপত্তি হিসাবে) আমি, তুমি, তিনি ; ইহা স্মরণ রাখিয়া আমরা ক্রিয়াবিভক্তিগুলির ইতাহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আঃ বাং চলে <মঃ বাং

চলত্র <প্রাঃ বাং চলই <প্রাঃ চলই <প্রাঃ ভাঃ চলতি। আঃ বাং চলেন <মঃ বাং চলেন্ত <প্রাঃ বাং: চলন্তি <মঃ ভাঃ চলন্তি <প্রাঃ ভাঃ চলন্তি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই শেযোক্ত ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে একবচনের 'চলে' শব্দের সহিত বিশেষ্যের কর্ত্তৃকার-কের বহুবচন চিহ্ন 'ন' যোগ করিয়া এই চলেন পদ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি আমাদের প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি এইজন্য গ্রহণ করেন নাই যে, ন<অন্ত হয় না বরং তঁ <অন্ত হয়। যেমন দন্ত> দাঁত; তাঁত <তন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু অন্তি ক্রিয়াবিভক্তি হওয়ায় এবং তাহার বিশেষ অর্থ থাকায় ইহা সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মের বহির্ভূত। এইজন্য প্রাঃ বাঙ্গালায় বা আদি মধ্য বাঙ্গালায় যেখানে দান্ত <দন্ত সেখানে চলান্ত <চলন্তি হয় নাই। অধিকন্তু সময়ভেদে ধ্বনিতত্ত্বের ভেদ হয়। যেকালে তঁ <অন্ত হইয়াছে। তাহার পরে ন <অন্ত <অন্তি হইয়াছে। এই দুই পরিবর্ত্তন এক সময়ের নহে। চলেন হইতে চলন্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের সমস্ত শৃঙ্খলগুলি আমরা পাইতেছি। কাজেই অনুমান দ্বারা অন্য ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইবে না। চলিস <*চলইস্ মঃ বাং, প্রাঃ বাং, মঃ ভাঃ, প্রাঃ ভাঃ <চলসি। চলি <আদি মধ্য বাংলা চলিএ <প্রাঃ বাং চলিঅই <প্রাঃ চলীঅই <প্রাঃ ভাঃ চল্যতে। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা মঃ বাং উত্তম পুরুষের বহুবচনের সহিত ব্যবহৃত হইত। উত্তম পুরুষের একবচনের পদ চলোঁ। <চলম্ <প্রাঃ বাং চলম্ <প্রাঃ চলমি<প্রাঃ ভাঃ চলামি। এক্ষণে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি বুলিতে এবং আসামী ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঃ বাং উত্তম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি হুঁ, মঃ বাং দেবতার বন্দনায় প্রণমহোঁ, প্রণমহুঁ, প্রণমহো, প্রণমহ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রাঃ বাং হইতে রক্ষিত। যথা—'প্রণমহোঁ ব্যাসমুনি গুণের সাগর। পাঠান্তর প্রণমহো ব্যাসদেব গুণের নিধান' (কবীন্দ্রের মহাভারত)। 'প্রণমহো নারায়ণ পুরুষ প্রধান' (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই বিভক্তি পাওয়া যায় না। প্রাঃ বাঙ্গালার হুঁ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমাদের মতে অহুঁ <অম্হুঁ <অম্হ <অস্ম। ইহা সংস্কৃতের অস্মতন

অতীতের (লুঙ) উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি, তাহা হইতে বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশভাবে (Indicative Mood) ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ 'ইত্থা' বিভক্তি অদ্যতন অতীত হইতে বর্ত্তমান নির্দ্দেশভাবের বর্ত্তমানে ব্যক্ত হইয়াছে। Pischel প্রাকৃতে বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশভাবে 'অমহ' বিভক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইহা কেবল আদেশ ভাবে (Imp. Mood) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রত্নাবলী ও শকুন্তলায় নির্দ্দেশভাবে এই অম্হ বিভক্তি দৃষ্ট হয়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে চান—চলহুঁ <চলউঁ <চলবু্ঁ <চলাম। তিনি মনে করেন মধ্যমপুরুষের বহুবচনের রূপে অবস্থিত 'হু', কারের প্রভাবে বা সাদৃশ্যে উত্তমপুরুষেরও বহুবচনে হু-কার আসিয়াছে। তিনি অহুঁ <অম্হুঁ সঙ্গত মনে করেন না। কিন্তু Dr. Alsdorf তাঁহার একটি প্রবন্ধে এইরূপ ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ধ্বনিতত্ত্ব-সঙ্গত বলিয়া দেখাইয়াছেন। (সাঃ পঃ পঃ ১৩৩৭-৯২-৯৩ ও ৯৬-৯৭ পৃঃ)। Alsdorf পরিষ্কার দেখাইয়াছেন যে এই form (রূপ) অস্ম > অম্হ > অহুঁ ; তস্মিণ্ > তম্হি > তহিঁ।

বর্ত্তমানকালের আদেশভাব

[Imperative Mood]

সংস্কৃত

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চলতু	চলতাম	চলন্তু
মধ্যম	চল (দেহি)	চলতম্	চলত
উত্তম	চলানি	চলাব	চলাম।

পালি

প্রথম	চলতু	(দ্বিবচন নাই)	চলন্তু

মধ্যম	চল,চলাহি (চলহি, চলস্ন)	...	চলথ*
উত্তম	চলামি	...	চলাম।

প্রাকৃত

প্রথম	চলউ	(দ্বিবচন নাই)	চলন্ত
মধ্যম	চল, চলস্থ (চলেহি, চলাহি) চলেস্থ	...	চলহ
উত্তম	চলামু (চলমু)	...	চলামো, চলম্হ, চলেম্হ।

অপভ্রংশ

পুরুষ	একবচন	(দ্বিবচন নাই)	বহুবচন
প্রথম	চলউ	...	চলন্তু (চলহিঁ)
মধ্যম	চলু, চলাহি, চলহি	...	চলহু, চলেহু
উত্তম	চলউ (?)	...	চলহুঁ

প্রাচীন বাঙ্গালা

প্রথম	চলউ	চলন্ত
মধ্যম	চল	চলহ
উত্তম	×	চলিঅউ

মধ্য বাঙ্গালা

প্রথম	চলু, চলুক	*চলুন্ত
মধ্যম	চল	চলহ
উত্তম	×	চলিউ

আধুনিক বাঙ্গালা

প্রথম	চলুক	চলুন
মধ্যম	চল্	চল
উত্তম	×	×

*অশোকলিপিতে ত, থ, উভয় বিভক্তি দৃষ্ট হয়।

আধুনিক বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষে 'চলুক' ইহার 'ক' স্বার্থে বিভক্তি। ইহা সংস্কৃতের স্বার্থে 'ক' বিভক্তি হইতে আসিতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহা মুণ্ডা ভাষা হইতে আসিয়াছে। (Ref. Munda affinities of Bengali, Oriental Conference 6th Patna Session, Dr. Shahidullah 1930 p. 7/9) মধ্য বাঙ্গালায় চলু, চলুক দুই রূপই দেখা যায়। চলু <প্রাঃ বাং ও প্রাঃ চলউ <প্রাঃ ভাঃ চলতু।

আধুনিক বাঙ্গালায় 'চলুন' সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে ইহা বাস্তবিক বহুবচনের প্রথম পুরুষের রূপ। চলুন <মঃ বাং *চলুন্ত <প্রাঃ বাং, মঃ ভাঃ প্রাঃ ভাঃ, চলন্তু। *চলুন্ত হইতে কিরূপে চলুন হইয়াছে, তাহা 'চলেন্ত' হইতে 'চলেন' পদের ব্যুৎপত্তিতে দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কেবল 'দেন্ত' একটি শব্দ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাঙ্গালায় চল্ মধ্যম পুরুষের অবজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে ইহা একবচনের পদ। আঃ বাঙ্গালায় অন্ত্য অ-কার লোপের জন্য ইহা হসন্ত হইয়াছে। মঃ বাং, প্রাঃ বাঃ, মঃ ভাঃ, প্রাঃ ভাঃ 'চল'। উড়িয়া ভাষায় অন্ত অ-কার রক্ষিত হওয়ায় বহুবচন পদ 'চল' হইতে পৃথক করণের জন্য 'চলু' এইরূপ পদ সৃষ্ট হয়। এই 'চলু' নির্দ্দেশভাবে প্রযুক্ত হয়। আদেশভাবের জন্য আঃ বাং হইতে হসন্ত 'চল' রূপ গৃহীত হইয়াছে।

উড়িয়া নির্দ্দেশভাব মধ্যমপুরুষের একবচনে-চলু বহুবচনে চল

" আদেশভাব " " চল্ " চল।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বাঙ্গালায় মধ্যম পুরুষের একবচনে একইরূপ 'চলু' ছিল। পরে তাহাদের মধ্যে পৃথককরণ দ্বারা নির্দ্দেশভাবে 'চল' ও আদেশভাবে 'চল' এইরূপ হইয়াছে।

আসামীতে মধ্যম পুরুষের একবচনে নির্দ্দেশভাবে 'চল' (স্বরান্ত) বহুবচনে 'চল' এবং আদেশভাবে একবচনে 'চল্' (হসন্ত) বহুবচনে 'চলা'। আসামীর নির্দ্দেশভাবের মধ্যমপুরুষের একবচনে চল (অকারন্ত) <*চলহ <মঃ আসামী চলস <প্রাঃ আসামী মঃ ভাঃ, প্রাঃ ভাঃ 'চলসি' বহুবচনের 'চলা' <মঃ আসামী,

প্রাঃ আসামী, প্রাকৃত চলহ <পালি ও প্রাঃ ভাঃ চলথ। পালি ভাষায় প্রাঃ ভাঃ নির্দ্দেশভাবের 'চলথ' ও আদেশভাবের 'চলত'—উভয়ই 'চলথ' রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ আদেশভাবের স্থলে নির্দ্দেশভাবের পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। (যেমন পূর্ব্ববঙ্গের বুলিতে 'আপনি দেখুন' স্থলে 'আপনি দেখেন')।

অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের বহুবচনে বস্তুতঃ নির্দ্দেশভাবের পদ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ প্রয়োগ প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ হইতে সমস্ত আঃ ভাঃ আঃ ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছে। ('চল' রূপের ব্যুৎপত্তি পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক বাঙ্গালায় উত্তমপুরুষে আদেশভাবের কোনও রূপ নাই। উড়িয়া এবং আসামীতে নির্দ্দেশভাবের পদ আদেশভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মঃ বাঙ্গালায় আদেশভাবের বহুবচনে উত্তম পুরুষের একটি রূপ ছিল। চলিউ (এ স্থানে উ অব্যুৎপত্তিগত) <প্রাঃ বাং চলিঅউ <প্রাঃ চলীঅউ <*প্রাঃ ভাঃ চল্যতু=চল্যতাম্। ইহা সম্ভবতঃ কর্ম্মবাচ্যের রূপ। মঃ ভাঃ কর্ম্মবাচ্যে পৃথক বিভক্তি না থাকায় কর্ত্তৃবাচ্যের (পরস্মৈপদের) বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ। ইহা নির্দ্দেশভাবের উত্তমপুরুষের বহুবচনের পদের সহিত তুলনীয়।

সামান্য অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূল (Bases)

অতীত কালের ক্রিয়ামূল -ইল প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা—দেখিল, চলিল ইত্যাদি। মঃ বাং ও আঃ বাঙ্গালায় বর্ত্তমান কালের ধাতুমূলের সহিত -ইল-যোগে অতীত কালের ধাতুমূল গঠিত হয়। যথা—আসিল <আস+ইল, হইল <হ+ইল, শুইল <শো+ইল। কিন্তু মঃ বাঙ্গালায় কতকগুলি অতীত ক্রিয়ামূল দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বর্ত্তমান ক্রিয়ামূল হইতে উৎপন্ন নহে; কিন্তু ভাব বা কর্ম্মবাচ্যের (Past Passive Participle) কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত শব্দের সহিত ইল-যোগে উৎপন্ন। যথা—আইল <আয়+ইল, আয় <প্রাঃ

আঅঅ <প্রাঃ ভা: আগত=আগম্+ত; আইল; ভইল <ভইঅ+ইল, ভইঅ <*ভৈঅ <*প্রা: ভা: ভবিত=ভূত; সুতিল <সূত+ইল, সূত <মঃ ভা: সুত্ত <প্রাঃ ভাঃ সুপ্ত।

প্রা: বাঙ্গালায় এইরূপেই অতীত ক্রিয়ামূল উৎপন্ন হইত। ম: বাঙ্গালায় তাহার কিছু রক্ষিত হয় কিন্তু এই সময় হইতেই বর্ত্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত -ইল যোগে অতীত ক্রিয়ামূল গঠনের সূত্রপাত হয়। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মইল, মরিল; ভইল; হইল; প্রভৃতি যুগ্মরূপ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি প্রাচীন, দ্বিতীয়টি নব্য সৃষ্টি। এখনো আমরা কথা ভাষায় বলি 'এল' কিন্তু সাধুভাষায় আসিল। এল <মঃ বাং, প্রাঃ বাং আইল <প্রা: আঅঅ +ইল, আঅঅ <আগত; মইল <প্রাঃ মঅ+ইল, মঅ <প্রাঃ ভা: মৃত। এইরূপে কইল প্রাচীন ও করিল আধুনিক রূপ। আ: বাঙ্গালায় কেবলমাত্র "গেল"—এই একটি প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে। যথা প্রা: বাং গেল <গঅ+ইল। এই -ইল প্রত্যয় অপভ্রংশে ও অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে-ইল্লরূপে দৃষ্ট হয়। প্রা: বাঙ্গালায় অতীত কালের তিনটি রূপ ছিল:—

(১) প্রা: ভা: কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের অতীত কালের-'ত' (ক্ত) প্রত্যয় যুক্ত শব্দ হইতে, যথা— পইঠা <প্রাঃ পইট্‌ঠঅ <প্রা: ভা: প্রবিষ্টক, দীঠা <প্রা: দীট্‌ঠঅ <প্রা: ভাঃ দৃষ্টক।

(২) বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ামূলের সহিত-ইল যোগে—যথা—দেখিল, আছিল। 'এত্তকাল মুই আছিল।'

(৩) প্রা: ভা: কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের অতীতকালে -ইত প্রত্যয়-যুক্ত শব্দ হইত। যথা—ভইআ <*প্রাঃ ভা: ভবিত=ভূত। অপভ্রংশ স্তর হইতে আগত ইউ <ইত: (কর্ত্তৃকারকে) প্রাচীন বাঙ্গালায় কতিপয়স্থলে দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ামূলের সহিত -ইব যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। প্রা: ভাঃ আ: ভাষায় ধাতুর সহিত -তব্য, ইতব্য যোগে কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের কর্ত্তব্য অর্থে পদ গঠিত হইত। ইহা হইতে প্রা: বাঙ্গালায়

ভবিষ্যৎ কালের সূচনার জন্য ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাঃ বাঙ্গালার ধাতুর -ইব <প্রা: *-ইব্য <-ইঅব্য <প্রা: ভাঃ ইতব্য। প্রাঃ বাঙ্গালায় ধাতুর সহিত-ইব যোগ না হইয়া বর্ত্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত যোগ হইত। এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক সময় পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃতে ধাতু এবং বর্ত্তমান ক্রিয়ামূলের -উভয়ের সহিত অব্ব <তব্য কিংবা ইঅব্ব <ইতব্য যুক্ত হইত। যথা—প্রাঃ ভা: শ্রোতব্য> পাঃ সোতব্ব, সুনিতব্য> প্রাঃ সোঅব্ব, সুনিঅব্ব> বাং শুনিব। ইহারই সাদৃশ্যে অতীত কালের ক্রিয়ামূল সর্ব্বত্র ধাতু হইতে নিষ্পন্ন না হইয়া ক্রমশ: বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ামূল হইতে নিষ্পন্ন। প্রাঃ ভাঃ ভবিষ্যৎ ক্রিযাপদ প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালায় কয়েকটি পদে রক্ষিত ছিল। যথা—প্রাঃ ভাঃ চলিষ্যতি> প্রা: প্রাকৃত *চলিহতি> *চলিহই> মঃ বাং চলিহ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)। এস্থানে ইহা দ্রষ্টব্য যে, কেবলমাত্র প্রথমপুরুষের একবচনে এই রূপ (form) রক্ষিত ছিল। মধ্যম পুরুষের বহুবচনেও একটি রূপ ছিল। কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎসূচক আদেশ বা অনুরোধভাবে ব্যবহৃত হইত। ইহা আঃ বাঙ্গালাতেও প্রচলিত আছে। যথা—চলিও <মঃ ও প্রা: বাং চলিহ <*অপ: চলিহঅ <প্রাঃ চলিহিহ <প্রাঃ প্রাকৃত চলিহিত <প্রা: ভাঃ চলিষ্যথ। মঃ বাঙ্গালার চলিহে রূপ আ: বাঙ্গালায় লুপ্ত হইয়াছে।

নিত্য অতীত কালের ক্রিয়ামূল বর্ত্তমান ক্রিয়ামূলের সহিত -ইত যোগে নিষ্পন্ন হয়। এই-ইত-র ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে -ইত <প্রা: বাং অন্ত, এন্ত <ম: ভা: অন্ত, এন্ত <প্রাঃ ভাঃ অন্ত, অয়ন্ত (ব্যাকরণের শতৃপ্রত্যয়) [O.D.B L. P. 959] এই ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি আছে। (১) সংস্কৃতের শতৃপ্রত্যয় দ্বারা নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত (Habitual Past) বুঝায় না, কিন্তু নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান বুঝায়। ভাষার বিবর্ত্তনে ভাবের বিবর্ত্তন হইতে পারে স্বীকার করিলেও অন্ত >ইত ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। অধিকন্তু বাঙ্গালায় -ইত প্রত্যয়যুক্ত পদ নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ভিন্ন অতীত কালের সংশয় ভাবেও (Subjunctive mood) ব্যবহৃত হয়। যথা 'যদি সে পরিশ্রম করিত, তবে ধনী হইত'। এখানে সংশয় ভাব

(Subjunctive mood)। 'সে প্রত্যহ নিয়মিত পরিশ্রম করিত'। এখানে নির্দ্দেশভাবে নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত। প্রাদেশিক বাঙ্গালায় ইহার অতিরিক্ত আর একটি প্রয়োগ দেখা যায়। 'আমি কি করতাম্'-আমি কি করিতে পারি-এই অর্থে।

খুব সম্ভবতঃ নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও সংশয় ভাবের অতীত (Conditional Past) ইহাদের জন্য যথাক্রমে 'চলিথ' ও 'চলন্ত' এই দুইটি পৃথকরূপ প্রাঃ বাঙ্গালায় ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহাদের সংমিশ্রণে 'চলিত' এইরূপ হইয়াছে। অর্দ্ধমাগধীতে সমস্ত পুরুষে ও বচনে অতীত কালের এথ, ইথ, (এত্থা, ইত্থা) প্রত্যয় হয়। যথা, প্রথম পুরুষ একবচন সেবিথ, সেবিত্থা (সেবা করিত-অর্থে), হোত্থা (হইত), কারেত্থা (করাইত)। মধ্যম পুরুষ বহুবচন -লভিত্থ (তুমি লভিতে=লাভ করিতে)। প্রথম পুরুষ বহুবচন হোত্থা, (Pischel, Para 517), ইত্থ পিচেলের মতে সংস্কৃতের লুঙের (Aorist Past) প্রথম পুরুষ একবচনে আত্মনেপদী বিভক্তি হইতে উৎপন্ন। চলন্ত পদটি প্রাকৃত ও অপভ্রংশের রূপ হইতে আগত। হেমচন্দ্র ক্রিয়াতিপত্তি (Conditional) অর্থে প্রাকৃতে অন্ত প্রত্যয়ের বিধান দিয়াছেন। (৮ম অধ্যায়, ৩য় পাদের ১৮০ পৃঃ)।

হরিণট্‌ঠাণে হরিণঙ্ক জইসি। হরিণাহিবং নিবেসন্তো ॥
নসহন্তো চ্চিঅ তো রাহু পরিহবং সেজিঅন্তস্স ॥

অপভ্রংশের এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়

জিবঁ তিবঁ তিকখা লেবি কর জই সসিছোলিজ্জন্ত।
তো জই গোরিহে মুহ কসলি সবিসিম কাচি লহন্ত। ৮।৪।৩৯৫

এই অন্ত সংস্কৃতের অন্ত (শতৃ প্রত্যয়) হইতে আগত।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে (লিপিকাল ৯৮৫ সাল=১৫৭৮ খৃঃ) থাকিথ, খাইথ, করিথু, আসিথে ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়।

৭ উড়িয়া ভাষায় 'অন্ত' রূপ পাওয়া যায়। ক্রিয়াতিপত্তিতে 'অন্ত' এবং নিত্যপ্রবৃত্ততে 'ইথ' রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সে আসি থাএ=সে আসিত। তেতে বেলে সে করিথাএ=তখন সে করিত। করিথাএ=করি+থাএ, থা ধাতু হইতে অধুনা এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইলেও প্রাচীন রূপ "করিথ" ছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন প্রাকৃত 'করিজ্জই' হইতে পরবর্ত্তী কালে 'করা যায়' করা হইয়াছে। এখানে 'যায়' যা ধাতু হইতে কিন্তু পূর্ব্বে কর্ম্মবাচ্যের রূপ ভেদ ছিল মাত্র। ক্রিয়াতিপত্তিতে উড়িয়ায় 'অন্ত' বিভক্তি হয়, যেমন 'পাপ ছাড়িলে তুম্ভর মঙ্গল হুঅন্তা' (পাপ ছাড়িলে তোমার মঙ্গল হইত)। ইহা প্রাঃ বাং রূপের সদৃশ। আসামীতে মিশ্র ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়াতিপত্তি প্রকাশ করা হয়; যথা করিলেঁ। হেঁতেন=বাং (যদি আমি) করিতাম। মঃ আসামীতে হেঁতেন স্থলে 'হেঁন্তেন' রূপ দেখা যায় যেমন পাইল হেন্তে=বাং পাইতাম। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে হেন্তে <*অহেন্তহি < √'অহ' কিংবা 'হি' (সহি্স)। এ স্থলেও আমরা মূলে অন্ত বিভক্তি দেখিতেছি।

ক্রিয়াবিভক্তি

[Personal endings]

অতীত

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অ	এন
মধ্যম	ই	এ
উত্তম	আম	আম

ভবিষ্যৎ

প্রথম	এ	এন
মধ্যম	ই	এ
উত্তম	অ	অ

নিত্য প্রবৃত্ত অতীত

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অ	এন
মধ্যম	ইস্	এ
উত্তম	আম	আম

এই বিভক্তিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায়, কোনও কোনও স্থলে এই একই বিভক্তি তিন কালে ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'এন' মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'এ'। অন্য কতিপয় স্থানে একই বিভক্তি দুইকালে ব্যবহৃত হইত। যেমন অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীতে প্রথমপুরুষের একবচনে 'অ' এবং উত্তমপুরুষের আম, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষের একবচনে 'ই'। কতিপয় স্থলে বিভক্তি কেবলমাত্র একটি কালে লক্ষিত হয়। যথা ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষ একবচনে 'এ' নিত্যবৃত্ত মধ্যম পুরুষ একবচনে 'ইস্' ভবিষ্যৎ উত্তম পুরুষ 'অ'। এইরূপ ঐক্য ও বৈষম্যের কারণ কি তাহা গবেষণার বিষয়। আমরা এক্ষণে ইহাদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাঙ্গালার ন্যায় আসামীতে, উড়িয়া এবং বিহারীতেও এই সমস্ত ক্রিয়ামূলের পর বিভক্তিযুক্ত হয় কিন্তু সেগুলি আকৃতিতে পৃথক। তুলনার নিমিত্ত নিম্নে উড়িয়া ক্রিয়া বিভক্তিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

অতীত

	একবচনে	বহুবচনে
প্রথম পুরুষ	আ	এ
মধ্যম ,,	উ	×
উত্তম ,,	ই	উ

ভবিষ্যৎ

	একবচনে	বহুবচনে
প্রথম পুরুষ	অ	এ
মধ্যম ,,	উ	অ
উত্তম ,,	ই	উ, আ

ক্রিয়াতিপত্তি

প্রথম পুরুষ	আ	এ
মধ্যম ,,	উ	অ
উত্তম ,,	ই	উ

এইরূপ মৈথিলীতেও বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি দৃষ্ট হয়। আসামী ক্রিয়া-বিভক্তি বাঙ্গালার অতি নিকটবর্ত্তী বিধায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

আসামী ক্রিয়াবিভক্তি

	অতীত		ভবিষ্যৎ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	এ (অকর্ম্মক)	এ	অ	অ
মধ্যম	ই	আ	ই	আ
উত্তম	ওঁ	ওঁ	ইস্ (ইবস্থানে)	ইস্ (ইবস্থানে)

আসামী বিভক্তিগুলি বাঙ্গালা বিভক্তির সহিত মঃ বাং যুগে একই ছিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিলে অনায়াসে বুঝা যায়। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষাগুলির অতীত ও নিত্যপ্রবৃত্ত অতীতের ক্রিয়ামূল এক হইলেও বিভক্তিগুলি পৃথক হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, উড়িয়া ও বিহারী (মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়া) ভাষায় তাহাদের ভাষা-জননী হইতে পৃথক হইবার পর এই সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলি যুক্ত হইয়াছে। অবশ্য বাঙ্গালায় ক্রিয়াবিভক্তিগুলি উৎপন্ন হইবার পর আসামী ভাষায় সেগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়াছে। তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারি এই

সমস্ত সহোদরা ভাষায় মূলভাষার কোন ক্রিয়াবিভক্তি ছিল না। কেবলমাত্র ক্রিয়ামূলের দ্বারা সমস্ত পুরুষ ও বচন প্রকাশিত হইত। এইরূপ প্রয়োগ মঃ ভাঃ ও প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার বাক্যধারা (Idioms) অনুযায়ী হইয়াছিল। যথা—প্রাঃ ভাঃ তেন দৃষ্টম্, তৈঃ দৃষ্টম, ত্বয়া দৃষ্টম, যুষ্মাভিঃ দৃষ্টম, ময়া দৃষ্টম—অস্মাভিঃ দৃষ্টম এইরূপ হইত।

ইহা হইতে প্রাক বাঙ্গালা ভাষায় (Proto Bengali) সে এইরূপ দেখিল, তিন্হ দেখিল, তই দেখিল, তুহ্মে দেখিল, মই দেখিল, আহ্মে দেখিল। পদ আমরা অনুমান করিতে পারি। এইরূপ স্থলে অবশ্য অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তার লিঙ্গ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মের লিঙ্গ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত। যেমন প্রাঃ ভাঃ সা আগতা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় রাহী গেলী, বড়াই চলিলি ইত্যাদি। সকর্ম্মক ক্রিয়া প্রাঃ বাং মুই ঘালিলি হাড়েরি মালি, প্রাঃ ভাঃ ময়া অস্থিমালা ধৃতা। প্রাঃ বাঃ মুই দিবি পরিচ্ছা, প্রাঃ ভাঃ ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা। অন্যত্র 'কাহ্ন কহি গই করিব নিবাস।' অতীত কালে সম্ভবতঃ প্রাঃ বাঙ্গালায় বিভক্তিযোগ ইচ্ছাধীন ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আমরা তিন পুরুষেই ক্রিয়াপদে বিভক্তিশূন্য দেখিতে পাই। যেমন সে কইল, তুহ্মি কইল, আহ্মি কইল (২৬ পৃঃ)। প্রথম পুরুষ—দূতী অপরাধ কইল, মধ্যম পুরুষ—তোহ্মে কইল মোর বাঁশী চুরি, উত্তম পুরুষ—হেন কালে কইল রাধা তোহ্মার কারণে, অবতার কইল তোহ্মে।

ভবিষ্যৎ কালেও আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় উত্তম ও প্রথম পুরুষে বিভক্তিশূন্য রূপ দেখিতে পাই। যেমন, আহ্মে করিব, সে করিব। প্রাঃ বাঙ্গালায় তিন পুরুষেই এবং সকল বচনে অতীত ও ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়ার রূপ অপরিবর্ত্তিত থাকিত। কেবলমাত্র সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মে স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়ায় স্ত্রীপ্রত্যয় হইত। এইরূপ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও হইত। ইহা ভাষার প্রাচীন রীতির অনুসরণ মাত্র। যথা, মই দিবি পিরিচ্ছা=সং ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা। মই ঘলিলি (শুদ্ধ ঘালিলি) মালি (বৌদ্ধ গান)=সং ময়া মালা ধৃতা।

ক্রিয়াবিভক্তিগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রিয়ারসনের মত এই যে, এগুলি সর্ব্বনাম হইতে উৎপন্ন। যথা, দেখিলি = দেখিল + ই, এখানে ই = তুই। কাশ্মিরী প্রভৃতি ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আছে। অন্যমত এই যে বর্ত্তমান কাল হইতে সাদৃশ্য হেতু (By Analogy) ক্রিয়াবিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এক্ষণে এই সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

উত্তম পুরুষ—উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকালে কোন বিভক্তিযোগ হয় না। কিন্তু অন্যত্র (অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত এবং সংশয় ভাব) 'আম' বিভক্তি হয়। যথা, আমি বলিলাম, আমি চলিতাম কিন্তু আমি চলিব। মঃ বাংলায় উত্তম পুরুষের একবচনে 'ওঁ' বিভক্তি হয়। যথা, মোএঁ দেখিলোঁ, দেখিবোঁ, দেখিতোঁ। কিন্তু উত্তম পুরুষের বহুবচনে কোন বিভক্তি ছিল না। যথা, আহ্মো দেখিল, দেখিত, দেখিব। অকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীত কালে বহুবচনে 'আহোঁ' বিভক্তি হইত। যেমন হইলাহোঁ, "আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতি (শ্রী কৃঃ কীঃ)।" এই 'আহোঁ' বিভক্তি হইতে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে নিম্নলিখিতরূপে 'আম' বিভক্তি ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ইলাহোঁ> ইলাবোঁ> ইলাবঁ> ইলাঙ্> ইলাম (O. D. B. L. p. 76) কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিতে ইলাবোঁ ও ইলাবঁ আনুমানিক; ইলাহোঁ> ইলাওঁ, তাহা হইতে ইলাম অনায়াসে হইতে পারে। মঃ বাঙ্গালায় ইলাওঁ, ইলাঙ্ রূপে লিখিত হইত। যেমন—রাখিলাঙ, থাকিতাঙ্। এইরূপ প্রাচীন মঃ বং ইতাহোঁ> অর্ব্বাচীন মঃ বাং ইতাওঁ> ইতাম। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে আসলে এই আহোঁ <প্রাঃ বাং হাঁউ অপঃ হউ<হকম <অহকম=সং অহম্। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহাতে ক্রিয়াপদটি একবচনের হয় কিন্তু আমরা দেখিয়াছি উহা বহুবচনের রূপ। এইজন্য আমরা মনে করি, আহোঁ বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। প্রাঃ বাং প্রণমহুঁ> মঃ বাং প্রণামহোঁ। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে বর্ত্তমান বিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছে এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। কিংবা আহোঁ <*আহহোঁ <প্রাঃ বাং *আহহু।

√আহ <সং √অস। দেখিল + আমি> দেখিলামি> দেখিলাই> দেখিলাণ। এইরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভবপর, কিন্তু অর্ব্বাচীন মঃ বাঙ্গালায় 'দেখিলাওঁ' এবং প্রাচীন মঃ বাঙ্গালায় 'দেখিলহোঁ' রূপ থাকায় এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না। অতএব ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'দেখিলাম' উত্তম পুরুষের বহুবচনের পদ। বর্ত্তমান কালের ন্যায় অন্যত্র উত্তম পুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদটি বাঙ্গালাভাষায় লোপ হইয়াছে কিন্তু আসামী ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। অন্যপক্ষে আসামী ভাষায় বহুবচনের রূপ লুপ্ত হওয়ায় উত্তমপুরুষ মাত্রেই একবচনের রূপ ব্যবহৃত হইতেছে, যেমন—মই দেখিলোঁ, আমি দেখিলোঁ। প্রাচীন রূপ ছিল, মই দেখিলোঁ, আমি দেখিলাহোঁ।

প্রাদেশিক বাঙ্গালার চলিমু, চলুম্‌, চলিম ক্রিয়ারূপগুলি মূলে চলিবোঁ উত্তমপুরুষের একবচন হইতে আসিয়াছে। প্রাদেশিক বাঙ্গালার 'চলিবাম' অতীত ও নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সংশয়ভাবের সহিত সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছে। c f. চৈঃ ভাঃ আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে' (৫ম অধ্যায়)।

মধ্যম পুরুষ

মধ্যম পুরুষের বিভক্তি অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালে এক, যেমন—তুই চলিলি, তুই চলিবি, তুমি চলিলে, তুমি চলিবে কিন্তু নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সংশয় ভাবে মধ্যমপুরুষের একবচনের বিভক্তিটি বিভিন্ন—তুই চলিতিস্‌। বহুবচনের বিভক্তির পূর্ব্বরূপ 'আ' এখনো প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ রক্ষিত আছে। স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে 'ই'-কারের পরস্থিত আ-কার 'এ'-কার হইয়াছে। করিবা> করিবে। কিন্তু এই আ-কারের ব্যুৎপত্তি কি? ইহার উত্তর পরে দিতেছি। নিত্যবৃত্ত অতীত (habitual Past) ও সংশয় ভাবে (subjunctive mood) মধ্যম পুরুষের একবচনে ইস বিভক্তি বর্ত্তমান কাল হইতে আসিয়াছে। চলিস্‌ <*চলইস <চলসি, ইহার সাদৃশ্যে চলিতিস পদ উৎপন্ন

হইয়াছে। কিন্তু ই-কার বিভক্তির উৎপত্তি কি? (চলিলি)। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই 'ই' বিভক্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহার উৎপত্তি অজ্ঞাত। (O. D. B. L. P. 978) তিনি অগত্যা ইহাকে অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের একবচনের 'হি' হইতে 'হ' লোপে 'ই' হইয়াছে মনে করেন। কিন্তু অনুজ্ঞা হইতে ক্রিয়াবিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালাভাষায় দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি সন্দেহজনক। অধিকন্তু মধ্য বাঙ্গালায় অনুজ্ঞার বিভক্তি 'হি' ছিল না। সুতরাং বর্ত্তমান অনুজ্ঞা হইতে অন্যকালে এই বিভক্তি আনিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। ইহার ব্যুৎপত্তি আমরা নিম্নলিখিত রূপে করিতে পারি। ই <অর্ব্বাচীন মঃ বাং ইস্ <প্রাঃ মঃ বাং ইসি <আসি। 'কেমনে মৈলিসি গোয়ালী' (শ্রী কৃঃ কীঃ) 'ব্রহ্ম বধ করিয়া তুমি (তুই শুদ্ধ) লুকাইসিগস ডরে, (রামায়ণ)। কথ্য বাঙ্গালায় 'ছিলিস' এখনও পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে প্রাঃ বাঙ্গালায় চলতি <চলতিল্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সাধারণ নিয়মানুসারে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াবিভক্তি অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছে। তবে ই <ইস্. অসাধারণ বটে। বোধ হয় ই-কারের পরবর্ত্তী না হওয়ায় স> হ এবং লোপ হইয়াছে। লুকাইলি <*লুকাইলিহ <লুকাইলিস্ <লুকাইলিসি <লুকাইলসি।

এক্ষণে বহুবচনের এ <আ বিভক্তির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিব। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার দুইটি ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন। (১) যেমন চলিলা <চলিলাআ <চলিলাহা <চলিলাহ। এখানে বর্ত্তমান কাল হইতে এই 'হ' বিভক্তি আসিয়াছে; যেমন চলহ (মঃ ও প্রাঃ বাং)। (২) তাঁহার মতে 'আ' নির্দ্দেশবাচক বিভক্তি হইতে পারে। মঃ বাঙ্গালায় চলিলা, চলিলাহা দুই রূপই ছিল। অর্ব্বাচীন মঃ বাঙ্গালায় এই দুই রূপ হইতেই চলিলা পদ আসিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে স্বর সঙ্গতির (Vowel Harmony) জন্য চলিলে হইয়াছে; এইরূপ চলিবে<চলিবা। আমার মনে হয়, এই 'আ' বিভক্তি বহুবচনের সিদ্ধ। তুমি চলিলা<প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ যূয়ং চলিতাঃ।

প্রথম পুরুষ

প্রথম পুরুষের একবচনে অতীত, নিত্য-প্রবৃত্ত অতীত এবং সংশয় ভাবে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। যথা, সে চলিল, সে চলিত; কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে 'এ' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, সে চলিবে; কিন্তু কথ্য ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতকালে এই বিভক্তি হয়। যেমন, সে বল্লে, সে দেখ্‌লে। এই 'এ'কার বর্ত্তমান কাল হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষের একবচনে কোনও বিভক্তি যোগ হয় না। মঃ বাঙ্গালাতেও এইরূপ ছিল। সুতরাং 'এ'কার যোগ আধুনিক। অতীতকালের কথ্য ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ায় এই 'এ'কার যোগ হইলে লেখ্য ভাষার প্রাচীন রূপ রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম পুরুষের বহুবচনে (সম্মান)-এন বিভক্তি নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান কাল হইতে আসিয়াছে—তিনি চলেন, তিনি চলিতেন, তিনি চলিবেন।

কয়েকটি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ

ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, দুইটি প্রাচীন বাঙ্গালা ধাতু ছিল একটি 'হো' <সং ভব √ভূ এবং আর একটী 'অহ্‌' বা 'হ' <সং অস্‌। এই দুইটী ধাতুর গোলযোগে আধুনিক বাঙ্গালায় 'হ' ধাতুর বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ হইয়াছে। তাঁহার মতে হইব <হোইবু। এই জন্য কথ্য বাঙ্গলায় ইহা হবো। যদি হইব <হোইব হইত তবে কথ্য ভাষায় হোবো <হোইব। অন্যপক্ষে কথ্য হোলুম <*হোইলুম। ইহা *অহিলুম হইতে আসিতে পারে না; তাহা হইলে কথ্য ভাষায় হইলুম হইত। যেমন—কহিলুম >কৈলুম, সেইরূপ অহিলুম >হৈলুম হইত। মোট কথা কথ্য ভাষার প্রমাণ ভবিষ্যৎ কাল √অহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। এইরূপ অতীতকাল 'হো' ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় আহ্‌ <অস্‌ ধাতু ছিল। মানভূম জেলার খাড়িয়া ধারে বুলিতে (L. S. I. Vol. 5. 1. 97) 'আহয়', 'হয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। মধ্য আসামীতে 'আহন্তে'

ক্রিয়াপদ পাওয়া গিয়াছে। (অসমীয়া ভাষার মৌলিক বিচার, ১১২ পৃঃ)। কিন্তু অনুমান ভিন্ন 'অহ্' বা 'হ্' ধাতুর কোনও দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'হো' ধাতু হইতে 'ও'-কার লোপে 'হ' ধাতু হওয়ায় ধ্বনিতত্ত্বের অনিয়মে প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালার 'বোল্' ধাতু হইতে আধুনিক বাঙ্গালার 'বল্' ধাতু হইয়াছে। (বুলি, হরিবোল ইত্যাদি শব্দে বোল্ ধাতু রক্ষিত হইয়াছে)। সম্ভবতঃ কথ্য বাঙ্গালার 'হবো' উচ্চারণ অন্য স্থানের স্থানীয় উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। (চব্বিশ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে কথ্য ভাষায় করবো, ক'রবো নয় ; ধরবো, ধ'রবো নয় ; চলবো, চ'লবো নয় ; বলবো, ব'লবো নয়)। সংক্ষেপে আমাদের মতে আধুনিক হ<মঃ বাঃ ও প্রাঃ বাঃ হো ; যেমন—আধুনিক বল্<প্রাঃ ও মঃ বাঃ বোল্।

আছ্ ধাতু

পূর্ব্বে ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ ছিল। কেহ আছে<অচ্ছতি মনে করিত, কেহ আছে<আস্তে মনে করিত। কিন্তু বর্ত্তমান ভাষাতাত্ত্বিকগণের মত যে, আছে<প্রাঃ অচ্ছই<পাঃ অচ্ছতি=অস+ছ+তি। ইহা প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষার কথ্যরূপ ছিল, সাহিত্যের রূপ 'অস্তি'। বাঙ্গালায় 'আছ' ধাতু অঙ্গহীন। একমাত্র বর্ত্তমান ও অতীত ভিন্ন অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। সে স্থলে 'থাক্' ধাতুর ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মঃ বাঙ্গালায় 'আছ্' ধাতুর আরও কয়েকটি ক্রিয়াপদ ছিল। যেমন অনুজ্ঞার প্রথম পুরুষ 'আছুক' কিংবা 'ছুক'। অসমাপিকা ক্রিয়া -চ্ছিয়া, -চ্ছিতে ইত্যাদি। আঃ বাঙ্গালায় অতীত কালের আছ্ ধাতুর 'আ' লোপ হইয়াছে কিন্তু মঃ বাঙ্গালায় এবং বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ভাষায় অবিকৃত রূপ দেখা যায়। যেমন—আছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদিও -চ্ছিতে<আছিতে, ছুক<আছুক ক্রিয়ারূপ দেখা যায়। অতীত কালে সর্ব্বত্র √আছ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পশ্চিম বাঙ্গালায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সময় হইতেই এই আ-কার লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বট্ ধাতু

মঃ বাঙ্গালায় বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশভাবে (Indicative mood) বট্ ধাতুর সমস্ত রূপগুলিই ছিল। যথা—আমি বটি, তুমি বট, সে বটে, তিনি বটেন; কিন্তু আঃ বাঙ্গালায় বটে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। বটে <প্রাঃ বট্টই <সং বর্ত্ততে। এখানে ধ্বনি-পরিবর্ত্তন অসাধারণ। সাধারণ নিয়মে 'বাটে' হইত।

রহ ধাতু

ডঃ চট্টোপাধ্যায় ইহার ব্যুৎপত্তি লইয়া প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। আমার মতে রহে <রহই <*রাখই <প্রাঃ রক্খই <সং রক্ষতি। নিয়মিত ধ্বনিতত্ত্ব অনুযায়ী 'রাহ্' ধাতু হওয়া প্রয়োজন ছিল। ইহার অনুরূপ ধ্বনি পরিবর্ত্তন 'বটে'। হ <সং ক্ষ—যথা, প্রাঃ দাহিণ <সং দক্ষিণ। এই অনুযায়ী রক্ষতি হইতে 'রাহে' হওয়া উচিত ছিল। বাঙ্গালায় রহ্ ধাতুর প্রযোজক (causative) রূপ 'রহা' যেমন—'কিবা চাহে কাহ্ন বাটে রহায়' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৮), 'মন পবন গগনে রহাই' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৫৮)। 'রাখ' ধাতু সকর্ম্মক, রহ্ ধাতু অকর্ম্মক। উভয়েই সং রক্ষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ডঃ চট্টোপাধ্যায় 'রহে'র নিম্নলিখিত ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন যদিও তিনি ইহা সন্তোষজনক মনে করেন নাইঃ—রহে <রহই <*রহিঅই <*রাহিঅই <প্রাঃ রকিখ্অই <সং রক্ষ্যতে। সম্ভবতঃ 'রহ' ধাতু এবং 'বট' ধাতু ভাষান্তর হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যা ধাতু

ইহা সংস্কৃত 'যা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় 'যা' ধাতু অঙ্গহীন। অতীত কালে যা ধাতুর প্রয়োগ নাই গইল ইত্যাদি রূপ অশুদ্ধ। গেল <*গইল <*গঅ+ইল্ল; গঅ <সং গত, স্বার্থে ইল্ল প্রত্যয়। কোন কোনও ধাতুর অতীত কালে একটি

প্রাচীন ও একটি আধুনিক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রূপটি সংস্কৃতের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Past Passive Participle) 'ইল' যোগে উৎপন্ন। 'আসিল' আধুনিক রূপ, ইহার প্রাচীন রূপ আইল> 'এলো' কথ্য ভাষা। 'যদি' আসিল শুদ্ধ হয়, 'যাইল'ও হইতে পারিত, কিন্তু সাধু ভাষায় ইহা গৃহীত হয় নাই। প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালার কইল, কৈল ; মইল, মৈল ; ভইল, ভৈল, শুতিল ইত্যাদি অতীত কালের প্রাচীন রূপ। আঃ বাং করিল, মরিল, হইল, শুইল।

লে ধাতু

প্রাকৃতে 'লে' ধাতু আছে। ইহা 'দে' ধাতুর সাদৃশ্যে। কিন্তু বাস্তবিক প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষায় 'দা' ও 'দয়' দুইটি ধাতু ছিল। পালি ও প্রাকৃতে 'দা' ধাতুর স্থানে √দয় ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য পালি দেতি> প্রাঃ দেই। সাধারণের নিকট দে <√দা ; এইরূপ সং লে <√লা। কথ্য ভাষায় এই 'লে' ধাতু রক্ষিত আছে সাহিত্যিক কথ্য ভাষায় নে হইয়াছে। কিন্তু সাধু ভাষায় 'লে' স্থানে 'ল' ধাতু হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ল' ধাতু আছে, লে ধাতু নাই ; কিন্তু সাধুভাষায় অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের একবচনে 'লে।' ইহাতে বুঝিতে পারি মূলে ধাতুটি 'লে', 'ল' তাহার বিকার মাত্র। এই 'লে' হইতে 'ল' অসমাপিকা ক্রিয়ার 'লই,' 'লইয়া' দ্বারা প্রাভাবান্বিত হইয়াছে। প্রাঃ বাঙ্গালায় লেহুঁ, লেমি, লেলী ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া 'লই',-'লইঅ'।

দে ধাতু

ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সন্ধিবশতঃ ধাতুরূপ মধ্যে 'দি'রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন—দিল<*দেইল ; দিব<*দেইব, দিস<*দেইস< পাঃ ; প্রাঃ ; প্রাঃ ও মঃ বাঃ দেসি । আঃ বাং দাও<দ্যাও (কথ্য)<*দেও<পাঃ ; প্রাঃ ; প্রাঃ ও মঃ বাঃ দেহ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তম পুরুষে 'দি' ব্যবহার করিয়াছেন।

আস্ ধাতু

ইহা অতীতকালের কথ্য ভাষায় 'এল' হয়। অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের একবচনে 'আয়' হয়। আস<আসে<প্রা: বা: ও প্রা: আইসই<সং আবিশতি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এল<আইল<*আইল্ল<*আআইল্ল<আয়াত+ইল, য়া ধাতু। কিন্তু আগত+ইল্ হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া অধিক সঙ্গত। আয়<*আআহি< আয়াহি।

বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয়

ধাতুর উত্তরে যে প্রত্যয় হয়, তাহা কৃৎ প্রত্যয়।

ভাচবাচ্য

-অ— ডুব, বোল, বাধ,। <সং অ-বন্ধ, গ্রহ, ভব।

-অত— বসত, ফেরত। <অন্ত<সং অন্ত-বসন্ত্ (বসন)।

-অন— বাঁধন, নাচন। <সং বন্ধন, নর্ত্তন।

-অনি, -উনি— কাঁপুনি, নাচনি, নাচুনি, গাঁথনি। <সং অন+স্ত্রী ইকা=কম্পনিকা।

-আ— পড়া, ধরা, খাওয়া। <সং ইত+স্বার্থে *আক—*পঠিতাক (ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে)। আমার মতে প্রাঃ বা: অব, অবা-বাহব, বোলবা। প্রাঃ ইঅব্ব, ইঅব্বঅ<সং ইতব্য, ইতব্যক।

-আই— বাঁধাই, বাছাই। <আঈ<প্রাঃ আবি্আ<সংঃ আপিকা (আপ+ইকা)। বাঁধাই < বান্ধাই < প্রাঃ বন্ধাবিআ < সং: *বন্ধাপিকা। স্ত্রীলিঙ্গে প্রযোজক ক্রিয়ামূল বন্ধপয়তি।

-আও— ঘেরাও, চড়াও। <-আউ<প্রাঃ অবু্আ<সংঃ আপুকা=(আপ+উ+ক+আ) প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে।

-আন্— চালান্, যোগান্। <প্রাঃ আবণ্<সং আপন প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে। চালান<প্রাঃ *চালাবণ<সং *চলাপন।

-আন— জানান, লেখান। <প্রাঃ আবণঅ<সং আপনক প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে। জানান<প্রাঃ জানাবণঅ <সং জানাপনক=জ্ঞাপনক।

-আনি— লাফানি, শুনানি। <প্রাঃ বাঃ আবনী < প্রাঃ আবণিআ < সং আপনিকা প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে, মূলে হ্রস্বার্থে।

-ই— ডুবি, বুলি <প্রাঃ ইঅ <মঃ ই ক স্বার্থে। উদাহরণ -সন্ধিক, গ্রন্থিক।

-ইবা— চলিবা, দেখিবা। <*ইব্ব <প্রাঃ ইঅব্ব <সং ইতব্য।

-ওয়া— বাঁচোয়া। <আউআ <প্রাঃ আবঅঅ <সং আপুকক [আপ+উক+(ক স্বার্থে)]।

-তা— পড়্তা। <প্রাঃ অন্তঅ <সং *অন্ত (অন)+ক স্বার্থে।

-তি— গণতি, পড়্তি, ধরতি। <প্রাঃ অন্তিআ <সং অন্ত (অন) +ইক স্বার্থে+আ স্ত্রীলিঙ্গে।

-না— কান্না, রান্না। <অনঅ <সং অন+ক স্বার্থে। কান্না < কাঁদনা <প্রাঃ কন্দনঅ <সং ক্রন্দনক।

কর্তৃবাচ্য

-অ— মর মর, কাঁদ কাঁদ, পড় পড়। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই -অ <ও <উ, ঊ <সং উ-ক, ঘাতুক, কামুক, ভাবুক প্রাকৃতে ঊঅ। ডুবুডুবু, নিবুনিবু। আমার মতে ডুবুডুবু প্রভৃতি স্থানে স্বরসঙ্গতির জন্য উ। উদাহরণ—উঁচু <সং উচ্চ, নীচু <সং নীচ। অ <প্রাঃ অঅ <সং অক-খাদক, পালক, দায়ক।

-অন্ত— চলন্ত, জ্বলন্ত। <প্রাঃ অন্ত <সং অন্তৃন্ (অ)।

-ঈয়ে, ইয়ে— গাঈয়ে, গাইয়ে; খাঈয়ে, খাইয়ে। <প্রাঃ অইঅঅ <সং *অক+ইক+ক স্বার্থে। খাইয়ে <খাঅইঅঅ <খাদকিকক=খাদক।

-উক— মিশুক, লাজুক। <সং উক তৎসম।

-তা,-তি— পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মবাচ্যে

-আ— প্রাঃ বাং দীঠা, পইঠা, নিবিতা, জিতা, দাঢ়া ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের (Past Participle) -আ [<প্রাঃ- -(অ) অ <সং ক স্বার্থে] হইতে বর্ত্তমানের ক্রিয়ামূলের (Base) সহিতযোগে 'দেখা' ইত্যাদি পদ উৎপন্ন হইয়াছে। তুং প্রাঃ বাঃ পইঠেল, কএলা, সুতেলা, মএল হইতে পরে পশিল, করিল, শুইল, মরিল। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে আ<ইআ<ইআঅ<সং ইত +আক স্বার্থে সঙ্গত মনে হয় না, যেহেতু আ<ইআ ধ্বনিতত্ত্বে সম্ভব নয়।

-আন',-আনি,-না— পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

করণ বাচ্যে

-অনি, -উনি, -অন, -আনি, -না— পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

অধিকরণ বাচ্যে

আ-,না— পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়

(Secondary suffixes.)

শব্দের উত্তরে যে প্রত্যয় হয়, তাহা তদ্ধিত প্রত্যয়।

-আ— স্বার্থে, অবজ্ঞায়, সদৃশ অর্থে।<প্রাঃ বাং আ<প্রাঃ অ<সং ক।

হরে<প্রাঃ বাঃ হরিআ<হরিঅ<সং হরিষ। রামা<প্রাঃ রামঅ< রামক। পাত; পাতা<প্রাঃ পত্তঅ<সং পত্রক। কাঁচা<প্রাঃ কাচঅ<সং কাচক—কাচের সদৃশ কাঁচা।

-আ— আছে অর্থে।<প্রাঃ বাঃ আ<প্রাঃ বা<সং বান্। জলা<প্রাঃ বাং *জলআ<প্রাঃ জলবা<সং জলবান্। প্রাঃ বাঃ বলআ (৩৮নং চর্য্যা)। নোনা, রোগা……

-অই— তারিখ বুঝাইতে।<মঃ বাঃ অই, অঞি<প্রাঃ বাং অবী<প্রাঃ; সং অমী। সাতই<সাতইঁ, সাতঞি<সাতবীঁ<প্রাঃ সত্তমী<সং সপ্তমী। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাতুই<*সাতঈ<মঃ ভাঃ সত্তমিক=সং সপ্তম (O.D.B.L. PP. 805—806)।

-আই— (১) মনুষ্য নামের সহিত।<আয়<সং আয়ুঃ। কানাই<*কানায়< কন্হায়<কৃষ্ণায়ুঃ। তুং হিন্দুস্থানী—জী<জীব। অদ্ধতৎসম এইজন্য ই<য়<য়ুঃ। কিংবা আই<-আই<-অইঅ<-(অ) ক স্বার্থে+ইক স্বার্থে, *কৃষ্ণকিক।

(২) স্বামী অর্থে। <অই<সং পতি। বোনাই<*বহিনাই<বহিন+অই< বহিনী+অই<ভগিনীপতি।

(৩) ভাবার্থে (Abstract)।<প্রা আই<বৈদিক তাতি। লম্বাই <প্রাঃ লম্বআই<বৈদিক লম্বতাতি=সং লম্বতা। তুং আসামী করাই, মুনিষাই।

(৪) সম্বন্ধীয় অর্থে।<প্রাঃ ঈঅ<সং (ক+ঈ'য়)-কীয়। চোরাই <প্রাঃ চোরঈঅ<চোরকীয়। পারসীর সম্বন্ধবাচক ঈ ইহার সহিত মিশিয়াছে। পারসী বাদশাহী>বাং বাদশাই।

-আচি— (১) শাবক অর্থে। <*আছি <প্রাঃ *অচ্ছিআ <সং *বৎসিকা। বেঙ্গাচি <ব্যঙঅচ্ছিআ <ব্যঙ্গবৎসিকা।

(২) ঘামাচি <*ঘাম মাছি <ঘম্ম মচ্ছিআ <ঘর্ম্ম মক্ষিকা। তুং মেছেতা (freckles)।

-আনা— ভাবার্থে। পারসী হইতে। সাহেবিয়ানা।

-আনি— জল অর্থে। <প্রাঃ আনিঅ <সং পানীয়। নাকানি, ধারানি, খারানি।

-আনী— ভাবার্থে। পারসী আনা+ঈ সম্বন্ধবাচক। বাবুয়ানী।

-আম— ভাবার্থে। <প্রাঃ অম্মঅ <সং কর্ম্মক। পাকাম <পক্ক,অম্মঅ <পক্ক কর্ম্মক।

-আমি— (১) ভাবার্থে। আম+ই সম্বন্ধবাচক। বুড়ামি=বুড়াম+ই।

(২) নির্ম্মাণকারী অর্থে। প্রা: অম্মী <সং কর্ম্মী। ঘরামি <ঘরঅম্মি <গৃহকর্ম্মী। চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঘর+কাম>আম+ঈ।

-আরি, আরী— ব্যবসায়ী অর্থে। <প্রাঃ আরী সং কারী। ভিখারি <ভিক্-খাআরী <ভিক্ষাকারী।

-আল'— আছে অর্থে। <সং ল অস্তি অর্থে। ধারাল <সং *ধারাল ; দুধাল <*দুগ্ধল।

-আল'—আছে অর্থে। <সং আলু শীলার্থে কৃৎ বিভক্তি তদ্ধিতে সংক্রামিত। দাঁতাল <*দন্তালু, কৃপালু, শ্রদ্ধালু প্রভৃতির সাদৃশ্যে। কিংবা <সং বল ; দন্তবল, কৃষিবল,। তুং আসামী খণ্ডাল, খঙ্গাল, কাঁটোবাল।

আল— পালক অর্থে। <প্রাঃ ব্‌াল <সং পাল। রাখাল <রাখোয়াল <রক্‌খব্‌াল <রক্ষপাল ; মৈষাল <মহিষাল <মহিষ পাল প্রাদেশিক শব্দ।

-আল— স্বার্থে। <প্রাঃ অল্ল <সং ল। মাতাল <প্রা: মত্তল্ল <*মত্তল্ল কিংবা সং মত্ত+বল অস্তি অর্থে। মত্ত=মত্ততা।

-আলি— কার্য্য ও ভাবার্থে <প্রাঃ বাং আলি <*অলিঅ <মাগধী *গলিঅ

<পাঃ করিঅ <সং কার্য্য। মিতালি <*মিত্ত, অলিঅ <*মিত্ত-গলিঅ <মিত্তকরিয় <মিত্র কার্য্য। তুং আসামী চতুরালি।

-ই,-ঈ— (১) ভাব, কার্য্য, উৎপন্ন, প্রস্তুত, নিবাস সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে। <পারসী-ঈ। ই, ঈ <সং ঈয় ইহার সহিত মিশিয়াছে। নবাবি, রাখালি; দালালি, চুরি, পশমি, দেশী, পাঞ্জাবী, গোলাপী। তুং আসামী তামী, কপাটি, পাঞ্জাবী।

(২) জীবিকা অর্থে। <প্রাঃ ইঅ <সং ইক। তেলী <প্রাঃ তেল্লিঅ <সং তৈলিক। দাঁড়ি <প্রাঃ দণ্ডিঅ <সং দণ্ডিক।

(৩) ক্ষুদ্র অর্থে। স্ত্রীলিঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র অর্থে আসিয়াছে। <প্রাঃ ইআ <সং ইকা। ছুরি <প্রাঃ ছুরিআ <ক্ষুরিকা। ঘড়ি <প্রাঃ ঘড়িআ <সং ঘটিকা। মাতুলি <প্রাঃ মদ্দলিআ <মর্দ্দলিকা। কাঠি <প্রাঃ কট্ঠআ <সং কাষ্ঠিকা।

(৪) আছে অর্থে। ঈ <সং ইন্। দাগী, কালি।

-ইয়া-, -এ—(১) সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে।<প্রাঃ ইঅঅ<সং ইক+ক স্বার্থে। মেটে<মাটিয়া=মাটি=ইআ<মট্টিআ+ইঅঅ<সং মৃত্তিকা+ইককা। আসামী মটীয়া, বলিয়া।

(২) জীবিকা অর্থে।<প্রাঃ ইঅঅ<সং ইক+ক স্বার্থে। জেলে <জালিয়া<প্রাঃ জালিঅঅ<সং: জালিক+ক স্বার্থে। তুং আসামী জালোৱা, ঢুলীয়া।

(৩) অবজ্ঞা বা আদর অর্থে। <প্রা ইঅঅ<সং: ইক+ক স্বার্থে। ছেলে<ছালিয়া<ছাঅলিঅঅ<*শাবলিকক=শাবক। [মেয়ে<মাইয়া <মাতৃকা ; ইয়া, য়ে বিভক্তি ।

-ইত— করে যে অর্থে।<প্রাঃ ইত্ত<সং ইত, সং বন্ত্‌ বিভক্তির সাদৃশ্যে শব্দের অন্ত্যস্বরের পর। প্রাঃ ফলইউ<সং ফলিত, ফলবন্ত শব্দের সাদৃশ্যে। অন্ত্য-উদাত্তের জন্য দ্বিত্ব। সেবাইত<প্রাঃ সেবাইত্ত<সং সেবিত

+সেবাবন্ত ডাকাইত। পোয়াতী<পুআইতী<*পুঅইত্তী<প্রাঃ পুত্তইত্তী<সং পুত্রিতা=পুত্রবতী। (See. O.D.B.L. PP. 341, 663)। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইত=আইত<প্রাঃ বাঃ আয়ন্ত্<প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ আগন্ত, আয়ন্ত্। অর্থাৎ প্রযোজক এবং নামধাতুর সহিত অন্ত্ (শতৃ) বিভক্তি।

-এল, -ইয়াল— আছে অর্থে।<ইঅ+ল স্বার্থে<সং ইক+ল। সিঁদেল<সন্ধিঅল<সন্ধিকল। গেঁজেল, ঘায়েল, ফুলেল, লাঠিয়াল।

-ইল— আছে অর্থে।<প্রাঃ ইল্ল<সং -ইল (জটিল, ফেনিল)। বিষাইল (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)=বিষাক্ত।

-উ— আছে অর্থে।<প্রাঃ উঅ<সং উক। সরু<মঃ প্রাঃ বাঃ সরুঅ<প্রাঃ সরুঅ<স্বরূপ; [উ বিভক্তি নহে] ঢালু, চালু।

-উক— আছে (নিন্দিত) অর্থে। তৎসম বিভক্তি। পেটুক, লাজুক।

-উড়িয়া, -উড়ে— সম্বন্ধীয়, জীবিকা ইত্যাদি অর্থে। <প্রাঃ অলিঅঅ<সং অলিকক=ল+ইক স্বার্থে কিংবা সম্বন্ধার্থে+ক স্বার্থে সাপুড়ে<*সাপুড়িয়া<*সাপলিয়া< প্রাঃ *সপ্পলিঅঅ<সং সর্পলিকক=সর্পল।

-উয়া,ও— সম্বন্ধীয়, জীবিকা, শীল প্রভৃতি অর্থে।<প্রাঃ উঅঅ<সং উকক=উ+ক+ক স্বার্থে। কেঠো<কাঠুয়া<প্রাঃ *কট্ঠুঅঅ<সং *কাষ্ঠুকক। তুং আসামী ঘরু্বা, কাজুব্া, ভতুবা।

-উরিয়া,-উরে— জীবিকা প্রভৃতি অর্থে।<প্রাঃ *উরিঅঅ<*উড়িকক=উ+ইক+ক স্বার্থে। কাঠুরে<কাঠুরিয়া<প্রাঃ *কট্ঠুরিঅঅ <সং কাষ্ঠুরিকক।

-উলি— ক্ষুদ্রার্থে।<প্রাঃ অলী<সং ল+ঈ স্ত্রীপ্রত্যয় ক্ষুদ্রার্থে। খাটুলি<*খট্টলি<খট্টলী।

-ওয়া— সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে। প্রাঃ ব্<সং বৎ। চাঁদোয়া<চন্দব্<চন্দ্রবৎ; ঘরোয়া।

-করা— প্রতি অর্থে। করা-ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Past Participle) =করআ বিভক্তি। কৃৎপ্রত্যয় -আ দ্রষ্টব্য মণকরা, শতকরা।

-কিয়া,-কে— গণনা অর্থে।<প্রাঃ কিঅত<সং কৃতক। পণকে<পণকিয়া< পণকিঅঅ<পণকৃতক।

-খান, -খানা, খনি— বস্তুবাচক শব্দের সহিত নির্দ্দেশ অর্থে। খান<খাণ্ড<খণ্ড, মধ্য বাঙ্গালা যুগের ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে এই জন্য খাঁড় হয় নাই। খান+আ অবজ্ঞায়=খানা। খান+ই স্ত্রীলিঙ্গ হ্রস্বার্থে বা আদরে। বইখান, কাপড়খানা, ঘরখানি। নাতিনীখানি (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) তুঃ আসামী লরাকণি, ছোব্‌লীকনী। ডলীখান, চালনীখানা, গামছাখানি।

-খানা— স্থান অর্থে। পারশী খানা خانه গৃহ। ডাক্তারখানা, জেলখানা, মুদিখানা।

-খোর— নিন্দিত সেবনকারী অর্থে। পারশী খোর خور পানকারী, ভক্ষণকারী, গুলিখোর, গাঁজাখোর, চুগলিখোর সুদখোর।

-গাছ, গাছা, গাছি—দীর্ঘ, সরু বস্তুবাচক শব্দের সহিত নির্দ্দেশ অর্থে। গাছ< পাঃ গচ্ছ। গাছ+আ অবজ্ঞায়=গাছা। গাছ+ই স্ত্রীলিঙ্গে হ্রস্বার্থে বা আদরে। বেতগাছা. দড়িগাছা, চারগাছি চুড়ি। তুং আসামী গছ,গাছ।

-গিরি— জীবিকা ও কার্য্য অর্থে। পারশী বিভক্তি গরী گری =গর+ঈ সম্বন্ধে, জাদুগর (যাদুকর) তাহার কার্য্য যাদুগরী। বাং মুটেগিরি কেরাণীগিরি, বাবুগিরি।

-গুলা, গুলি— নির্দ্দেশ অর্থে বহুবচনে। গুল <কুল। এই বিভক্তি মঃ বাঙ্গালার। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কুল আছে; গুলা, গুলি নাই। তামিল গল হইতে আসিতে পারে না। গুলা+স্ত্রীপ্রত্যয় ঈ হ্রস্ব অর্থে বা আদরে।

চি— আধার অর্থে। পারশী চি چی বিভক্তি-মশ'আলচী (মশালচী), বাবুর্‌চী (বাবুর্চি) বাং ধূনচি, ধূপচি।

-চি— ক্ষুদ্র অর্থে। পার্শী চা -বিভক্তি -নয়চা, দেগচা (ডেকচি), বাওচা (বাগিচা) বক্‌চা (বোচকা)। বাং চা+স্ত্রী প্রত্যয় ঈ হ্রস্বার্থে -নলচি।

-ছড়া— নির্দ্দেশ অর্থে।<প্রা: চড়আ<সং সটকা = সটা, সিংহের স্কন্ধের চুল। হারছড়া। প্রথমে শব্দ, পরে বাঙ্গালা প্রত্যয়।

-জন— মনুষ্যবোধক। একজন মানুষ, যে জন।

-টা, -টী— নির্দ্দেশ অর্থে। ড: চট্টোপাধ্যায়ের মতে টা<বৃট্ট<বর্ত্ত। টা+ঈ স্ত্রীপ্রত্যয় ক্ষুদ্র বা আদর অর্থে। সংস্কৃতে স্বার্থে 'ত' প্রত্যয় আছে— একত, দ্বিত, ত্রিত। ত>ত্ত>তা>টা হইতে পারে। কিন্তু টা কোল ভাষা হইতে আগত। তুং আসামী টো, টী (টি), টা— লরাটো, ঘরটো, ঘর'টি, লরাটি, ধারটা, বার'টি।

-টিয়া, -টে—ঈষৎ অর্থে। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে টা<প্রাঃ *বট্টিআঅ<সং *বর্ত্তিকাক=বর্ত্ত+ইক+আক। লম্বাটে<লম্বাটিয়া<লম্ববট্টআঅ< *লম্ববর্ত্তিকাক। স্বার্থে *আব- প্রত্যয় না বলিয়া 'ক' প্রত্যয় বলাই সঙ্গত।

-টু, টুক, টুকু= অল্প অর্থে। প্রাঃ বট্টম <সং বর্ত্তুক=বর্ত্ত+উ+ক। একটু <একবট্টুম <এক বর্ত্তুক। টু+ক স্বার্থে (e g. কিন্তুক করিবেক) =টুক। টুকু=টুক+উ হ্রস্বার্থে বা আদরে (শিবু, হরু প্রভৃতি শব্দের উ প্রত্যয়)।

-ড়— আসক্ত অর্থে। <প্রাঃ *ড় <সং ল। ভাঙ্গড়।

-ড়া— ক্ষুদ্র প্রভৃতি অর্থে। <প্রাঃ ড়অ <সং তক। আমড়া <অম্বড়অ <আম্রতক; এরূপ চামড়া, গাছড়া।

-ড়ী— স্বার্থে স্ত্রীলিঙ্গে। <প্রা: ড়ী <সং লী=ল+স্বার্থে ঈ স্ত্রীলিঙ্গে। শাশুড়ী <সসসুড়ী <শ্বশ্রূলী।

-ত, তুত— সম্পর্কীয় অর্থে। <প্রাঃ উত্ত <সং পুত্র। মামাত। তুত= +উত Double প্রত্যয়। পূর্ব্ববঙ্গে তুত প্রত্যয় নাই।

-তা— (১) অবশিষ্ট বা আছে অর্থে। <প্রাঃ অত্ত <সং আক্ত। নোনতা <*লোণতা, <লোনঅত্ত, <লোনত্ত <লবণাক্ত, পানতা = পানি+তা।

(২) সদৃশ অর্থে। <প্রাঃ অত্ত <পত্র। মেছতা <*মাছিঅতা <মচ্ছিআঅত্ত <মক্ষিকাপত্র। শব্দ হইতে প্রত্যয়টি আগত। তুং সং কল্প, দেশ্য, দেশীয়, চল, পাশ, ধ্রুব ইত্যাদি।

-তি— ক্ষুদ্র অর্থে। জালতি, চাকতি।

-দান, দানি— রাখে যে অর্থে। পারশী দান دان প্রত্যয়। দান+Double প্রত্যয়। ফুলদান, ফুলদানি, পানদান, পানদানি।

-দার— রাখে যে অর্থে। পারশী দার دار প্রত্যয়। দোকানদার, খরিদদার।

-দারি— ব্যবসায়, কার্য্য অর্থে। পারশী দারী, داری। প্রকৃতপক্ষে দারি দার+ই। তবিলদারী, দোকানদারি, আড়তদারি।

-ন— স্বার্থে। মতন, নানান <সং না স্বার্থে (বিনা, নানা)। কিংবা <বৈদিক ন স্বার্থে।

-পনা— ভাবার্থে। <প্রা: প্পণ বৈদিক ত্বন=সং ত্ব। গুণপনা <গুণপ্পন <গুণত্বন। বীরপনা, গিন্নিপনা।

-পারা— সদৃশ অর্থে। *পরাঅ <প্রায়ঃ। পাগলপারা, পানা <পারা, (প্রাদেশিক) চাঁদপানা।

-বাজ— চতুর অর্থে নিন্দায়। পারশী باز ক্রীড়াকারী, প্রত্যয়রূপে বব্যহৃত। খোর, দার ইত্যাদির ন্যায়। ফন্দিবাজ, দাগাবাজ, মোকদ্দমাবাজ

-রি— ক্ষুদ্র অর্থে। প্রা: র <সং র+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষুদ্র অর্থে। পাণিনি কুটী শমী শুণ্ডা ভ্যোর: ৫।৩।৮৮)। কুঠরি, বাঁশরি।

-র— স্বার্থে <প্রা: রূঅ <সং রূপ পাণিনি-প্রশংসায়াং রূপপ্ ৪।৩।৬৬)। গোরু<গোরূঅ<গোরূপ। রু<উরু ; বাছুর। গাভুর (প্রাদেশিক)

বাছুর<*বাছুরু<বচ্ছরূঅ<বৎসরূপ। মঃ বাং শশারু, ঘোড়ারু,-রু প্রত্যয় এখন মৃত।

-লা— যুক্ত, সদৃশ প্রভৃতি অর্থে। <প্রাঃ ল <সং ল। শামলা<শামল <শ্যামল। আধলা, পাতলা, মেঘলা।

-লিয়া,-লে— স্বার্থে। <প্রাঃ *লিঅঅ <সং *লিকক=ল+ইক+ক। আগালে <আগালিয়া <*অগগলিঅঅ <*অগ্রলিকক=অগ্রল।

-সই— ১) পরিমাণ প্রভৃতি অর্থে। <প্রাঃ সহিঅ <সং সহিত। বুকসই <বুক্কসহিঅ <বুক্কসহিত।

২) উপযোগী অর্থে। আরবী পারশী সহীহ্ صحيح (শুদ্ধ)। শব্দ হইতে প্রত্যয়। সই করা=স্বাক্ষর করা; আভিধানিক অর্থ শুদ্ধ করা, তৎপরে শুদ্ধতার প্রমাণ স্বরূপ স্বাক্ষর করা। মানান সই, চলনসই।

-সা— সদৃশ অর্থে। <প্রাঃ এসস <সং দেশ্য। (পাণিনি-ঈষদসমাপ্তৌ কল্পবু‌্‌ দেশ্য দেশীয়র। ৫।৩।৬৭) দেশ্য-। কালসা <কালএসস <কালদেশ্য। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে সা <সং শ।

-ওয়ালা— আছে অর্থে। হিন্দী হইতে<সং বল। (পাণিনি ৫।২।১১২) বাড়ীওয়ালা, পয়সাওয়ালা। [গোয়ালা<গোবালঅ<গোপালক; গোয়াল <গোহাল<গোমাল<গোশালা। ওয়ালা বিভক্তি নহে।]

সর্ব্বনামের সহিত

-খন— কালার্থে। <প্রাঃ কৃখন <সং ক্ষণ। তখন<তকৃখন<তৎক্ষণ। এখন, কখন, যখন।

-খানে— স্থানার্থে। খান+এ অধিকরণে। খান<খণ্ড বাসস্থান। এখানে, ওখানে।

-তৃ— পরিমাণার্থে <প্রাঃ বৃন্ত, অন্ত<সং বৎ, অৎ। কত<কিঅন্ত, কিয়ৎ। তত<তাবৃন্ত<তাবৎ। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এত<প্রাঃ বাঃ এত <প্রা: এত্তঅ<পাঃ এত্তক<সং ইয়ত্তিক=ইয়ৎ+তৎ+ক। ইহাই সমীচীন।

-থা— স্থানার্থে।<প্রাঃ থ<সং -ত্র। কোথা<কুথ<কুত্র। হেথা<*হেথ <*এঁত্র=অত্র। সেথা, যেথা।

-ন— তুলনার্থে। যেন<মঃ বাঃ যেহ্ন, যেহেন<প্রাঃ বাঃ জইসন<প্রাঃ জইস্+ন<সং যদৃশ+ন স্বার্থে। হেন<*এহেন।

-বে— কালার্থে। এবে শব্দের সাদৃশ্যে (By analogy) তবে, কবে, যবে। ব+এ অধিকরণে। এব<এব<বৈদিক এব্, এবম্। প্রাঃ বাঃ এবেঁ, তবেঁ, মঃ বাঃ এবেঁ, তবেঁ, যবেঁ, কবেঁ। কভু<মঃ বাঃ কভোঁ=কব্+হোঁ, তবু<*তভু<মঃ বাঃ তভোঁ=তব+হোঁ (চন্দ্রবিন্দু স্বতঃ উৎপন্ন)।

-মৎ— সদৃশ অর্থে। এমৎ<এমন্ত<বৈদিক ঈবন্ত্। কিংবা এমৎ<এমন্ত <*ইমন্ত<সং ইয়ৎ; তুল্যার্থে বৎ প্রত্যয় এবং তৎপরে মন্ত্ (মতুপ্) প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্যে, *ইমন্ত<*ইমন্ত্<*ইবৎ<ইয়ৎ।

-মন— সদৃশার্থে। যেমন<যেমন্ত। যেহেন।

স্ত্রী প্রত্যয়

-ইনী, -নী—প্রাঃ বাঃ জোইনী, শুণ্ডিনি, করিণি। মঃ বাঃ চুরিণী, নাতিনী, কালিনী। নব্য বাঃ সতীন, গাভিন, গোয়ালিনী, পেতনী<পেতিনী, ডাইনী, ডাইন।<সং ইনী=ইন্+ঈ; সাদৃশ্যে (By anology)।

-আনী, -নী—ধোপানী, চাকরানী, মেথরানী, বেদেনী।<সং আনী (মাতুলানী, ইন্দ্রানী, মুদ্গলানী ইত্যাদি)। মঃ বাঃ মাউলানী।

-ঈ— প্রাঃ বাঃ বঙ্গালী, শবরী, ডোম্বী, ভলি, মালী (মালিকা), বাপুড়ী, শালী, নারী, নঅরী। মঃ বাঃ বড়ী, ভালী, খিনী (<ক্ষীণা), আন্ধারী, গোয়ালী, মাউসী, পিসী। নঃ বাঃ মামী, কাকী, খুড়ী, দিদি, চাচী, নানী, বুড়ি, পাঁঠী, হাঁসী, গাভী, মুরগী।

(১) <প্রাঃ ঈ = সং আ। বুড়ী<বুঢ়ী<বুড্‌ঢী<*বৃদ্দা = বৃদ্ধা। ভালী<ভল্লী<*ভদ্রী = ভদ্রা।

(২) <প্রাঃ ইআ<সং ইকা। মাসী<মাউসী<মাউসিআ<সং মাতৃস্বস্কা।

(৩) <প্রাঃ ঈ<সং ঈ। প্রাঃ বাঃ ডোম্বী, শবরী। হাঁসী<সং হংসী।

প্রা: ভা: আ: ভাষার ন্যায় প্রাঃ বাঙ্গালায় শব্দ অনুযায়ী (Grammatical ?) লিঙ্গ ছিল। উদাহরণ :—

ভালি দাহ (কাহ্ন)
তোহোরি ভাভরি আলী (ঐ)
তোহোরি কুড়িআ (ঐ)
কাহোর নাবে (ঐ)
হাড়েরি মালী (ঐ)
লাগেলি অন্তী (বীনাপাদ)
নিসিত আন্ধারী (ভুসুকু)
গুঞ্জরী মালী (শবর)
লাগেলি ভালী (ঐ)

মধ্যযুগের বাঙ্গালায় ইহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় :—

মাঝা খিনী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
আন্ধারী নিশী (ঐ)
নিশি আন্ধিআরী (ঐ)

বর্ত্তমান বাঙ্গালায় ছোট, বড়, ভাল প্রভৃতি বিশেষণগুলির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নাই, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় ছিল।

প্রাঃ বাং	ভালি দাহ	(কাহ্ন)
মঃ বাং	বড়ি মা	(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
...	তোঁ আবালী বড়ী	(ঐ)
...	সেহি সে নাগরী ভালী	(ঐ)
...	জগতের ভালী রাধা এখানে মৈলী	(ঐ)

তিন লিঙ্গ স্থানে কেবল এক ক্লীবলিঙ্গ রূপ মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় সংখ্যাবাচক দুই, তিন ও চারি শব্দে দেখা যায়। যথা—অশোকলিপিতে দুবে মজুলা, (কালসী, জৌগড়-১ম শিলালিপি)। চতালি লজানে (=চত্বারঃ রাজানঃ, কালসী ১৩শ শিলালিপি।) পালি ভাষায় দ্বে, (দুবে), তীণি, চত্তারি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ প্রাকৃতেও দুবে, তিন্নি, চত্তারি তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষায় এইগুলির তিন লিঙ্গে তিন রূপ ছিল (কেবল দ্বে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একরূপ ছিল)। সংখ্যাবাচক শব্দের সাদৃশ্যে ক্রমে বিশেষণ পদে এইরূপ তিন লিঙ্গের রূপ এক হইয়া গিয়াছে।

কর্ম্মবাচ্য

আর্য্য ভাষায় তথা প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষায় ধাতুর সহিত 'য' প্রত্যয়-যোগে কর্ম্মবাচ্যের ধাতুমূল গঠিত হইত। যথা √গম্, গম্যতে; √দৃশ্, দৃশ্যতে; √বুধ, বুধ্যতে; ইত্যাদি। মঃ ভাঃ আঃ ভাষার প্রথম স্তরে আমরা দেখি যে, তিন প্রকারে কর্ম্মবাচ্য গঠিত হইত। (১) প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষা হইতে ধ্বনি পরিবর্ত্তনে আগত। যথা √গম্, পালি গম্মতি; √দৃশ্, পালি দিসসতি; √বুধ্, পাঃ বুজ্ঝতি। (২) বর্ত্তমান কালের ধাতুমূলের সহিত -ঈয়, -ইয় যোগে গঠিত। যথা, √গম্, বর্ত্তমান ধাতুমূল গচ্ছ, পাঃ গচ্ছীয়তি, গচ্ছিয়তি। √দৃশ্

পাঃ ধাতুমূল পস্‌স, দক্‌খ্য, পসসীয়তি, দকৃখীয়তি। (৩) ধাতুর সহিত ঈয়, -ইয়, -ইয়ৎ যোগে গঠিত। যথা, √গম্‌, পাঃ গমীয়তি; √কৃ, পাঃ করীয়তি, করিয়তি, করিয়্যতে।

মঃ ভাঃ আঃ ভাষার দ্বিতীয় স্তরে আমরা প্রথম স্তরেরই ধ্বনি-পরিবর্ত্তন জনিত কর্ম্মবাচ্যের রূপ দেখি। যথা— √গম, মহা. প্রাঃ গম্মই, গমিজ্জই; শৌরসেনী, মাগধী, গমীয়দি, শৌরসেনী গচ্ছীঅদি। √কৃ, মহা. প্রাঃ কীরই, করিজ্জই; শৌরসেনী করিঅদি; মাগধী কলীঅদি। √বুধ্‌, মহা, বুজ্‌ঝই; শৌরসেনী বুজ্‌ঝদি।

মঃ ভাঃ আঃ ভাষার তৃতীয় স্তরে আমরা পূর্ব্বতন স্তরের ধ্বনি পরিবর্ত্তন জনিত কর্ম্মবাচ্যের রূপ পাই। যথা—√কৃ, অপ, করীজ্জে, করিজ্জই, করিঅই; কীঅই (সরহ)। বি-√খ্যা অপ, বক্‌খানিজ্জই (সরহ); √কথ্‌, অপ, কহিজ্জই (সরহ); √বুধ্‌, অপ, বুঝ্‌জই; √দৃশ্‌, অপ, দীসই (সরহ)।

প্রাঃ বাং ভাষায় আমরা কর্ম্মবাচ্যের দুইটি রূপ দেখি, যথা—(১) √দৃশ্‌, প্রাঃ বাং দীসই (চর্য্যা-১৫, ২৬, ৪৭); √ছিদ্‌, প্রাঃ বাং ছীজই (চর্য্যা-৪৫)। (২) √কৃ, করিঅই (চর্য্যা-১); √মৃ, প্রাঃ বাং মরিঅই (৮.১)।

মঃ বাংলায় আমরা পূর্ব্বস্তরের দ্বিতীয় রূপের পরিণতি দেখি, যদিও এইরূপ প্রয়োগ অল্প মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। যথা—উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল হেন কাম না করিএ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন); প্রভু হয়িআঁ হেন নাহিঁ করী.; কথো দূরে গিআঁ দেখিএ একখানি নাএ। কিন্তু সাধারণতঃ বিশ্লেষণমূলক কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগ হইতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। প্রধানতঃ বিশেষণবাচক ক্রিয়া পদের সহিত √হ, √যা যোগে কর্ম্মবাচ্য গঠিত হয়। যথা—ধরণ ন জাই (বৌদ্ধগান)। এখনও পূর্ব্ববাঙ্গালার উপভাষায় করন যায় না, দেখন যায় না-প্রচলিত। দেখা যায়, করা হয় ইত্যাদি। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'কী চাই'-এখানে 'চাই' কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত এবং ইহা প্রাচীন

যুগের চিহ্নবিশেষ। এইরূপ ডঃ চট্টোপধ্যায়ের মতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে আছে ঃ—

এক দেয় বর দেখে। আর দেয় ঘর দেখে ॥

রবিবার দিন মন্দ যায় না। কতিপয় উপভাষায় এই প্রাচীন প্রয়োগ রক্ষিত হইয়াছে। যথা—বীরভূমে হোথা যেয়ে না, ভাইকে না দিয়ে খেয়ে না।

আধুনিক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষের রূপ মূলতঃ কর্ম্মবাচ্যের রূপ। যথা—করি <মঃ বাং করিএ <প্রাঃ বাং করিঅই <প্রাঃ করীঅই <প্রাঃ ভাঃ আঃ কথ্য ভাষায় কর্‌তে সং ক্রিয়তে।

প্রযোজক ক্রিয়া

[Causative Verb]

আধুনিক বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত তিন প্রকারে প্রযোজক ক্রিয়া সাধিত হয়। (১) পড়, চল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর আদ্যস্বর অকার স্থলে আকার হয়; যথা—পড়ে, প্রযোজক পাড়ে; চলে, প্রঃ চালে; মরে প্রঃ মারে। (২) বল, কর প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণে আকারযুক্ত হয়; যথা—বলে প্রাঃ বলায়; করে প্র° করায়। পূর্ব্বের প্রথম সংখ্যার প্রযোজক ধাতুর পুনরায় প্রযোজক রূপ এই প্রকারে অন্ত্যব্যঞ্জনবর্ণে আকার যোগ করিয়া হয়; যথা—পাড়ায়, চালায়, মারায়। (৩) অল্প কয়েক সংখ্যক ট-কারান্ত ধাতুর ট স্থানে ড় হইয়া প্রযোজক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যথা—ফাটে প্রঃ ফাড়ে; ছুটে প্রাঃ ছুড়ে, ছোড়ে; টুটে প্রাঃ টুড়ে তোড়ে।

প্রাঃ বাঙ্গালায় আমরা প্রযোজক ক্রিয়ার তিনটি রূপ দেখি—মারই, তোড়ই, বন্ধাবএ। প্রাকৃতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে এইরূপ হইবে—মারই, তোড়ই, বন্ধাবই। প্রাচীন প্রাকৃত বা পালিতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে -মারেতি,

তোড়েতি, বন্ধাপেতি। এইগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার মারয়তি, ত্রোটয়তি এবং বন্ধাপয়তি রূপ হইতে আগত।

সংস্কৃতে কেবল আকারান্ত ধাতুর উত্তর প প্রত্যয় করিয়া প্রযোজক ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। যথা—√ জ্ঞা-জ্ঞাপয়তি ; √ স্থা-স্থাপয়তি ; √দা-দাপয়তি। প্রাকৃত যুগে এই 'প'-এর ব্যাপক প্রয়োগ হয়। যথা—√ লেখ্—প্রাঃ সং লেখয়তি ; অশোকলিপি-লেখাপয়তি কিংবা লিখাপয়তি। ইহা হইতে পাঃ লেখাপয়তি, লেখাপেতি ; প্রাঃ লেহাবেই ; অপঃ লেহাবই ; প্রাঃ বাং লেহাবএ ; আধুনিক লেখায় ; প্রাদেশিক লেহায়। প্রাকৃতে প্রযোজক ক্রিয়ার বিভক্তি ধাতু কিংবা বর্ত্তমানের ক্রিয়ামূল উভয়ের সহিত যুক্ত হইত। যথা—√ শ্রু, পাঃ সাবয়তি, সাবেতি, সুনাপয়তি, সুনাপেতি (সং শ্রাবয়তি), √ গম, পাঃ গময়তি, গাময়তি, গামেতি, গচ্ছাপয়তি, গচ্ছাপেতি (সং গময়তি)।

শব্দাবলী

[Vocabulary]

বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলি নিম্নলিখিত বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ঃ—

১) হিন্দ-য়ুরোপায়ণ (Indo-European)-মা<মাতা, ভাই<ভ্রাতৃক, সাত<সপ্ত, পা<পাদ, ভরে<ভরতি।

২) হিন্দ-ঈরাণীয় বা আর্য্য-পো<পুত্র, হাত<হস্ত, মাছ<মৎস্য, উট<উষ্ট্র।

৩) ভারতীয় আর্য্য ঃ—

(ক) তদ্ভব-বোন<ভগিনী, নুন<লবণ, ঘি< ঘৃত, পানি< পানীয়।

(খ) প্রাকৃতভব-গাছ< পালি গচ্ছ, আছে< পাঃ অচ্ছতি, পেট<* পেট্ট

(গ) দেশী (Indigenous)-বোঁচা, খাঁদা, ঝুড়ি, ঝিনুক, খড়।

১৷২, ৩, পর্য্যায়ের শব্দাবলী বাঙ্গালা ভাষার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ (heritage)। ইহার অতিরিক্ত শব্দগুলি কৃতঋণ (Borrowed বা Loan) শব্দ। তাহার কয়েকটি শ্রেণী আছে:—

ক) সংস্কৃত হইতে গৃহীত—মধু, মিষ্ট, জল, হস্ত, সেহ (তৎসম শব্দ।

খ) ভারতীয় অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত—যথা, কোল ভাষা হইতে:—কুড়ি, ঢেঁকি, চাউল, গণ্ডা।

গ) বৈদেশিক ভাষা হইতে:—

(৵০) পারশী—হাজার, মোরগ, খরগোশ, কমর, কাগজ, খোদা। কতকগুলি আরবী ও তুর্কী শব্দ পারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। আরবী—কলম, দোয়াত, জুলুম, আসল, জাল (কৃত্রিম), হাকিম, মুনসিফ, উকিল, মোক্তার।

তুর্কী—কঞ্চি, খান, খাতুন, বেগম, তোপ, বন্দুক, খানম।

(৶০) পর্ত্তুগীজ—কামরা, বালতি, গামলা, আনারস, আতা, পেরেক, চাবি, ইংরেজ।

(৷৶০) ওলন্দাজ—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ।

(৷০) ফরাসী—ওলন্দাজ, তোয়ালে, কার্ত্তুজ।

(৷৵০) ইংরেজী—টেবিল, চেয়ার, লাট, হাসপাতাল, বেঞ্চি।

ইংরেজীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যথা—জাপানী—রিক্‌শ; আরবী—জিরাফ; কঙ্গো—জেব্রা; মালয়ী—সাগু; তিব্বতী—লামা; অস্ট্রেলিয়ান—ক্যাঙ্গারু; আমেরিকান—তামাক, আলপাকা, কুইনাইন, টোমাটো, চকলেট; চীন—লিচু, চা। তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে কতক প্রাচ্য-গোষ্ঠীর আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার বিশিষ্ট শব্দ। যথা—চোখ <চক্ষু। (আঁখি <অক্ষি শব্দজাত), চুল <চূড়া। (বাল <বার শব্দজাত) মাথা <মস্তক।

বাক্য রীতি

(Syntax)

আ: ভাঃ আঃ ভাষাগুলির ন্যায় বাঙ্গালাভাষাতেও বাক্যমধ্যে প্রথমে কর্ত্তা, তৎপরে কর্ম্ম এবং সর্ব্বশেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আঃ বাঙ্গালার বাক্যরীতির বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

১। নিষেধার্থক 'না' অব্যয় ক্রিয়ার শেষে ব্যবহৃত হয়। বিহারী, উড়িয়া এবং আসামী ভাষাগুলি বাঙ্গালার সহোদরা শ্রেণীর হইলেও সেগুলিতে অন্যান্য আ: ভা: আঃ ভাষাগুলির ন্যায় নিষেধার্থক 'না' অব্যয় ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষার এই রীতি আধুনিক। চট্টগ্রামী প্রভৃতি কয়েকটি উপভাষায় প্রাচীন ব্যবহার রক্ষিত হইয়াছে। আধুনিক প্রয়োগে যথা, নয় = না হয়, নই = না হই প্রভৃতি স্থলে এবং কতিপয় নারি = না পারি প্রয়োগে প্রাচীন রীতির নিদর্শন অবশিষ্ট রহিয়াছে।

২। সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে তাহা তদ্ভব শব্দ হইলে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না। যথা, ভাল মেয়ে, ছোট খুকী, বড় বোন ইত্যাদি। কিন্তু প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালার আদি স্তরে এইরূপ স্থলে স্ত্রী প্রত্যয় ছিল। যথা, সেহি সে নাগরী ভালী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ৪র্থ ২১)। জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী (ঐ ১১১)। আহ্মার বচন শুন তোহ্মে বড়ি মা (ঐ ১১৭)। একেলী শবরী এ বণ হিণ্ডই (২৮নং চর্য্যা শবরপাদ)। আহ্মে ভলি দাহ দেহু (১২নং চর্য্যা কৃষ্ণপাদ)।

৩। বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা স্থানীয়া ভাষাগুলিতে বর্ত্তমানে সম্বন্ধ পদে সম্বন্ধীয় পদের সহিত অন্বয়ে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না। যথা, আমার মা, রাজার মেয়ে ইত্যাদি। তুং হিন্দী-উর্দূ—মেরী মা, রাজাকী লড়্কী। কিন্তু প্রাঃ বাঙ্গালায় এরূপস্থলে স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা, গুঞ্জরী মালী (২৮নং চর্য্যা শবরপদ)। তোহোরি কুড়িআ (১০নং চর্য্যা কৃষ্ণপাদ)। হাড়েরি মালী (১০ চর্য্যা কৃষ্ণপাদ)।

৪। আঃ ভাঃ আঃ ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভাষায় অপ্রাণিবাচক শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় অপ্রাণিবাচক শব্দেও স্ত্রীলিঙ্গ হইত। যথা, কাহেরি নাবে" (১০নং চর্য্যা নাব স্ত্রীলিঙ্গ)। তোহোরি কুড়িআ (ঐ)।

৫। অতীতকালে প্রথম পুরুষে অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বাঙ্গালা তথা আঃ ভাঃ আঃ ভাষার প্রাচ্য গোষ্ঠীতে ক্রিয়ার স্ত্রী প্রত্যয় হয় না। যথা, মেয়ে চলিল। তুং হিন্দী, উর্দূ—লড়কী চলী। কিন্তু প্রাঃ ও মঃ বাঙ্গালার আদিস্তরে স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা, গঅণত লাগেলী ডালী (২৮ নং চর্য্যা শবরপাদ)। রাতি পোহাইলী (ঐ)। বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেইখানে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ১১৫)। তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের দাসী (ঐ)।

৬। অতীতকালে সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে প্রাচীন বাঙ্গালায় হিন্দী ইত্যাদির ন্যায় ক্রিয়ায় স্ত্রী প্রত্যয় হইত। যথা, মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী (কাহ্ন) দহ দিহে দিধলী ধলী শবর।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্রম-বিবর্ত্তন

সাধারণতঃ মধ্য-ভারতীয় ও নব্য-ভারতীয় আর্য্য ভাষায় আদিতে কোন যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে না—দুইটির মধ্যে একটি ব্যঞ্জন থাকে মাত্র। কোন কোনও স্থলে যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরভক্তি হয়। যথা—

শ্মশ্রু	>	পাঃ মস্সু	>	প্রাঃ মংসু	>	বাং মোচ
শ্বশুর	>	,, সস্সুর				>বাং শশুর (শ্বশুর সং)
জ্ঞাতিগৃহ	>	,, ঞাতি ঘর	>	,, নাইহর		>প্রাঃ বাং নাইয়র
ক্রন্দতি	>	,, কন্দতি>প্রাঃ কন্দই>প্রাঃ বাং কান্দই				>বাং কাঁদে, কান্দে
ব্যাঘ্র	>			প্রাঃ বগ্ঘ	>	,, বাঘ
ক্রীণাতি	>	,, কীণতি>		,, কিনই	>	,, কিনে

শ্মশান		,, মসান		> ,, মশান

ক্লেশ>পাঃ প্রাঃ কিলেস

শ্রী> ,, ,, সিরি।

এমন কি হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষার আদি যুক্ত-ব্যঞ্জন ধ্বনি প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাষায় হসন্তবর্ণ লোপ করিয়াছে। যথা, সং তারা<*স্তারা তুং I.E. Star, ফারসী সিতারা। সং পশ্যতি<*স্পশ্যতি তুং Eng. Spy 1 Lit Specis সং স্পষ্ট। সং পঠযি<*প্রথতি। সং তুরীয়<*ক্তুরীয়, তুং আবেস্তান খ্তুরীয়। সং সেফালিকা <*শ্রীফালি; সং শিথিল<*শ্রথিল; তুং পাঃ সঠিল, প্রাঃ সঢ়িল। নাপিত< *স্নাপিত।

কিন্তু কতিপয় স্থলে যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্ত্তিত হইয়া এক ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আদিতে মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় এবং তাহা হইতে আঃ ভাঃ আঃ ভাষায় আসিয়াছে। যথা—

সং ক্ষার	>	পাঃ খার >	প্রাঃ খার >	বাং খার
,, ক্ষাম	>	,, ঝাম >	,, ঝাম >	,, ঝামা
,, ধ্যান	>	,, ঝান>প্রাঃ ঝাণ>প্রাঃ বাঃ ঝাণ		
,, স্থাম	>	,, ঠাম>	,, ঠাম>	,, ঠাম
,, স্তম্ভ	>	,, থম্ভ>	,, থম্ভ>	> ,, থাম
,, ভরম				> ,, ভোল, ভুল
বৈদিক স্কম্ভ	>	,, খম্ভ>	,, খম্ভ>	> ,, খাম
সং দ্যূত	>	,, জূত>	,, জূঅ>	> ,, জুয়া
,, ক্ষুরিকা	>	,, ছুরিকা>	,, ছুরিআ	> ,, ছুরি
,, স্নেহ	>		>মঃ বাঃ নেহা	

সংস্কৃতেও কতিপয় শব্দে এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যথা, খুর<ক্ষুর (গরুর খুর)। আঃ ভাঃ আঃ ভাষায় শব্দের আদিতে কতিপয় স্থলে যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে স্বরভক্তি দৃষ্ট হয়। যথা, স্নেহ>সিনেহ; স্নান>সিনান। সং

দ্বে>পা:, প্রা: দুবে্>দুই। সং শ্রী>পা:, প্রাঃ সিরি>বা: ছিরি। সং দ্বার>প্রাঃ দুব্‌বার>বাঃ দুয়ার। সং ভ্রূ>বাঃ ভুরু। এই শব্দগুলি প্রায়ই অর্দ্ধতৎসম।

পদমধ্যে প্রা: ভা: আঃ ভাষার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন (Assimilation) মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় হয়। তাহা হইতে নঃ ভাঃ আঃ ভাষায় দ্বিত্বের একীকরণ হইয়া অনুপূরকস্বরূপ পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘত্ব হয়। সাধারণতঃ বাঙ্গালা বানানে সংস্কৃতের প্রভাবে আকার ভিন্ন অন্য স্বরে এই দীর্ঘত্ব প্রদর্শিত হয় না।

প্রাঃ ভা: আঃ ভাঃ		মঃ ভা: আঃ ভাঃ		প্রাঃ বাং	আঃ বাং
হস্ত	>	হত্থ	>	হাথ	হাত
অর্দ্ধ	>	অদ্ধ	>		আধ
দুগ্ধ	>	দুদ্ধ	>		দুধ (দূধ)
বিল্ব	>	প্রাঃ বেল্ল	>		বেল
অগ্র	>	অগ্‌গ	>		আগ
শিক্য	>	সিক্ক	>		শিকা
রূপ্য	>	রুপ্প	>		রূপা

কতিপয় স্থলে আঃ ভাঃ আঃ ভাষায় যুগ্মবর্ণের একীকরণে পূর্ব্ব-অ-কারের দীর্ঘত্ব হয় না। যথা, রক্তিকা>রত্তিআ>বাং রতি সর্ব্ব>পাঃ প্রাঃ সব্ব>বাং সব; বর্ত্ততে>প্রা: বট্টই>বা: বটে। রশ্মি>পাঃ রংসি>বাং রশি।

বিশেষ নিয়ম

(ক) য-ফলা যুক্ত হইলে ত বর্গে নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তন হয়। যথা—

ত্য>	চ্চ=সং সত্য>	পাঃ, প্রাঃ	সচ্চ>	বাং	সাচা
	,, নৃত্য>	,,	নচ্চ> প্রাঃ নথ>		নাচ
থ্য>	চ্ছ= ,, মিথ্যা>	,,	মিচ্ছা>	,,	মিছা
দ্য>	জ্জ= ,, অদ্য>	,,	অজ্জ>	,,	আজ
ধ্য>	জ্ঝ= ,, মধ্য>	,,	মজ্ঝ>	,,	মাঝ

হ্য-এর পরিবর্ত্তন এইরূপ—সং বাহ্য > পাঃ বয্হ > প্রাঃ বজ্ঝ > বাং বোঝা।

য্য, র্য-এর পরিবর্ত্তন এইরূপ

সং কার্য্য > পাঃ কয্য > প্রাঃ কজ্জ > বাং কাজ
,, শয্যা > ,, সেয্যা > ,, সেজ্জা > ,, সেজ

(খ) বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত সেই বর্গের স্পর্শবর্ণের যোগ হইলে মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় যুক্তাক্ষর অপরিবর্ত্তিত থাকিত কিংবা পঞ্চম বর্ণস্থানে বিকল্পে অনুস্বার হইত। প্রাঃ বাঙ্গালায় পঞ্চমবর্ণ অর্দ্ধঅনুনাসিক হয়। আঃ বাঙ্গালায় উহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যথা—

সং পঙ্ক > মঃ ভা: আঃ ভাঃ পঙ্ক পংক > প্রাঃ বাং পাংক > বাং পাঁক
,, পঞ্চ > ,, পঞ্চ, পংচ > ,, পাংচ > ,, পাঁচ
,, কন্টক > পাঃ কন্টক > প্রাঃ কন্টঅ > ,, কান্টা > ,, কাঁটা
,, চন্দ্র > মঃ ভা: আঃ ভাঃ চংদ > ,, চান্দ > ,, চাঁদ
,, দন্ত > ,, দংত > ,, দান্ত > ,, দাঁত
,, কম্প > ,, কংপ > ,, কাম্প > ,, কাঁপ

ঙ্গ, ন্ঘ, ম্ভ -এইগুলির পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

সং রঙ্গ > মঃ ভা: আ: ভা: রঙ্গ, রংগ > প্রা: বাং রাংগ > বাং রাং
,, ব্যঙ্গ > > ,, বেংগ > ,, বেং ব্যাং
,, শৃঙ্গ > ,, সিঙ্গ, সিংগ > ,, শিংগ > ,, শিং
,, অঙ্গার > ,, অংগার > ,, আংগার > ,, আংরা
,, কুম্ভকার > পাঃ কুম্ভআর > ,, > ,, কুমার
,, কুম্ভীর > প্রা: কুম্ভীর > ,, > ,, কুমীর
সং সম্ভরতি > মঃ ভাঃ আঃ আ: প্রাঃ বাং সাম্হাই > বাং সামায়
,, স্তম্ভ > থম্ভ > ,, থাম্হ > ,, থাম
,, কুটুম্ব > > ,, কুটুম
,, শিম্ব > > ,, শিম

(গ) শ্, ষ্, স্-এর সহিত ণ, ন, ম যোগে মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় শ্, ষ্, স্-স্থানে 'হ' হয় এবং যুক্তাক্ষরের স্থিতি বিপর্য্যয় হয়। আধুনিক বাঙ্গালায় কেবল ণ, ম অবশিষ্ট থাকে। যথা—

সং কৃষ্ণ > মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ কন্‌হ > প্রাঃ বাঃ কান্‌হ > বাং কান, কানু
প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ অস্মে > ,, অম্‌হে > ,, আম্‌হে > ,, আমি
,, *তুষ্মে > ,, তুম্‌হে > ,, তুম্‌হে > ,, তুমি
সং কুষ্মাণ্ড > প্রাঃ কুম্‌হণ্ড > > ,, কুমড়া

বিশেষ নিয়মে রশ্মি, অপস্মরতি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা—
সং রশ্মি > পাঃ রস্মি রংসি > বাং রশি
,, অপস্মরতি > ,, অপস্মরতি > প্রাঃ পসসরই > মঃ বাং পাসরে।

(ঘ) হ-এর সহিত ণ, ন, ম, র, ল, ব যোগে মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় স্থিতি বিপর্য্যয় হয়। আঃ বাঙ্গালায় কেবল ণ, ম, র, ল এবং ভ হয়। যথা—
সং চিহ্ন > মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ চিণ্‌হ > বাঃ চিন
,, ব্রাহ্মণ > ,, বম্‌হণ > বাঃ বামন

হ্ব স্থানে মঃ ভাঃ আঃ ভাষার স্থিতি বিপর্য্যয় হয়। আধুনিক বাঙ্গালায় ভ হয়।
যথা— সং জিহ্বা > পাঃ জিব্‌হা > প্রাঃ জিব্‌ভা > বাং জিভ
,, বিহ্বল > > ,, বিব্‌ভল > ,, বিভোল, বিভোর।

(ঙ) কখনও কখনও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরভক্তি হয়। যথা—
সং তীক্ষ্ণ > >বাং তিখিন
,, আদর্সিকা > পাঃ আদরসিকা > প্রাঃ আঅরসিআ > ,, আরশি
,, জ্যোৎস্না > > ,, জোছনা।

অশোকলিপিতে যুক্তাক্ষর

পদমধ্যে ঃ—

১। সমীভবন—ক্ত	>	ত্ত ;—যুত্ত, বুত্তং	(গির্ণার) ;
ক্য	>	ক্ক ;—সক্ক	,,
ক্র	>	ক ;—অতিকাডং	,,
ক্স	>	ছ ;—সছায়	,,
ক্ষ	>	খ ;—ইখীঝখ, সংখিতেন	,,
	>	ছ ;—ব্রছা, অছতিং	,,
গ্ন	>	গগ ;—অগি্গ	,,
গ্র	>	গ ;—অগেন	,,
জ্ঞ	>	ঞ, ংঞ ;—রাঞা, কতংঞতা	,,
ড্য	>	ড় ;—পাড়া	,,
ণ্য	>	ংণ ;—হিরংণ	,,
	>	ংঞ, ঞ ;—অপুংঞং, পুইঞং	,,
ত্ম	>	ৎপ ;—আৎপ	,,
ত্য	>	চ ;—একচা, কচং	,,
ত্র	>	ত ;—পুত, মিত	,,
ত্ব	>	ৎপ ;—চৎপারো, হিতাৎপা	,,
ৎস	>	ছ ;—চিকিছা	,,
দ্য	>	জ ;—অজ	,,
দ্র	>	দ ;—ছুদং	,,
ধ্য	>	ঝ ;—মঝযেন	,,
ণ্য	>	ংঞ, ঞ ;—অংঞ, অঞ	,,
প্ত	>	ত ;—গুতি	,,
প্য	>	প ;—সামীপং	,,

প্র	>	প ;—দেবানং পিয়	,,
ব্ধ	>	ধ ;—লধেস্থ	,,
ভ্য	>	ভ ; —আরভরে	,,
ম্র	>	ংব ;—তংবপংণী	,,
র্গ	>	গ ;—স্বগ	,,
র্ঘ•	>	ঘ ;—দিঘায়	,,
র্ণ	>	ংণ ;—তংবপংণী	,,
র্ত	>	ত ;—কতব্ব	,,
	>	ট ;—সংবট	,,
র্থ	>	থ ;—অথ	,,
র্দ	>	দ ;—মাদব	,,
র্ধ	>	ধ ;—বদয়িসংতি	,,
	>	ঢ ;—বঢয়তি	,,
র্ভ	>	ভ ; —গভাগারম্হি	,,
র্ম	>	ম, ংম ;—কংম, ধমধংম	,,
র্য	>	য় ;—আয়েস্থ	,,
র্ব	>	ব ;—সব	,,
র্শ	>	স ;—দসনে, প্রিয়দসি	,,
র্ষ	>	স ;—বাস	,,
র্ষ্য	>	স ;—কাসতি	,,
ল্প	>	প ;—অপ	,,
ল্য	>	ল ;—কলাণ	,,
ত্র	>	ব ;—তীবো	,,
শ্চ	>	ছ ;—পচ্ছা	,,
শ্য	>	স ;—পসতি	,,
শ্র	>	স ;—স্থস্থংসা	,,

ষ্ক > ক ;—দুকরং (গির্ণার) ;
ষ্ক > খ ;—বিনিখমণ ”
ষ্য > স ;—মনুস ”
স্ত্র > থ ;—ইথী ”
স্য > স ;—স (৬ষ্ঠী) ”
শ্র > স ;—পরিসরে ”

২। স্বরভক্তি :—

প্ন >পুন ;—প্রাপুনতি (গির্ণার)
র্য >রিয় ;—সমচৈরং ”
র্হ >রহ ;—গরহা ”

৩। স্থিতি বিপর্যয় :—

হ্ম >ম্হ ;—বম্হণ ”
স্ম >ম্হ ;—অম্হি ”

৪। অপরিবর্ত্তিত (আদি ও অনাদি) :—

ক্র —অতিক্রাতং ; পরাক্রমেন
ত্র —তত্র, পুত্র, মিত্র (গি) ;
দ্ব —দ্বে ”
ধ্র —অংধ্র ”
প্র —দেবানং প্রিয় ”
ব্র —ব্রম্হণ, ব্রাম্হণ ”
ব্য —ব্যাপতা, দিব্যানি ”
ম্য —সম্য ”
শে শ্বে —শ্বেত ”
স্র —সহস্র ”

স্ব —স্বগ (গি)
র্শ >র্স দর্সন ”
র্ষ >র্স বর্স ”
শ্র >স্র স্রবণ, সুস্রূসা ”
স্ত —অস্তি, হস্তি ”

আদিতে ঃ—

১। এক ব্যঞ্জন

ক্ষ >ছ ;—ছুদং, ছাতি (গির্ণার)
খ >খু ;—খা ”
জ্ঞ >ঞ ;—ঞাতি ”

স্বতঃউৎপন্ন অনুনাসিক

প্রাঃ ভাঃ কিংবা মঃ বাঃ আর্য্যভাষায় পদ মধ্যবর্ত্তী যুক্তাক্ষরের প্রথম বর্ণ অনুনাসিক ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং হইলে আঃ বাঙ্গালায় অনুনাসিক ঁ হয়। যথা—পঙ্ক> পাঁক ; পঞ্চ> পাঁচ ; কণ্টক> কাঁটা ; দন্ত> দাঁত, কম্প> কাঁপ ; হংস> হাঁস। কিন্তু কতক বাঙ্গালা শব্দে অনুনাসিক দৃষ্ট হয় যদিও প্রাঃ ভাঃ কিংবা মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় যুক্তাক্ষরে কোনও অনুনাসিক বর্ণ নাও থাকে—ইহাকে স্বতঃ উৎপন্ন অনুনাসিক বলে। যথা—ছুপাতি> প্রাঃ ছুঅই> বাং ছোঁয় ; পূয়> প্রাঃ *পুজ্জ> পুঁজ ; সং কুব্জ> প্রাঃ *কুজ্জ> কুঁজ ; সং উচ্চ> প্রাঃ বাঃ উঞ্চ> উঁচা। সং পুস্তিকা> প্রাঃ পুত্থিআ> পুঁথি। কতিপয় শব্দে সংস্কৃত অনুসরণে অনুনাসিক লিখিত হয় না কিন্তু বাঙ্গালার সহোদরা ভাষাগুলির সহিত তুলনায় এবং কথ্য ভাষায় এরূপস্থলে অনুনাসিক স্বীকার করা যায়। যথা—সং ইষ্টক> প্রাঃ ইট্টঅ> ইট, হিন্দী ঈঁঠ।
.... উষ্ট্র> ... উট্ট> উট ... উঁঠ।
তুং বাঙ্গালা হাসি, হিন্দী হাঁসি।

স্বতঃ-উৎপন্ন মূর্ধন্যীভবন

প্রাঃ ভাঃ কিংবা মঃ ভাঃ আঃ ভাষায় মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকিলে বাঙ্গালা ভাষাতেও মূর্ধন্য ব্যঞ্জন হয়। যথা—কটাহ> প্রা: কড়াহ> বাং কড়াই ; সং পঠতি> প্রাঃ পঢ়ই> মঃ বাং পঢ়ে> আঃ বাং পড়ে ইত্যাদি। কিন্তু কতক বাঙ্গালা শব্দে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন হয় যদি প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ মূর্ধন্য নাও থাকে—ইহাকে স্বত: উৎপন্ন মূর্ধন্যীভবন বলে। অবশ্য অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষা মঃ ভা: আঃ ভাষার ধ্বনি পরিবর্ত্তন উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। যথা—সং বৃদ্ধ> প্রা: বুড্ঢ> প্রাং বাং বুঢ়> মঃ বাং বুঢ়া> আঃ বাং বুড়া ; সং মূর্ধা> প্রাঃ মুণ্ডা> বাং মুড়া। এইরূপ স্থলে ঋ এবং র-কারের প্রভাবে সমীভবন দ্বারা মূর্ধন্য উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে মূর্ধন্যের কোনও কারণ নাই—সং পততি> প্রাঃ পড়ই> বাং পড়ে ; সং দর> প্রাঃ এবং বাং ডর ; সং দংশ> প্রাঃ ডংস> বাং ডাঁশ ; সং দোল> প্রাঃ এবং বাং ডোলা ; সং দ্বিদল> প্রাঃ *দিঅল> বাং ডাইল। এইগুলি স্বতঃ উৎপন্ন মূর্ধন্যীভবনের উদাহরণ।